দানবদলন কাব্য।

শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা;

ভবানীপুর, সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে

শ্রীব্রজমাধব বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৭৯।

ভূমিকা

কাব্য-শাস্ত্রের অনুশীলনে আমাকে উৎসাহ দেওয়া দূরে থাকুক, লোকের বিদ্রূপ গঞ্জনায় মন সর্ব্বদাই অস্থির। আমি এই সংসারে আর কাহার ধার ধারি না, যে মহাত্মার উৎসাহ ও প্রযত্নে এই কাব্য জনসমাজে প্রকাশিত করিতে সাহসী হইলাম, সময়ান্তরে তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিব, ইচ্ছা রহিল। কাব্য সময়ের রসাস্বাদন শক্তির ক্রীড়াস্থল হইল, আমি কেবল তাহার আলোচনা সুখেই সুখী।

১২৭৯ সাল }
১৫ই চৈত্র। }

শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

দানবদলন কাব্য।

প্রথম সর্গ।

প্রাচীন মরালকুল সন্তরণরেখ,
অজ্ঞতা বশাৎ আমি অবহেলা করি,
বীররসসরোবরে কেলিতে আকাঙ্ক্ষী।
লিপ্তপদ যদি মোরে দিয়া থাকে বিধি,
অবশ্য সাধিব সাধ ; নতুবা ডুবিয়া
অতল ভ্রমের তলে, হারাব জীবন !
হায়, মূঢ় আমি ; নৈলে, বিস্তারিয়া ক্ষুদ্র
বাহুযুগ, আলিঙ্গনে বাঁধিবারে চাহি,
জগত বিস্তৃত সেই কবিকুল-যশ-
গিরি ! অবোধ বালক প্রায়, রশ্মিরজ্জু
ধরি, চাহি উঠিবারে দূর সূর্য্য লোকে !
ক্ষুদ্র মতি-সেক্ত লয়ে সেচিতে উদ্যত
অকূল সাগরবারি লভিতে রতন !
এস গো কল্পনে, তবে এস একবার,
মম শিরে, হৃদাসনে, ক্ষীণ বুদ্ধি যোগে,
কৌষেয় সূত্রের যোগে চঞ্চলা চপলা
সহাস্যে নাচিয়া যথা নামে ধরা হৃদে !

তোমার প্রসাদে, ক্ষুদ্রবুদ্ধিমানদণ্ড
প্রাদেশ প্রমাণ, লয়ে মাপিতে গো চাহি
আমি আকাশ উচ্চতা ; কৃপাকর দাসে !
একদা প্রদোষে বিষ্ণু বসি শ্বেত দ্বীপে,
নারদের বীণা রবে মন মিলাইয়া.
আনন্দে আনন্দময় ভাসিতেছিলেন,
ভাবে গদগদ ; সুখ শিখা সচঞ্চল,
কুতুহল বায়ুপরি উঠিবার লাগি।
প্রফুল্ল পুণ্ডরীকাক্ষ, জ্যোতিরাশি পক্ষ্মে
সম্বরিতে নারি যেন ; হেন কালে সেথা
রঙ্গে দেখা দিলা আসি মন্মথজননী,
মন্মথেরে কোলে লয়ে ; উথলিয়া মরি,
সুখসিন্ধু শ্রীপতির ; উথলে যেমতি
অম্বুনিধিঅম্বুরাশি চন্দ্রমা আগমে !
উল্লাসে অমনি তাঁরে বাহু প্রসারিয়া
প্রেম আলিঙ্গনে হৃদে লইলা কেশব।
কৌস্তুভ রতন মুখ হইল মলিন ;
দেখি রমার আদর, কিম্বা রূপ ছটা।
রজনীরে উন্মুখিনী দেখি হেন কালে
দেব ঋষি, প্রণমিয়া শ্রীপতির পদে
বিদায় লভিলা ; বীণা বাদনের ভার
দিয়া ভৃঙ্গরাজে। চলি গেলা তবে কাম,

নক জননী কোলে খেলি ক্ষণ কাল।
প্রিয়ার অধর ধরি প্রিয় সম্ভাষণে,
কহিলা মাধব তবে;—"রমে, আজি কেন
সহসা পড়িল মনে তব প্রেম দাসে?—
চকোরেরে সুধাদানে এলো কেন চাঁদ?
হেন ভাগ্যোদয় মোর কেন বা নিরখি?
হাসিয়া কহিলা লক্ষ্মী;—"নাথ, তুমি মোর
হৃদয়আকাশরবি; যেখানে সেখানে
রৈই আমি; মন মোর, ঘুরে তোমা বেড়ি
প্রেমমাধ্যাকর্ষণেতে বদ্ধ হয়ে তব।
চঞ্চলা আমারে লোকে বলে তব লাগি—
থাকিতে না পারি আমি না হেরে তোমায়
ক্ষণ কাল কোন স্থানে; বিশেষতঃ মোরে
সদা জ্বালাতন করে অশান্ত মন্মথ,
তেঁই সে এলাম এবে শ্রীপদ ভেটিতে।
কিন্তু নিবেদন এক আছে প্রাণ নাথ
মোর, ওপদ রাজীবে—কত কাল আর
আবদ্ধ থাকিব বল শুম্ভের আবাসে?
নিজ ভুজ বলে বীর ত্রিলোক বিজয়ী,
শুনিলে তাহার নাম কাঁপে নাকপুরী;
কার সাধ্য ত্রিভুবনে কে বধে শুম্ভেরে?—
না মরিলে দৈত্যরাজ ছাড়িতে না পারি,

তারে আমি, বিনা দোষে কেমনে ছাড়িব ?
কত সমাদরে মোরে পূজে দৈত্যপতি,
কেমনে বর্ণিব দেব ? আমার পূজার
উপচার লাগি বীর স্বপনে ধেয়ানে।
কিন্তু এক স্থানে তবু থাকিতে না পারি
বদ্ধ হয়ে ; মধুকর ভাবয়ে কি সুখ
শতদল দলমাঝে আবদ্ধ হইলে ?—
অচলা করেছে শুম্ভ চঞ্চলা আমারে।
উপায় বিধান এর কর প্রাণনাথ,
কারাগার মুক্ত মোর কর দয়া করি,
স্বাধীনতা পক্ষ দাও উড়িতে সংসারে,—
আশ্রয়িতে নব নব পাদব পল্লবে,
নূতন নূতনে মন সদা অভিলাষী !”
নীরবিলা সুধা বর্ষি কমলবাসিনী।

শুনিয়া রমার বাণী কহিলা রমেশ ;—
“প্রিয়ে সত্য, যা বলিলে দুর্ম্মদ দানব
বীর দর্পে ত্রিভুবন করিয়া বিজয়,
আবদ্ধ রেখেছে তোমা বহু দিন হতে ;
পরাণ থাকিতে কভু ছাড়িবে না আর।
নিরীহ অমরগণ স্বাধীনতা ধন,
লইয়াছে কাড়ি, যোরে ; সহস্র লোচন
মুদিয়াছে ইন্দ্র, লাজে, মেলে নাক আর।

দেব গণ দুখে আমি সদাই কাতর।
কিন্তু কিবা করি বল ? হাত নাহি মোর—
সংসার পালন আমি করি রজ গুণে ;
কেমনে হইব বল প্রাণী নাশ হেতু ?
না মরিলে দৈত্যরাজ নাহিক নিস্তার
তব, নাহিক নিস্তার অমর গণের।
বিরূপাক্ষ প্রিয় সেই দৈত্যকুল পতি ;
তম গুণী রুদ্রেশ্বর না বধিলে তারে,
কার সাধ্য কেবা বধে ?—যাও তুমি তবে
ইন্দ্রালয়ে একবার ; বলগে ইন্দ্রেরে,
তিনি, অগ্নি, বরুণাদি দেবগণে লয়ে,
তুষুণ কৈলাসে গিয়া গিরীশ গৌরীরে।
রণ প্রিয়া গিরিবালা অবশ্য তখনি,
দিবেন তাঁহার বাক্যে অনুকূল কাণ।
করবার করে দেবী ধরিবেন ত্বরা।
ভকত জনের নাশে যদ্যপি ত্রিশূলী
না হন প্রিয়ার পক্ষ, অবশ্য বিপদে,
রক্ষিবেন তাঁরে, রোষ অবশ্য জন্মিবে,
হেরিলে গৌরীর তনু ক্ষত শুম্ভ বাণে।
রোষিলে ধূর্জ্জটি, রণে, মরিবে নিশ্চয়
দুর্ম্মদ দানব ;—দেবগণ রক্ষা পাবে ;
মুক্ত হবে তুমি চির কারাগার হতে।”

নীরবিলা নারায়ণ এতেক কহিয়া।
শুনিয়া পতির বাণী প্রফুল্ল অন্তরে,
কহিলা কমলা ;—“তবে কি কাজ বিলম্বে
নাথ, দেহ আজ্ঞা যাই এখনি ত্রিদিবে !
পাঠাইগে দেবরাজে দেবগণ সহ
কৈলাস শেখরে ; তব বাক্যে উত্তেজিত
করিগে তাদের আমি অবসন্ন তেজ ;
জ্বলুক ত্যজিয়া ধূম বাতাসে অনল।”
এতেক কহিয়া লক্ষ্মী বিদায় মাগিলা
ধরিয়া পতির কর ;—স্নেহে হৃষীকেশ,
গাঢ় প্রেম আলিঙ্গনে বিদাইলা তাঁরে,
স্মরণার্থে গণ্ডে দিয়া চুম্বনের রেখ।
চলিলা বিমানে রমা ; উড়ি চলে যেন,
কেশববাসনাঘুড়ি মনরজ্জু লয়ে !
হেথা বৈজয়ন্ত ধামে বসি দেব রাজ,
দেবগণে লয়ে, মুখ ম্লান অবনত ;
সহস্র লোচন অৰ্দ্ধ মুদিত বিষাদে ;
পঙ্কজ নিকর যেন দিবা অবসানে !
বামে শচী, মনোরমা, ত্রিদিব ঐশ্বর্য্য,
বাসবের চিন্তা কূপ, সুখের সাগর,
ম্লান মুখী, স্মের মুখী, আহা মরি এবে,
প্রভাত চন্দ্রিকা সম, পতির দুখেতে !

নাচিছে অপ্সরীগণ দোলাইয়া হাত,
ভাবের হিল্লোলে যেন ভাসায়ে মৃণাল।
বাজায় বিপঞ্চী কেহ জলদ অভ্যাসে,
করতালী দিয়া কেহ তাহে দেয় তাল।
সুললিত তানে কেহ দ্রবিতেছে বায়ু,
ইন্দ্রিয়ে করিছে স্থির, মানসে চঞ্চল!
সুখসরে ভাসে সবে,—কি চিন্তা তাদের?
আপদ বিপদ আছে আছে দেবরাজ।
হেন কালে দেখা দিলা তথা পদ্মালয়া;
মধুর শিঞ্জন বোলে নীরবিয়া মরি,
অপ্সরী গণের সুখ বাদিত্র আতোদ্য!
বিস্ময়ে মেলিলা ইন্দ্র সহস্র লোচন;
ফুটিল কদম্ব যেন গাছ আলো করি।
সসম্ভ্রমে উঠি ত্বরা সিংহাসন ছাড়ি,
দূরে দাঁড়াইলা। লক্ষ্মী বসিলা আসনে,
বসিলা তাহার পরে স্বতন্ত্র আসনে,
সুরপতি; করযোড়ে, কহিলা বিনয়ে;—
"মাতঃ, কি হেতু আজি এত কৃপা দাসে
পুণ্য ফল কিছু মোর আছে নাহি জানি;—
স্বর্গ আধিপত্য এ ত বিড়ম্বনা মাত্র!
যে দুখে আছি জননি, কি বলিব তাহা;
অবিদিত কিছু নাহি ও পদ পল্লবে।

দিতিসুত অপমান সব আর কত,
অধীনতা ভার আর বহিতে না পারি! ।”
দীর্ঘশ্বাসে দেবরাজ নামাইলা মুখ।
  কহিতে লাগিলা রমা ;—“ সব জানি আমি ;
কি আর বলিবে মোরে, শক্র ! দেব দুখে,
সদা দহে মন মোর ; কিন্তু কিবা করি ?
ছাড়িতে না পারি শুম্ভে ; কত সমাদরে
পূজে মোরে দৈত্যরাজ, কেমনে বলিব
হে অমর নাথ ! কিন্তু সেই পূজা আর
ভাল নাহি লাগে ; চিরবদ্ধ এক স্থানে
থাকিতে না পারি আর—চঞ্চলা চপলা,
দেখ, মেঘে মেঘে ফেরে—আমিও চঞ্চলা।
ছেড়েছি ত্রিদশালয় কত দিন হতে
বলিতে না পারি। সদা বাসনা অন্তরে,
খেলিতে কৌমুদী সম প্রমোদ হিল্লোলে,
সুখ সরোবর এই অমর নিবাসে।
তেকারণে আসি আজি শ্রীধর সমীপে,
শ্বেত দ্বীপে, মনোদুখ বিবরিয়া তাঁরে
বলিলাম, বলিলাম তোমা সব দুখ।
দেখিলাম দেবদুখে তিনিও কাতর।
তোমা সবা লাগি খেদ করিলেন কত।
পাঠালেন মোরে হরি তব সন্নিধানে।

যাও তুমি তবে ইন্দ্র, কৈলাশে বারেক
হরগৌরী পাশে—লয়ে দেবগণে সাথে।
জানাইয়া নিজ দুঃখ, তুষ গিয়া স্তবে
ভবেশ ভবানী দোহে। অবশ্য উদিবে
দয়া, তোমা সবা দুঃখে, করুণাময়ীর!—
জান ত তাঁহারে, তিনি, রণ-উন্মাদিনী।
অধীরা হবেন দেবী সমরের আশে,
শুনিলে তোমার বাণী; করবার করে
ধরিবেন ত্বরা ভীমা তোমাদের লাগি।
ভকত জনের নাশে যদি শূলপাণি
না দেন সমরে হাত, অবশ্য সঙ্কটে,
সহায় হবেন আসি নিজ জীবিতের।
বিরূপাক্ষ হলে বৈরি কে আর রক্ষিবে
দনুজঈশ্বরে রণে; মরিবে নিশ্চয়,
অসুর কুলের সহ দেবকুলঅরি।
বাঁচিবা তোমরা সবে মুক্ত হব আমি
চির কারাগার হতে।" নীরবিলা রমা।
  শুনিয়া পদ্মার বাণী প্রফুল্ল নয়নে
সাহস বিস্ফীত মনে উঠিয়া বসিলা,
সহস্র লোচন; মরি বীজ গতাঙ্কুর,
চেতন হইলা যেন সুবৃষ্টি পাইয়া!
প্রেম গদ গদ ভাবে লাগিলা ভাষিতে;—

"মাতঃ! কি চিন্তা মোদের আর? যদি দয়া
হয়গো তোমার, দেব গরুড়ধ্বজের।
দুর্ব্বাশার কাল শাপ নিবাইলা যবে,
খনির আলোক সম স্বর্গালোক তোমা,
কত দুঃখ ভুঞ্জিলাম পড়ে অন্ধকূপে
কি আর বলিব মাতঃ, পশিলে গো তুমি,
অগাধ সলিল তলে; শ্রীভ্রষ্ট হইলা,
(এবে যথা) স্বর্গ-পুরী। সেবারো মোদের,
কৃপা করি নিস্তারিলা দেব চক্রপাণি;
ক্ষীরোদ সাগর মন্থি উদ্ধারি তোমায়,
স্থাপি স্বর্গ-পুরে; স্বর্গ, শোভে ছিল পুনঃ,
শারদ নভস্ সম সুখ মেঘ রাগে।
সদয় হইয়া যদি দেবগণ দুঃখে,
জননি, আইলা হেথা, অনুগ্রহ করি,
দয়ার উপরে দয়া করি আর বার,
চল লয়ে আমাসবে কৈলাস শেখরে;
তোমা সহ গেলে মাতঃ, পাইব প্রসাদ
হরগৌরী পাশে; মণি সহযোগে সূত্র
উঠে গলদেশে; এই নিবেদন মোর।"
কহিলা ক্ষীরোদ বালা মৃদু মধু হাসি;—
"আমি গেলে হয় যদি হে ত্রিদিব পতি,
যাই চল তবে! দেখা করে আসি গিয়ে,

জগতজননী সহ এই উছিলায়।
বিলম্বে কি ফল আর, সাজ ত্বরা করি ;
ঊষার আগমে আমি থাকিতে নারিব
কোথা; প্রভাতে পূজিবে মোরে, দৈত্যপতি
"এই ত বিমান রথ প্রস্তুত জননি,
দেবগণ উপস্থিত ;" (কহিলা বাসব) ;
"বরাঙ্গ তুলুন আগে ; দেবগণে লয়ে,
অনুগামী হইতেছি আমি আপনার।"
কোমল মন্থর গতি উঠিলা বিমানে,
মাধব-মানস-ছবি ; উদিলা প্রভাতি—
তারা ঊষার ললাটে যেন! চালাইলা
রথ, ঘর্ঘরে মাতলি ; চক্রের রগড়ে,
বিদ্যুত ঝলিলা, অগ্নি ; মৃদু আন্দোলনে,
দুলিতে লাগিল অঙ্গ, প্রেমের লহরী,
শিঞ্জীতে বাজিল ভূষা অঙ্গেতে রমার।
স্ব স্ব জানে চড়ি দেব চলিলা পশ্চাদে।
নিশীথ এবে কৈলাসে ; বিরাজে চন্দ্রমা,
সম্রাট কিরীট সম হিমাচল শিরে।
তোষিছেন আশুতোষ প্রেমজ কৌতুকে
গিরিজায়, ভাসিছেন পতির আদরে,
প্রেমের হিল্লোলে, গৌরী ; নাহি নিদ্রা—বৃথা!
প্রণয়ী জনের পাশে তাহার যতন !

সুষুপ্ত সংসার আর; নিস্তব্ধ জগৎ !—
কেবল পবন মাত্র একাকী প্রহরী,
চন্দ্রিকা আলোক করে ফেরে কুঞ্জে কুঞ্জে,
মকরন্দ করি সংখ্যা—কত বা লুটেছে,
দুষ্ট মধুকর দল, রবির সহায়ে,
কতবা মজুত এবে, কুসুম কোষেতে।
সরসে কুমুদ কুল হাসিছে নীরবে;
যুগল চাঁদেরে দেখি প্রেমে মুগ্ধ তার ;—
বিস্মিত নয়নে এক, চাহে শূন্য হতে,
আবেশে চঞ্চল আর, তরল সলিলে।
কতক্ষণে দেখা দিলা কমল আলয়া
সেথা, দেবগণে লয়ে; সসম্ভ্রমে দ্বার
ছাড়িলা তাঁহারে নন্দী, রঙ্গে বিনোদিনী
চলিলা ; দেখিলা তাঁরে দূরে হরজায়া—
অমনি উঠিয়া সতী বিস্তারিয়া বাহু,
আলিঙ্গিতে কমলারে আইলা ধাইয়া।
নমিলা গৌরীরে, লক্ষ্মী; সাদরে চুম্বিলা
গৌরী, হরিপ্রিয়, শির ! মরি, সে চুম্বনে
প্রফুল্ল হইল মুখ সুখে কমলার;
কৌমদী চুম্বনে যেন কুমুদ কলিকা !
ভবেশের পদে গিয়া নমিলা ইন্দিরা;
নমিলা তাহার পরে হরগৌরীপদে,

ইন্দ্রাদি অমরগণ। আদেশিলা হর,
বসিতে সবারে। লক্ষ্মী বসিলা আসনে।
বসিলা বাসব, বায়ু, বরুণ সকলে :—
বসিলা চাঁদের হাট যেন সে কৈলাসে।
প্রিয় সম্ভাষণে গৌরী কহিলা রমায় ;—
“এত রাতে কেন বাছা দেবগণে লয়ে ?—
কি অসুখ হলো পুনঃ ? সুখেতে অসুখ
তব, দেখি চিরকাল (চঞ্চলা স্বভাব)।”
“ চঞ্চলা স্বভাব মাতঃ, সুধু নহে মোর, ”
(কহিলা কেশব জায়া) “স্বভাবই চঞ্চল !
সুখেতে অসুখ মোর কহিলে জননি,
কিন্তু দেখ নাক চেয়ে সে সুখ আমার
কি রকম ; রৌদ্র তাপে যদিচ পীড়িত
নহে, কূপ বদ্ধ বারি, তবে কেন উহা
মলিন, দূষিত, ঘৃণ্য কীটের নিবাস ?
পুনঃ দেখ সেই বারি আতপে তাপিত,
তথাপি বিমল, যদি ফেরে দেশে দেশে,
প্রবল প্রবাহভরে, রঙ্গে তরঙ্গিণী !
সুখেতে আছিগো সত্য, কিন্তু সেই সখে
মন নাহি ভেজে আর ; থাকিতে না পারি
চিরকাল বদ্ধ আর শুম্ভের আবাসে।
রাতে না আসিয়া বল আসিই বা কখন ?—

অবকাশ নাহি মোর ;—সারা দিন পূজে
দনুজ ঈশ্বর মোরে—তেঁইসে এলাম
রাতে; না হোতে প্রত্যূষ, যেতে হবে পুনঃ।
এইত আমার সুখ, কারাবাসী প্রায়—
মরুক আমার ভাগ্যে যা থাকে তা হোক,
দেবগণদুঃখ আর দেখিতে না পারি।
একেত অসুররাজ প্রবল প্রতাপ,
রণব্যস্ত, রণ ভিন্ন থাকিতে না পারে,
তাহাতে আবার আছে শিবের সোহাগ ;
মরণের ভয় এক তাও নাহি তার,
কাযে কাযে। দেবগণে দলিছে দানব
অপমানে সদা। দেখ সে প্রফুল্ল মুখ,
নাহি আর কার; মরি, ম্লান অবনত
ঘোর দুঃখ ভারে ; নব তেজী তরু যেন,
জীর্ণ জড় সড়, মহা বিষবল্লী চাপে !
মুখে কি বলিব মাতঃ, দেখ বিদ্যমান
দেবগণদুখ; মনে উচ্ছ্বসিত হয়ে,
বহিতেছে যাহা সদা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ।
তোমারই রক্ষিত এই অমর নিকর,
তোমারই হেলায় এরা ভুঞ্জে এত দুঃখ !”
নীরবিলা পদ্মালয়া এতেক কহিয়া।
আরম্ভিলা তবে ইন্দ্র বিনীত বচনে ;—

"কি আর বলিব মাতঃ, যে দুঃখেতে আছি,
বলিতে না সরে বাক্; কেমনে সরিবে?—
দুখের অর্গলে সদা রুদ্ধ বাকদ্বার!
মরমে মরিয়া মোরা আছিগো জননি!
দেখ বরুণেরে, বায়ু, অগ্নি আদি সবে,
তেজোহীন; অহি যেন হীমের প্রভাবে;
দুর্দ্দান্ত দানব ডরে জড় সড় সবে!
মেলিতে না পারি গাত্র অসীম সংসারে
মোরা; সঙ্কুচিত হয়ে রব কত কাল?
অমর না হলে মাতঃ, তেজিয়া পরাণ
এড়াতাম এ যন্ত্রণা! করিলে অমর
কেন? কেন বা ইন্দ্রত্ব দিয়া স্বর্গরাজ্যে,
এবে এ লাঞ্ছনা? দিতে বিষম আঘাত,
উচ্চদেশে তুলি কিগো দিলা শেষে ফেলি?
ইহাই কি ছিল মনে জগতজননি?
উগ্রচণ্ডা তুমি মাতঃ, দানবদলনী;
মহাকাল বিশ্বম্ভর; কোথা সে নামের
গুণ? তেজেছ কি দোঁহে নিজং ধর্ম্ম,
মোদের দুর্ভাগ্য লাগি? কোথা সেই শক্তি?
(শক্তি তুমি,) কোথা সেই তেজ? মন্দীভূত
এবে কি তা, সে শুম্ভের সোভাগ্যের তেজে?
মোদের লাঞ্ছিছে দৈত্য তোমা বিদ্যমানে;

তব অনুগত মোরা; আজন্ম সেবিয়া,
ও কমল পদ, শেষে, এই হলো ফল ?
ভাসাইলে দুঃখনীরে, অকূল অপার ?
তোমার আশ্রয় তবু লইলাম শেষে—
দেখি কি তোমার ধর্ম্ম; বাঁচি কি না বাচি
হেজল বৃক্ষেতে নৌকা বাঁধিয়া তুফানে।"
নীরবিলা ইন্দ্র; আর দেবগণ, তারা
কি আর বলিবে মুখে, ইন্দ্রিয়ের দ্বার
খুলি দেখাইল সবে, মনের যাতনা।
চঞ্চলা হইলা চণ্ডী ইন্দ্রের কথায়।
ক্রোধে উলাঙ্গিয়া অসি অমনি উঠিলা।
বক্ষে করাঘাত করি কহিলা সরোষে ;—
" কার সাধ্য, কেবা স্পর্শে মমরক্ষ জনে—
হেন সাধ্য কার ?—অসি ধরিলাম এই
দৈত্যকুল কালরূপে। কে নিবারে আমা ?
এখনি যাইব যুদ্ধে, এখনি সদর্পে
দৈত্যপতি গর্ব্ব খর্ব্ব করিব আহবে।
দেখিব তাহার বক্ষে কতই সাহস,
বাহুদ্বয় কত বল ধরে বা তাহার।"
কহিলা রুদ্রেরে সতী ;—" দেহ অনুমতি
নাথ, যাইব সমরে; বিনাশি শুম্ভেরে
নিবারি দেবের দুখ সুস্থিরি জগত !

ছাড় সে দৈত্যের মায়া মোর অনুরোধে ;
প্রকাশহ নিজগুণ, (তমগুণী তুমি)
ভুল না আপন কায হয়ে ভোলানাথ।
কি দোষে হইল দোষী অমর নিকর
তব পাশে ?—কেন এত নিদয় তাদের ?
একাকী কি শুম্ভ তোমা করে থাকে পূজা ?
দেবগণ পূজে নাক ?—এত দুখ, দেবে
কেন দেয় তবে দৈত্য, তোমার সোহাগে ?
দেহ অনুমতি মোরে, বিলম্ব না সয়,
দেখিতে না পারি আর দিববাসী দুখ।”
সম্বরিলা জিহ্বা সতী ; সম্বরিতে তবু
নারিলা মনের তেজ ; আঁখিত্রয় দিয়া
ঝলিতে লাগিল উহা রশ্মি রেখা সম,
প্রফুল্লি কমলআঁখি সহস্র আঁখির।
স্তম্ভিত হইয়া হর কহিলা উমারে ;—
“যা ইচ্ছা তোমার কর গণেশজননি
আমি নাহি জানি কিছু ; রক্ষাকর মোরে,
উভয় সঙ্কটে। সত্য, দুর্ম্মদ দানব,
আমার আদরে দলে নিরীহ দেবেরে।
দেবগণও প্রিয় মোর ; কিন্তু কি বা করি,
ভক্তের বিনাশ হেতু কেমনে হইব ?
নিজ ধর্ম্ম ভুলি আমি আছি সে কারণে ;

যা ইচ্ছা তোমার কর—স্বাধীনতা আমি
দিলাম তোমারে, লতে মোর অনুমতি
হবে নাক আর ; হও ইচ্ছার অধীনা।”
দেবগণ পানে চাহি তবে কৈলা সতী ;—
“হে ত্রিদিববাসীগণ ত্রিদিবের শোভা,
যাও নিজ স্থানে, ত্যজি সে দৈত্যের ত্রাস।
ধরিলাম অসি আমি তোমাদের লাগি,
দৈত্যকুল বিনাশিতে, শান্তিতে সংসার।
মোহিনী মূরতি ধরি রব আমি গিয়া
শুম্ভের প্রমোদবনে। দূতগণ তার
অবশ্য হেরিবে মোরে সে মোহিনী বেশে,
জানাবে তখনি শুম্ভে মোর রূপ কথা,
আকুল পরাণ তার হইবে নিশ্চয়,
মোর লাগি। মোর তরে পাঠাইবে দূত।
করিব দূতের পাশে এই দৃঢ়পণ,
সমরে জিনিবে যেই বরিব তাহারে।
অবশ্য বিগ্রহহেতু ঘটিবে ইহাতে।
যাও, দেবগণ, তবে যাও নিজ স্থান,
ত্যজিয়া শুম্ভের ভয়, নাহি ভয় আর।”
নীরব হইলা চণ্ডী এতেক কহিয়া।
প্রেম গদগদ ভাবে, গৌরীপদে তবে
নমিলা অমরকুল ; শোভিল চরণ,

রতন ঘুঙ্গুরে যেন দেব শিরমালে।
শঙ্করের পদে আসি নমিলা সকলে।
উঠিলা ক্ষীরোদবালা—মৃদু মধু হাসি
কহিলা উমারে;—“মাতঃ, দেহ অনুমতি
যাই শুম্ভালয়ে—দেখ, সচেতন ঊষা,
নয়নপ্রভাতিতারা মেলিয়া চাহিছে,
চারি দিক পানে, যেন আমায়খুঁজিতে।
থাকিতে না পারি আর; দেহ মা বিদায়।
সিদ্ধ যদি মনস্কাম হয় গো জননি,
ও পদ হেরিব পুনঃ। নমিলা ইন্দিরা
শঙ্কর শঙ্করী পদে নমাইয়া শির;
দৃষ্টিব্যাপিকা রেখায়, মরি যেন নত
চাঁদ! বিদাইলা গৌরী চঞ্চলা বালারে,
প্রেম আলিঙ্গনে সুখে অধর চুম্বিয়া।
চলি গেলা দেবগণ নিজ নিজ স্থানে।

ইতি দানব দলন কাব্যে সংক্ষিপ্ত সূচনা
নামক প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ।

একদা দানবপতি শুম্ভ, প্রিয়ানুজ,
সমতেজে তেজী বীর নিশুম্ভের সহ,
পাত্রমিত্রগণে লয়ে আছেন বসিয়া
সভামাঝে, রত্নাসনে, সমুন্নত ভাবে,
(প্রতাপের দাপে মরি আরো সমুন্নত)
কান্তার মাঝারে যেন সতেজ ন্যগ্রধ!—
সাহসে বিস্ফীত বক্ষ, বীরতেজ মরি,
ফুটিয়া পড়িছে যেন আঁখিদ্বয় দিয়া;
ভীমভুজে রাজদণ্ড, রতনে খচিত;
শাসন দণ্ডেতে যেন বাঁধি বীরবর,
রেখেছে নক্ষত্রকুলে মুষ্টির মধ্যেতে।
নাহিক আতপ, তবু ধর্য়ে ছত্র ছত্রী,
ঐশ্বর্য্য আসারে যেন বাঁচাইতে শির;—
রতনের থোলা কত ঝোলে চন্দ্রাতপে!
ঢুলায় চামরী যত্নে কোমল চামর;
লুঠায়ে, বিলাস যেন মাগে শুম্ভকৃপা!
যোগাইছে গন্ধভার আপনি পবন,
ত্রাসেতে কম্পিতকায় মৃদুমন্দ গতি!
নাচিছে অপ্সরীকুল ভাবে অঙ্গ ঢালি;
সুকোমল গণ্ডে তাল দিতেছে কুণ্ডল;

করতালী দিয়া কভু অমনি ঘূরিছে,
আঁখিতে মানের সোম দেখাইয়া ধনী।
গাইছে গন্ধর্ব্ব, তানে ছাইয়া গগণ,
ছত্রিশ রাগিণীগণে বিবৃত করিয়া।
বাজিছে মৃদঙ্গ, সায়, দিতেছে তাহাতে,
আকাশে জিমূত কুল, মাতঙ্গ কাননে।
মূরজ, ররাব বীণা বাজে নানা রাগে।
ভ্রমর গুঞ্জরে যেন আকুল কানন ;—
প্রমোদ আবর্ত্তে সভা ঘূরে অবিরত !

হেন কালে আসি দূত সুগ্রীব চতুর,
সঘনে বহিছে শ্বাস, চকিত নয়ন,
মঞ্চহীন লতা সম ধরণী লুঠায়ে,
নমি রাজপদে, ধীরে, কহিতে লাগিলা
করযোড়ে ;—“হে রাজন্ ! ত্রিভুবন মাঝে,
আমি ফিরি তব যোরে, অন্দরে কন্দরে,
অকুত সাহসে ; দেখি নাই কোথা, কভু,
অসম্ভব ভব ; দেখি কেবল তোমার,
প্রদীপ্ত যশের করে দীপ্ত চতুর্দ্দিক
সৃষ্টির ; দীপিতে পারে কোন জ্যোতির্ম্ময়,
এক কালে চারি দিক পদার্থ নিকর !
কিন্তু আজি হেরিলাম হেন রূপছটা,
উজলিল যাহে মোর অন্তর বাহির।

জগত আঁধার কিন্তু দেখিলাম আমি ;
নয়ন ধাঁধিয়া মোর গেল সেই রূপে ।
ভ্রমিতেছিলাম আমি বারিদ বাহনে,
ব্যোমযান, রাজকর আদায়ি সংসারে
নিশা অপগমকালে ; গুড়গুড় নাদে,
পশ্চিম প্রদেশে রথ উত্তরিলা যবে,
বিজলী বিজয়ধ্বজ উড়াইয়া তব,
লুকাইল তারা দল ভয়ে আমা দেখি ।
চাঁদের শুকাল মুখ ; দেখি যে পশ্চাদে
হাসিতেছে ঊষা, পাখি চিটিকারি দিছে,
দেখিয়া চাঁদের দশা, ভয়েতে আমার !
পতি দুখে দুখী সেই কুমুদীরে হেরে
সজল নয়ন, মোর দয়া উপজিল ;
মেয়াদ দিলাম চাঁদে, নাগাদ প্রদোষ ;
কহিলাম তারে, কর ছাড়িব না তদা,
আমিই আসি, কিম্বা দূত আসুক অপর ।
দক্ষিণে চালায়ে রথ, গেলাম সাগরে ।
থর থর করি অব্ধি কাঁপিল সভয়ে ;
চুম্বিয়া রথের তল, বাস্পাকুল মুখে,
কহিল, জালিক এলে দিব রাজকর ।
পথি মধ্যে ধরিলাম মলয় পর্ব্বতে ;
নীল বেঁটে গেল মুখ আমায় দেখিয়া ;

কত যে সুগন্ধি দ্রব্য দিলা উপহার,
আনিতে না পারি, তারে, দিলাম হুকুম,
পবনে বেগার ধরি পাঠাতে সে সব।
পূর্ব্ব রাজ্যে আসি মোর রথ উত্তরিল।
দেখি যে অরুণ মাঝে উদিতেছে রবি,
ধরিলাম রামধনু তাহার আগেতে ;
মাথা নমাইয়া মোরে কর রাশি দিল,
উজল হইল যাহে বারিদ বাহন।
সদর্পে চলিল রথ উত্তর প্রদেশে ;
ঘর ঘর শব্দে চক্র, ঘূরিল নির্ঘোষে ;
মহীধ্র শেখর কত গমন সময়ে,
ধরিলা আমার আগে কলাপ নজর।
বনশ্রেণী গন্ধাধার লয়ে দাঁড়াইল ;
অতল গভীর জল ত্যজি জলচর,
সসম্ভ্রমে উঠি মোর সম্মান করিল,
বারিদ বাহনে ধ্বনি শুনিয়া বিমানে।
এই রূপে চলি আমি আদরে আদরে।
কত দূরে গিয়া চাহি হিমাচল পানে ;
দেখি যে জ্বলিছে গিরি প্রলয় অনলে,
আলোকে উজল করি জগত সংসার।
বিস্ময় নয়নে চাহি চারি দিক পানে,
দেখি না কারণ কিছু ; ভাবিলাম মনে,

আগুনে কি জ্বলে হিম ?—আগুন ত নয়,
আগুন হইলে তাহে উঠিত যে ধূম ;
বিমল আলোক এ যে উত্তাপ বিহীন।
তবে কি গোলোক ধামে এলাম ভুলিয়া ?
সূর্য্যের কি স্তূপ ওটা হিমাচল রূপে ?
দেখিতে দেখিতে সেথা উত্তরিল যান ;
অমনি হিমাদ্রি তারে আলিঙ্গন দিল।
আমার আহ্লাদ কত কহিব রাজন,
চারিদিক আলোময় দেখিয়া নয়নে—
কভুবা দাঁড়াই উঠি গম্ভীর স্বভাব,
কভুবা অমনি বসি মুচকি হাসিয়া,
বারিদ বাহনে কভু শুয়ে গান ধরি ;
খেলি যেন পুটি মাচ নব জল পেয়ে।
সহসা হইল মনে, দেখি নাই কেন
কোথা হতে আসে হেন অদ্ভুত আলোক ;
অমনি উঠিয়া ফিরি কন্দরে কন্দরে—
দেখিতে না পাই কিছু ; পরে দেখি চেয়ে,
অধিত্যকা দেশে সেই প্রমোদ উদ্যানে,
বিমল আলোকে জ্বলে সেই রূপ রাশি,
উজলিল যাহে মোর অন্তর বাহির।
প্রথমে চাহিতে চোখে লাগিল আঁধার,
হাতে রগড়িয়া আঁখি হেরি পুনরাপ,

দেখি যে কামিনী এক হে দানবপতি !
নব যৌবনের ভারে, রূপ রাশি ভারে,
পীনোন্নত স্তনভারে, অধীরা হইয়া,
যেন বসেছে সেখানে; তারি রূপ ছটা
উজল করেছে দেশ; অবাক হইয়া,
এক দৃষ্টে দেখি আমি সেরূপ মাধুরি,
স্তম্ভিত নয়ন যুগ অর্দ্ধস্ফুট মুখ।
দেখি মোর ভাব ধনী হাসিলা ঈষৎ,
বিদ্যুতের আভা যেন লাগিল আঁখিতে;
অমনি মুদেছি চোক, দেখিয়ে অন্তরে
কোথা দিয়া গিয়া ধনী করিছে বিরাজ,
মনরূপ রাজ্য মোর উজল করিয়া;
তাই বলি 'দেখিলাম হেন রূপ ছটা
উজলিল যাহে মোর অন্তর বাহির।'"
সম্বরিল জিহ্বা দূত এতেক কহিয়া;
আঁখি প্রকাশিতে তবু লাগিল বিস্ময়।
"কি বলিলে দূত" (দৈত্য কুল মণি শুম্ভ,
কহিল, উল্লাসে) —"সত্য কি তোমার কথা?
দেখিছ কি নিজ চোখে সেই মহিলারে?
এমনি বিচিত্র রূপ, উজলিছে দিক?"
"কেমনে কহিব প্রভো (পুনঃ কহে দূত)
তব আগে, তুমি মোর মাথার মুকুট,

দেখেছি সে রূপসীরে নয়নেতে আমি,
পলকে চাহিতে যেই কেড়ে নিল মন ;—
মনের বিহনে আঁখি, কেমনে দেখিবে ?—
ইন্দ্রিয়ের সেথো মন। পলকে দেখেছে
আঁখি যাহা, বোধ তার শতাংশের অংশ,
পারে নাই হে রাজন্, করিতে ধারণ।
বোধ করেছে ধারণ যাহা, জিহ্বা তাহা
বলিতে অক্ষম।—কাম বিহার কানন,
হবে বুঝি সে ললনা ; নয়ন যুগল,
মানস সরসী তাহে শম্বর অরির,
মনোরথ বায়ুভরে, সদা সচঞ্চল !
ফুটেছে শিরীষ দল গণ্ড যুগ ছলে,
বিলুণ্ঠিত মুক্তকেশ তাহে ভৃঙ্গ কুল।
মন্দার কুসুম দল ওষ্ঠাধর যেন।
স্তনযুগ বিরাজিত মঞ্জু কুঞ্জ রূপে ;
বিভ্রমে ঝুলিছে তাহে আবেশের লতা !
আর কি কহিব মুখে, মূঢ় মতি আমি,
অন্তরের ভাব দেব রহিল অন্তরে।”
নীরব হইল দূত, এতেক কহিয়া।
দূত বাক্য ছদ্মবেশে পশিল মদন,
শ্রবণ বিবর দিয়া শুম্ভের মানসে।
সম্মুখ সমরে যেন ডরাইয়া তারে।

আকুল পরাণ মন চঞ্চল নয়ন,
পুনরপি কহে শুম্ভ দূতেরে সম্ভাষি ;—
"সুগ্রীব ! বীরেন্দ্র তুমি, সুধুই কি তারে,
দেখিয়া আইলা ফিরে ; করীন্দ্র যেমন
আগুন দেখিয়া তার কাছে নাহি যায় ?—
কাছে গিয়া কিছু তারে জিজ্ঞাসিয়াছিলা ?—
একাকিনী কেন বামা বসিয়া পর্ব্বতে ;
কোথায় বসতি তার, কাহার রমণী ;—
অনুমানে কি বুঝিলা ?—হয়েছে কি বিভা ?"
" তব বলে বলী আমি, হে ত্রিলোক পতি,
আমি কি ডরাই কারে ?" (কহিলা সুগ্রীব)
"রমণীর রূপ দেখে কেন বা ডরাব ?
সব সুধায়েছি তারে ; কাহার রমণী,
একাকিনী কেন সেথা, বসতি কোথায়।
কহিলা আমারে বামা ;—" কি জিজ্ঞাস বীর,
আমারে যে ভজে আমি, তাহারি রমণী ;
চিরকাল একাকিনী, সাথি নাহি মোর ;
সর্ব্বত্রেই বাস মোর, যেখানে যে দেখে।
সীমন্তে সিন্দূর বিন্দু দেখি নাই প্রভো ,
কেন যে, বলিতে নারি ; কুমারী বলিয়া,
কিম্বা, সে রূপের আগে সিন্দূরের বিভা,
খুলিবে না বলি ধনা পরেনি সিন্দূর।"

এতেক কহিয়া দূত, নীরব হইল।
প্রফুল্ল অন্তরে শুম্ভ, কহে পুনরপি,
দূতেরে ;—“ সুগ্রীব ! তবে বিলম্বে কি কাজ ;
আর একবার তুমি যাও হিমালয়ে ;
কহগে সে প্রেমদারে ;—ত্রিলোকের পতি
শুম্ভ প্রণয় আকাঙ্ক্ষী তব ; দেবগণ
শিরমালে, শোভে যার চরণ যুগল,
সে জন তোমায় থোবে মাথায় তুলিয়া ;
যে জন রাজত্ব করে সংসার উপরে,
মন রাজ্য আসি তার কর অধিকার।
হেন মতে ভাল করে, বুঝাইয়া তারে,
সঙ্গে লইয়া আসিবা, যাহাতে সে আসে ;—
অশ্ব, রথ, গজ কিম্বা শিবিকারোহণে।
শীঘ্র গতি এস যেন বিলম্ব না হয়।”

“কেন বা বিলম্ব হবে, (উত্তরিল দূত),
এখনি লইয়া আসি, কৌস্তুভ রতন,
দোলাইয়া তব হৃদে পূরাইব সাধ।”
এত বলি রাজপদে নমিয়া সুগ্রীব,
বিদায় লভিল ; শুম্ভ মানস তরণী,
উড়াইলা পালি যেন সুখের বন্দরে।

হেথা মনোরমা বেশে, ভবেশ ভাবিনী,
অধিত্যকা দেশে ভ্রমে, প্রমোদকাননে

শুম্ভের ;—পশিছে কভু, মঞ্জু কুঞ্জ মাঝে,
শোভার পিঞ্জরে যেন সুখ শুক পাখী!
কখন তুলিয়া ফুল, আঘ্রাণ লইছে।
কভু দাঁড়াইছে গিয়া আল বালোপরি
প্রস্রবণ পাশে ; মরি, জলের ফোয়ারা
পাশে, রূপের ফোয়ারা যেন! কখন বা
শিলা পট্টে বসি ধনী ঈষৎ হাসিছে,
কৌতুক আবেগ মনে সম্বরিতে নারি ;
আবার উঠিয়া পুনঃ হেট মুখে দেখে,
কুসুমকলিকাকুল কেমনে ফুটিছে।
বৃক্ষশাখা ধরি কভু, এক দৃষ্টে চাহে,
দূর গত কোকিলের কুহুরব পানে।—
রঙ্গে একাকিনী ভ্রমে উল্লাসে বরাঙ্গী,
আপনার ভাবে হয়ে আপনিই ভোর!

হেন কালে আসি দূত, রসিক সুগ্রীব,
অধরে মধুর হাসি, ভাবে ঢুলু ঢুল,
দেখা দিলা সে উদ্যানে মন্দ মন্দ গতি।
দেখিয়া তাহারে গৌরী, হাসিলা অন্তরে।
ভাবিলা, মায়ার জালে পড়েছে শীকার।
ধীরে ধীরে আসি দূত কহিতে লাগিল ;—
"কি গো ধনি, কি করিছ, কি ভাবে ভ্রমিছ ?
আ বার এলাম আমি তোমায় দেখিতে।

হেট মুখে কি দেখিছ কুসুমের দলে ?—
রূপের কি প্রতিবিম্ব পড়েছে উহাতে ?
ঈষৎ হাসিছ কেন, আমায় দেখিয়া ;
প্রদীপ্ত রবির বিভা মন্দীভূত করি ?
রূপের সাগর তুমি ; কি রূপ আবার,
এক দৃষ্টে চাহি দেখ এদিক ও দিক ?”

তাকায়ে দূতের পানে, হরবিমোহিনী,
ঈষৎ হাসিয়া ধনী কহিলা তাহায় ;—
“ এখনি যে এসেছিলে, কি হেতু আবার ?—
বার বার কেন হেথা আসিছ একাকী ;
মনের কি কথা কেন বল নাই খুলে ।”

“ বলিতে মনের কথা এসেছি এবার,”
(কহিল সুগ্রীব) “ আমি একাকী আসিনি
এসেছে আমার সাথে দৈত্য পতি মম
ভেটিতে তোমায় । চল মোর সাথে ধনী ;
ত্রিলোকের পতি শুম্ভ, তব প্রেমাকাঙ্ক্ষী ।
যে জনের যশ রাশি জগত প্রদীপ,
মনের প্রদীপ তার হও গিয়ে তুমি ।
কল হংস মালা ছলে কীর্ত্তিমালা যার,
নিয়ত আকাশে চলে দিগাঙ্গনাগণ
হৃদয় উদ্দেশে, তুমি আসি সুলোচনে,
হও গিয়ে সে শুম্ভের হৃদয়ের মালা ।

যার বাণে জর জর অমর নিকর,
অন্তর জর্জ্জর তার মদনের বাণে,
আজি তোমার লাগিয়া।—এস মোর সাথে,
আমি লয়ে যাই তোমা সে শুম্ভের পাশে।
ত্রিলোকের আধিপত্য মুকুট ফেলিয়া,
অমনি তুলিয়া তোমা, লইবে মস্তকে;
শোভিবে অরুণ যেন উদয় শেখরে!”
হাসিয়া কহিলা গৌরী;—“হাঁহে শুম্ভ দূত,
এই কি মনের কথা? এসেছ কি তুমি
ইহারি লাগিয়া?—মোরে লইবার তরে?
জানি শুম্ভ মহাবীর, ত্রিলোকের পতি,
দেব গণ পরাভূত যার বাহু বলে,
বলগে সে দৈত্যরাজে, যার দূত তুমি,
যে জন সমরে মোরে, পারিবে জিনিতে,
যেজন পারিবে মোর দর্প হরিবারে,
স্ববলে লইতে মোরে পারিবে যে জন,
পতিত্বে বরণ আমি করিব তাহায়।
এই মোর পণ দূত বলগে শুম্ভেরে।
সাধ্য যদি থাকে তাঁর আসিয়া যুঝুন
মোর সাথে। পরাভবি, আমায় সংগ্রামে,
লয়ে যাউন তথা হয় অভিলাষ তাঁর;
বিনা যুদ্ধে এক পদ নড়িব না কভু।”

"সে কি ধনি, এ কি কথা, (কহিলা সুগ্রীব,
বিস্মিত নয়নে) ধনি, তোমারে কি সাজে,
শস্ত্র যুদ্ধ; কোমলাঙ্গী তুমি, ফুল দল,
ছিঁড়িতে কাতরা? বল, কেমনে যুঝিবে,
দৈত্য অনীকিনী সহ, বজ্রবক্ষ তারা?
কেমনে কোমল ভুজে আকর্ষিবা ছিলা,
তুলিয়া ধরিতে যাহা ঢলিয়া পড়িছে?
কমনীয় কলেবরে কেমনে সহিবা,
সে ক্লেশ? ভ্রমিতে সুখে কুসুম কাননে,
স্বেদ রূপে চাঁদ মুখে উথলিছে সুধা,
যদিচ বিজনি করে ফিরিছে পবন
তব সাথে সাথে। যুদ্ধ কি মুখের কথা?—
সুলোচনে, ছাড় হেন সর্ব্বনেশে পণ!
ধূম্রাক্ষ প্রভৃতি সেই সেনাপতি কুল,
পাষাণ হৃদয় তারা নাহি দয়া লেশ।
চোক্ বুজে তীক্ষ্ণ শর হানিবে বরাঙ্গে,
কোমল শরীরে অস্ত্র কাটিয়া বসিবে
ঠেকিতে ঠেকিতে। আপনার নাশ হেতু
আপনি হয়ো না। এস মোর সাথে ধনি,
এস মোর সাথে, আমি মিলিইগে তোমা,
লয়ে সে শুম্ভের সাথে; মিলিবে সুন্দর;—
চাঁদে চাঁদে যেন মেলা হইবে সংসারে!"

" বৃথা কেন আর বক? (কহিলা রুদ্রাণী)
বলগে যা বলিলাম তব প্রভু পাশে ;
ভাঙ্গিব না পণ আমি, করিয়াছি যাহা,
থাকুক বা যাক প্রাণ। দেখিবে এখনি
কেমনে ধরিবে অস্ত্র এ ভুজ মৃণালে,
দৈত্যকুল বজ্র বক্ষ, কেমনে বিন্ধিব
তীক্ষ্ণশরে ; প্রাণ লয়ে বাহিরিবে বাণ,
হবে না সাক্ষাত তার শোণিতের সহ,
দেহেতে প্রহরী রূপে সদা ঘুরে যাহা।
শুনিয়া কোদণ্ডধ্বনি খসিয়া পড়িবে,
মেঘ বাহনে বজ্র ভয়ে হাত হতে।
নিবিড় শরের জালে ছাইব জগৎ,
রোধিব বায়ুর গতি দেখাব আঁধার।
যাও যাও দূত, শীঘ্র বলগে শুম্ভেরে,
সাজিতে সমর সাজে—চরমের সাজ।"
আবেগে অধীরা গৌরী, এতেক কহিতে ;
চঞ্চল বরাঙ্গে মরি, ধ্বনিল ভূষণ!
অবাক হইয়া দূত দেখিল সে ভাব।
এই মাত্র বলি তবে বিদায় হইল ;—
"কহিলে মঙ্গল কথা, মন্দ যদি ভাব
আর না বলিব তবে ; বলিয়া কি ফল?
আপনার ভাল যদি আপনি না কর,

আমার কি সাধ্য; মুখে বলা বৈত নয়;
না গিলিলে মুখে তুলে দেওয়ায় কি ফল
থাক থাক ক্ষণকাল, দেখিবে এখনি,
মৃত্যু বিভীষিকা সম, দৈত্য সেনাগণে;
বাসকসজ্জায় হেন, যমেরে ভেটিবে।
ছিটায়ে পড়িয়া রূপ রহিবে ধরায়।”
এতেক কহিয়া দূত, আসি উত্তরিল,
প্রভাতের সম, যথা শুম্ভ মুগ্ধ মন,
প্রেমের স্বপন দেখে মোহ নিদ্রা যোগে?—
আকাশ কুসম কভু তুলিছে উল্লাসে,
সুখের সাগরে কূল, দেখিছে না কভু,
আশারামধনুকেতে কখন বা দেখে,
কতই উজ্জল রঙ্গ মোহিনী মূরতি।
দূতেরে দেখিয়া যেন চৈতন্য হইল!
আস্তে ব্যস্তে জিজ্ঞাসিলা;-“একাকী যে তুমি,
দূত, কোথা সে প্রেমদা?—আসিতে কি পিছে?
আগে কি এসেছ তুমি সুসম্বাদ লয়ে?”
“যে সম্বাদ আনিয়াছি সুসম্বাদ তাহা
কেমনে কহিব প্রভো!” উত্তরিল দূত।
“সামান্য কামিনী, দেব, নহে সে রমণী—
তব সাথে যুঝিবারে কামনা তাহার।”
বিস্তারি কহিল দূত গিরিজার বাণী;

শুনিয়া তেজস্বী বাক্য দৃঢ় পণ কথা
ভবানীর, দূত মুখে, প্রেমস্পৃহা লতা,
ধৈর্য্যের মঞ্চেতে যেন ধরে না শুম্ভের।—
বীরত্ব গুণেতে মজে বীর জন মন?
কেননা মজিবে বল? অনলের প্রেমে
মুগ্ধ, পবন নিয়ত। প্রফুল্ল অন্তরে,
ডাকিলা ধূম্রলোচনে, তবে দৈত্য পতি।—
"কোথা হে ধূম্রলোচন?" অমনি ছুটিল,
প্রতিধ্বনি চারিদিকে, রাজ আজ্ঞা লয়ে,
বার্ত্তাবহ কত শত পশ্চাতে তাহার।
দৈত্য অনীকিনী মাঝে, চমকিল বীর;
অমনি উঠিয়া, নমি, মানসে শুম্ভেরে,
করবার করে বলী, আসি উত্তরিল,
ত্রিলোক জিতের পাশে। প্রণমিয়া ধীরে,
করযোড়ে সবিনয়ে কহিলা;—"রাজন্!
উপস্থিত দাস, করে করবার; তব
কি কার্য্য সাধিব? দেহ অনুমতি ত্বরা,
সৃজিব শোণিত অব্ধি, কিম্বা দেব মেধে,
মেদিনীরে আর কিছু করি দিব উচু?
বায়ুরে কি লৌহ সম করি দিব গুরু;
শব পরমানু রাশি মিশায়ে উহাতে?
কি আজ্ঞা দাসের প্রতি কহ দৈত্যরাজ?"

"জানি হে ধূম্র লোচন, তব তেজ আমি,
(কহিলা দনুজ রত্ন) সাহস পতাকা
তুমি, বীরত্বের চূড়া ; অসাধ্য কি তব ?
সাধ মোর এই কাজ এবে বীর বর,
হিমাদ্রি শেখরে ত্বরা যাহ এক বার,
দেখিবে ভ্রমিছে তথা প্রমোদ উদ্যানে
রঙ্গে, রূপমদে মত্ত কলাপিনী প্রায়,
তরুণী কামিনী এক, প্রেমের আধার ;
যুঝ গিয়া তার সাথে লয়ে নিজ বল।
গিয়াছিল দূত মোর আনিতে তাহারে ;
তার পাশে এই পণ করেছে সে ধনী,
যে জন সমরে তারে পারিবে জিনিতে,
যে জন পারিবে তার দর্প হরিবারে,
স্ববলে লইতে তারে পারিবে যে জন,
পতিত্বে বরণ বামা করিবে তাহায়।
বীর দর্প কতমত করেছে অপার।
যাও শীঘ্র গতি বীর বিলম্বে কি কাজ,
সমরে সমর সাধ মিটাইয়া তার
বাহুবলে, ত্বরা করি লয়ে এস হেথা।
সেনাপতি পদে আমি বরিলাম তোমা।"
"এখনি এলাম বলি লইয়া তাহারে,
(কহিলা ধূম্র লোচনে) ধীবরের প্রায়,

মীন সম রোধি শরজালে ; ভেটি তারে,
ওপদপঙ্কজে প্রভো, সার্থকিব জন্ম।
এত বলি রাজপদে প্রণমিয়া বীর
বিদায় লভিল ; শুম্ভ আশা জাল যেন
পশিল সাগর তলে উদ্ধৃতে রতন !

ইতি দানব দলন কাব্যে দূত সম্বাদ
নামক দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

সাজিল ধূম্রলোচন বীর দর্প ভরে,
সাজিল তাহার সাথে অসংখ্য অনীক।
গুড় গুড় নাদে ঘোর বাজিল দুন্দুভি ;
বাজিল ভৈরবে ভেরী, কাঁপিল পবন,
কাঁপিল ত্রিদশ বুক থর থর থরে।
উঠিল আকাশ যেন আরো ঊর্দ্ধ দেশে,
সভয়ে ; পাতাল যেন তলিল অতলে।
অধীরা হইয়া ধরা ঘুরিতে লাগিল।
চলিল বিকট ঠাট ; চলিল সুগ্রীব,
য়মধ্বজবহ, আগে পথ দেখাইয়া।
কতক্ষণে উত্তরিল হিমগিরি আগে
ভীষণ ধূম্রলোচন ;—গিরি আগে গিরি

যেন! সচঞ্চল চোখে চাহে বাঁরবর
চারিদিকে দেখিবারে সে রূপ মাধুরী,
শুস্ত মন সরসীর সুখের হিল্লোল।
শেখরে শেখরে ফেরে, কন্দরে কন্দরে!
নিকুঞ্জেতে উকি দেয়, বৃক্ষোপরি চাহে—
কোথায় বা কি!—কিছু না দেখিতে পায়;—
অন্তর্হিত মহামায়া পাতি মায়া জাল!
অহঙ্কার ভরে তবে কহে সুগ্রীবেরে;—
"কোথা হে সুগ্রীব, কোথা সে মানিনী? দেখ
মোর প্রতাপের ঝড়ে, ভাঙ্গিয়া থাকিবে
বুঝি দর্প চূড়া তার; লুকায়ে থাকিবে
ভয়ে বুঝি কোথা বামা।—কে বা না ডরায়
মোরে, দৈত্য সেনাপতি আমি; হুহুঙ্কারে
উথলি জলধি; ঘুরে বাসবের মুণ্ড,
ঘুরাই যদ্যপি আমি এ ধূম্র লোচন।
কানেতে লাগাই তালা দিকগজগণ,
যদি টঙ্কারি এ ধনু। করিবারে পারি
পদাঘাতে ছাতুনাতু এই ভূমণ্ডলে।
দন্তের রগড়ে মোর কড় কড় রবে
ঝলকে বেরোয় অগ্নি তড়িতের প্রায়!
করবার খুলি নাক কভু কোষ হতে;
পাছে যম ডরি যারে না আসে সমরে।

কেবা তিষ্ঠে মোর আগে যদি রোষি আমি,
হিমাদ্রিরে সম্বোধিয়া কহে তবে বীর;—
কি হে গিরি ! কি ভাবিছ বিরস বদনে ?
লেগেছে কি ভয় তব আমায় দেখিয়া ?
নির্ঝর রূপেতে অশ্রু ঝরিছে যে দেখি।
ঘাড় তুলে কি দেখিছ ?—পলাবার স্থান ?
কোথায় পলাবে বল ?—কে দিবে আশ্রয় ?
হেন সাধ্য কার তোমা রক্ষিবারে পারে
মোর হাত হতে ? তুমি দেখাও সত্বরে
কোথা সে কামিনী; তারে করহ বাহির
এখনি অবশ্য তুমি জান তার খোজ।
তুমিই ত প্রহরী আছ এই প্রদেশের।
দেখেছ, ধরেছি ধনু ভীম ভুজবরে,
যুজেছি সুতীক্ষ্ণ বাণ—তোমারি লাগিয়া ?
এখনি, কাটিব শৃঙ্গ খণ্ড খণ্ড করি,
গুড়া করি দিব দেহ লৌহ দণ্ডাঘাতে,
পবন বাণেতে ধূলি উড়াব সাগরে।”
এত বলি বীরমদে মুগ্ধ বীরবর
আকর্ণ পুষিলা বাণ হিমাদ্রি উদ্দেশে,
অমনি উজ্জ্বল তেজে দেখা দিলা সতী;—
হিমাচল কুট যেন মুচুকি হাসিল !
বিস্মিত অন্তরে ধূম্র কহে সুগ্রীবেরে;—

"এই বুঝি, এই নাকি, হাঁহে ও সুগ্রীব!
এই কি সে ধনী? বটে বটে, রূপ বটে,
রূপ যার নাম!—আলো করিয়াছে দিক!
কোথায় লুকায়ে ছিল? কোথা হতে এল?
পাঁতি পাঁতি করিয়া যে খুজিলাম গিরি।"
ধীরে ধীরে আসি বীর তবে গৌরী পাশে,
মধুর সম্ভাষ ভাষে ভাষিতে লাগিলা;
"হাঁগো বাছা শশিমুখি, ভীরুশান্ত শীলে!
মুখ খানি হেট করি রয়েছ কি হেতু?
ভয় কি হয়েছে মনে আমায় দেখিয়া?—
ভয় কি গো? আমি কিছু না বলিব তোমা
ভয়ার্ত্ত জনেরে আমি রক্ষা করে থাকি।
কি ভয় তোমার? আমি দৈত্য সেনাপতি,
সে ধূম্রলোচন; করে করবার মোর;
কে পারে ছুঁইতে তোমা আমা বিদ্যমানে
কেন বা লুকায়ে ছিলে হিম গিরি মাঝে?
একি লুকাবার রূপ?—দেখুক জগৎ।
হিম গিরি সাধ্য কি সে রাখে লুকাইয়ে,
তোমায়, আদেশি যদি আমি তারে রোষে
এস মোর সাথে বাছা, আমি লয়ে তোমা
রাখিগে সাহসাগার দৈত্যপতি হৃদে,
ভয়ের কি সাধ্য, তোমা পরশে সেখানে।"

নীরবিলা বীরবর, এতেক কহিয়া।
তুলি স্মেরানন তবে চাহিলা শঙ্করী
ধূম্রলোচনের পানে; উজল হইল
সে ধূম্রবরণ, মুখচন্দ্র রূপকরে;
উজল বাস্পের রাশি যেন অগ্নি যোগে।
কহিলা মধুর রবে শৈলেশ নন্দিনী;—
"হাঁগো দৈত্য সেনাপতি! এতই কি ভয়
মোর তোমায় দেখিয়া? মুখ তুলে তোমা
দেখিতে না পারি ভয়ে? কি ভয় আমার?
ভয়ের আবাস আমি, কিন্তু নাহি ডরি
এতিন ভুবনে কারে। কেনবা লুকাব বল?
লুকাবার স্থান মোর নাহিক কোথায়;
সর্ব্বত্রেই বিদ্যমান আমারে দেখিবে।
তোমার কথায় কেন ভেটিব শুম্ভেরে;
কি দায়ে পড়েছি বল?—দেখিবে এখনি
ভেটিবে আমার বাণ পরাণে তাহার।
কি হেতু এসেছ তুমি? যুঝিবারে যদি;
দেহ যুদ্ধ ত্বরা মোরে, বিলম্বে কি কাজ?"
বিস্ময় প্রস্ফুট চক্ষে আপাদ মস্তক
হেরিলা ধূম্রলোচন পুনঃ গিরিজার।
ভাবিলা অন্তরে;—একি, একি বলে বামা;
কথার ছাঁদুনী কিছু বুঝিতে না পারি।

আমারে বধিতে চাহে, এতই সাহস !
কহিলা গৌরীরে গর্ব্বে;—“ দুর্ব্বুদ্ধি তোমার ;
আমার সনেতে তুমি চাহ যুঝিবারে,
অঙ্গুলীর বল তব নাহি সর্ব্বাঙ্গেতে !
কেমনে জানিবে তুমি আমার শকতি ?
বীর নৈলে বীরবীর্য্য কে বুঝিতে পারে।
ত্রিদিবে ত্রিদিবপতি জানে মোর বল ;
ধরায় ধরণী জানে, আর কে জানিবে,
যে সহে পদের ভর নিয়ত আমার।
ভাবিয়াছ যুদ্ধ বুঝি বিপিন বিহার:
নহিলে এমন সাধ হবে কেন তব.
সমরে জিনিবে যেই বরিবে তাহারে।
এখনও বলিছি ভাল, ছাড় হেন পণ ;
করাইও নাক মোরে রক্তপাত আর,
মিটিয়াছে সাধ মোর করি অই কাজ,
আজন্ম, চরমে যেন স্ত্রীঘাতী না হই।
এস মোর সাথে, আমি লয়ে যাই তোমা
সসম্ভ্রমে, জগজ্জিত দৈত্যপতি পাশে।
সোণায় সোহাগা তব হইবে দেখিবে ;
যেমন স্বরূপ, বর মিলিবে তেমতি।”
“ রক্তপাত করি যদি মিটিয়াছে সাধ,
(কহিলা শঙ্করী) তবে কেন এলে পুনঃ,

রণ সাজে সাজি ?—নিজ রক্তপাতে বুঝি
করিবারে প্রায়শ্চিত্ত সে পাপ রাশির ?
ভাসিবে যে ক্ষণপরে মোর বাণাঘাতে
শোণিত নদীতে বীর শাল কাষ্ঠসম ;
দেখিবে তখনি, তব অঙ্গুলীর বল
আছে কি না আছে মোর লোমঅগ্রভাগে।
মরিবার ইচ্ছা যদি হয়ে থাকে তব,
ধর অস্ত্র শীঘ্র করি, বিলম্বে কি কাজ ;
তব প্রাণে আগে অর্ঘ দিই যমরাজে,
দৈত্যকুল বিনাশের সঙ্কল্প করিয়া।”
“কি বলিলে, এত সাধ্য, আমারে বধিবে ?
(কহিলা ধূম্রলোচন ঘুরাইয়া আঁখি)
কার সাধ্য বধে আমা এ তিন ভুবনে ?
তুমি কি বধিবে মোরে, অবলা রমণী ?
রমণীর হাতে প্রাণ যাবে অবশেষে,
ত্রিলোক বিজয় করি ইন্দ্রে পরাভবি ?
ধর অস্ত্র, আর তোমা করিব না দয়া,
আর না করিব ভয় স্ত্রীহত্যা পাপের।
বজ্রবাণে দর্প চূড়া করি তব গুড়া।”
এতেক কহিতে বীর আলোড়িত তনু,
তবে মহা ক্রোধে ; অস্ত্র লেখা ঝন ঝনে,
অঙ্গের চালনে, অঙ্গে বাজিতে লাগিল।

আস্ফালিলা অসি বীর, টঙ্কারিলা ধনু,
হুহুঙ্কারে দিক দশ আকুল করিলা;
স্তম্ভিত হইল ভয়ে জগত সংসার!
সদর্পে ধরিলা ধনু তবে হৈমবতী,
করিলা হুঙ্কার ধ্বনি; ছাড়িল অমনি,
পবন তাহার পথ, কাঁপিল সংসার!
শর জালে আচ্ছাদিয়া নিমেষে আকাশ,
মৃদু মৃদু হাসি তবে কহিলা;—"কোথাহে,
হে ধূম্রলোচন! রক্ষ, রক্ষ বীরবর,
মোর হাত হতে এবে নিজ সেনাকুলে,
ত্রিদিব বিজয়ী তুমি জগতের ত্রাস।
এস, এস অগ্রসরি, দেখসিয়ে আসি,
আছে কিনা আছে বল অবলার ভুজে।
কি আর ভাবিছ এবে?—ভাব পরকাল।"
বিস্মিত নয়নে চাহে তবে বীরবর
রুদ্রাণীর পানে;—দেখে, অঙ্গ ভারে আর
কাতরা নহেক বামা; যৌবনের তেজ,
বীর তেজ সহ যেন দ্বন্দ্বিতেছে মরি,
কমনীয় কলেবরে; শৈবালের দলে,
দ্বন্দ্বে যেন মদকল বারণ যুগল।
সভয় অন্তরে বীর কহে তবে মনে;—
"একি দেখি ভাব, এত বীর্য্য অবলার!

ক্ষণ মাত্রে আচ্ছাদিল শর জালে দিক ;
অস্থির করিল ব্যূহ দুঃসহ প্রভাবে।
যাই হউক রক্ষি এবে নিজ দল বল।”
আরম্ভিলা ঘোর যুদ্ধ তবে বীর বর।
এবে যথা চতুর্দ্দিক আঁধারি বিঘোর
কুজ্‌ঝটিকা কুল, রাশি রাশি আসি ঘেরে
ঊষারে, অরুণ কান্তি, হেমাঙ্গী গৌরীরে
ঘেরিল দনুজ সৈন্য, অসংখ্য অপার।
ঘোর দর্পে অভিভূত করিল ক্ষণেক
তাঁরে; পরে তাঁর উগ্রচণ্ডা তেজে, ক্রমে
অবসন্ন পড়ি ভূমে, কর্দ্দমিত উহা
করিল শোণিত পাতে। আকুল নয়ন,
সভয় অন্তরে তবে ভাবে মনে মনে,
সে ধূম্রলোচন, হেরি উমার প্রভাব;—
সামান্য রমণী বুঝি না হবে এ ধনী ;
দানব দুর্ভাগ্য বুঝি মূর্ত্তিমতী হবে
কামিনীর রূপে। হেন বীর তেজ আমি
দেখি নাই কভু কার; দেব দৈত্য মাঝে।
যাই হউক প্রাণ পণে যুঝি ওর সনে,
পলাইয়া দৈত্যকুলে কালি নাহি দিব ;
মরিলে সমরে যশ, তথাপি থাকিবে।
যুড়ি বাণ অগ্রসরি, তবে বীরবর

কহিলা উমারে;—ক্ষান্ত হও বীরাঙ্গনে,
কি ফল সমরে আর সৈন্যগণ সহ।
বুঝিলাম, ধনুর্যুদ্ধ জান তুমি ভাল।
এস মোর সাথে তবে দেখি তব বল,
কত ক্ষণ মোর অস্ত্র নিবারিতে পার,
মৃত্যু তোমা কত ক্ষণ রেয়াতিই বা করে।”
ধূম্রলোচনের বাণী শুনি হৈমবতী,
অপসারি নিলা সতী সৈন্যগণ হতে
নিজ শর জাল, তার পানে মেঘমালা।
বর্ষিয়া চলিল যেন মহীধ্র উদ্দেশে!
জর জর করি বীরে বিন্ধিতে লাগিলা।
অস্থির হইলা বলী শরের জ্বালায়!
নিমেষে লইলা তবে করে ভীম গদা;
ঘুরাইয়া মহাগদা চূর্ণি অস্ত্র জালে,
ফিরিতে লাগিলা দর্পে রণ ক্ষেত্র মাঝে;
ঘুরাইয়া শুণ্ড, যথা ফেরে মত্ত করী
বিটপ পল্লব চূর্ণি কান্তার মাঝারে।
কাটিলা সে গদা চণ্ডী বজ্র বাণাঘাতে,
সুতীক্ষ্ণ শরেতে পুনঃ বিন্ধিলা শূরেশে।
ক্রোধেতে জ্বলিয়া বীর উঠিলা তখন;
লোহিত হইল আঁখি, কাঁপিল অধর,
ভূমে পদাঘাত করি, দন্ত কড় মড়ি,

সহসা তুলিলা করে প্রকাণ্ড প্রস্তর,
হানিলা গৌরীর অঙ্গে ; আঁধার নয়ন,
দেখিলা ক্ষণেক সতী। বুঝিলা অন্তরে,
অমর বিজয়ী বল। সম্বরি আঘাত,
ক্রোধেতে কম্পিত কায়, তবে শরাসনে
যুড়ি অর্দ্ধ চন্দ্র বাণ কহিলা অসুরে ;—
"ভাল যুঝিতেছ বীর, ভাল বীরপণা,
সম্বর, সম্বর এবে, সম্বরহ দেখি,
অম্বরচমককারী মোর বাণ এই।
এড়িলা প্রখর বাণ ; দপদপে অস্ত্র,
বিকীর্ণ প্রখর বিভা, উল্কা সম আসি,
কাটিয়া পাড়িল মুণ্ড ধূম্রলোচনের ;
বিচ্যুত মস্তক, দেহ পড়িল ভূতলে ;
গুম্বজ ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল দেউল।
দেহের পতনে ধরা কাঁপিয়া উঠিল ;
বিষম আঘাতে, কিম্বা গুরু ভার যেন
লাঘব হইল বলি দিল গাত্র ঝাড়া।
পলাইল সৈন্য ঠাট, এবে ইতস্ততঃ,
বাঁচিল যাহারা রণে, গিরিজার হাতে।
এবে যথা ছারখার হলে কোন পুরী
ঘোর অগ্নি দাহে, ভস্মরাশি উড়ি চলি
জানায় দূরের লোকে সে ঘোর ব্যাপার,

চলিল সুগ্রীব আগে সম্বাদ লইয়া
দৈত্য ব্যূহ বিনাশের, সমর অনলে,
ভগ্ন মনোরথ হেতু বিরস বদন।
কতক্ষণে আসি বীর নমি রাজপদে,
করযোড়ে দীন ভাবে, রহিল দাঁড়ায়ে
নীরবে; শোণিত ধারা মন বাক্য রূপে
অবিরত বক্ষে বহি জানাতে লাগিল,
যুদ্ধ বিবরণ যেন দানবপতিরে।
দেখিয়া তাহার ভাব বুঝিলা অন্তরে,
শুম্ভ, যুদ্ধের কুসল! কহিলা;—"সুগ্রীব!
বলিবে যা তুমি আমি বুঝেছি সকলি,
বল এক বার তবু শুনি তব মুখে,
কেমনে হইল যুদ্ধ? কেমনে সে নারী
একাকিনী তোমাসবে করিল বিজয়।
কোথা সে ধূম্রলোচন? রণে পরাজিত
হয়ে বুঝি বীরবর, আছে লুকাইয়া,
লজ্জায় আমারে মুখ দেখাবে না বলি?"
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি তবে কহিলা সুগ্রীব;—
"লুকায়েছে সত্য প্রভো, সে ধূম্রলোচন
কাল অন্ধকূপে, আর না ভেটিবে তোমা,
আর না দেখাবে মুখ সংসারে কাহারে;
অনন্ত বিরাম বীর লভিছে ধরায়!

ধরণীর প্রেমপাশ ছেদিতে কাতর
যেন হয়ে ভীম বাহু, গাঢ় আলিঙ্গনে
বিদায় মাঙ্গিছে তারে, চরমে, নীরবে।
বিবাদ করিয়া শির দেহ সহ যেন,
পড়িয়া রয়েছে, দূরে; শোণিতের স্রোত
মধ্যস্থ হয়েছে, দোঁহা মিলাবার লাগি,
(মিলিবার নয় যাহা)। সৈন্য গণ মাঝে
কেহ নাহি অনাহত বাঁচিয়াছে যারা।
কেমনে কহিব, দেব, কেমনে যুঝিল
একাকিনী সে মহিলা মো সবার সাথে;
যুদ্ধ কালে কে বা তারে দেখেছে নয়নে;—
মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড পানে কে চাহিতে পারে?
বীর তেজ, রূপ তেজ, যৌবনের তেজে
তেজস্বিনী সে কামিনী বর্ষিতে লাগিলা
অনর্গল শরজাল রশ্মিজাল সম;
এই মাত্র তদা চোখে হেরিলাম ভূপ!
এস্ত মধুকর কুল পলায় যেমতি,
হুলী, ত্যজি মধুক্রম, যবে আসি ব্যাধ
আগুন লাগায় চক্রে; পলাইল ত্রাসে
সৈন্য গণ, ব্যূহ ত্যজি, বামার প্রভাবে।
আর কি কহিব দেব, দেখ মোরে চেয়ে,
কখন যা হয় নাই হয়েছে আমার—

বিদীর্ণ হৃদয় মোর সে নারীর বাণে,
ত্রিদিব পতির বজ্র প্রতিহত যাহে।"
বিষাদে লজ্জায় মুখ নত কৈল দূত।
বিস্মিত অন্তরে তবে কহে দৈত্যপতি;—
"অসম্ভব তব বাক্য শুনি হে সুগ্রীব;
পড়েছে কি মহাসুর, সে ধূম্রলোচন,
কামিনীর বাহু বলে? গহন কানন
পুড়েছে কি কৌমুদীর সুস্নিগ্ধ আলোকে?
বুঝিলাম সে মহিলা শক্তির আধার।
ভাল, ভাল তার তেজ, দেখিতেছি আমি;
কত ধরে বল রামা কোমল শরীরে,
কত বা অস্ত্রের শিক্ষা আছে তার ভুজে।"
তাকাইলা বীর বর চণ্ড মুণ্ড পানে।
মহাসুর দুই ভাই, নব বলে বলী;
নবঘন ঘটাসম নব অনুরাগ।
বুঝিল অন্তরে দোঁহে, দৃষ্টি ভঙ্গী দেখি
মানস, শুম্ভের। উঠিয়া, কহিলা চণ্ড;—
"সাধিতে মনের সাধ হে রাজন, যদি
অভিলাষ হয় তব, আমা দোঁহা প্রতি
দেহ অনুমতি তবে; ধরি করবার,
ধরি সে যমের গ্রীব, করবারৎসরু।"
কহিলা ত্রিদিব জয়ী;—"তোমাদেরি কাজ,

চণ্ড, বুঝিলাম এবে ; সামান্য অবলা
নহে সে মহিলা ; দেবগণ পক্ষ হয়ে
মায়াবিনী মহামায়া পাতিয়া থাকিবে
বুঝি, মায়াজাল ; নৈলে অবলার বলে
কেন বা সমরশায়ী সে ধূম্রলোচন,
বীরত্ব পাদপ সার, সাহসের শির।
যাও, যাও দুই ভাই, যে হোক সে হোক
বামা, মহামায়া কিম্বা আর কোন মায়া,
শরেতে সংসার মায়া ছেদগে তাহার ;
সেনাপতি পদে আমি বরিলাম দোঁহে।"
উঠিলা অমনি মুণ্ড ; সদর্প বচনে,
কহিলা টঙ্কারি ধনু ;—"কি চিন্তা রাজন্,
যে হোক সে হোক বামা, এখনি তাহারে
বাণে বাণে উড়াইয়া প্রেরিছি শ্রীপদে।
দেহ অনুমতি এবে বিলম্বে কি কাজ,
সাজি রণ সাজে মোরা ; বাজুক দুন্দুভি,
বেরুক সে রবে যম, আগে হিমালয়ে।"
"এস তবে" বলি শুম্ভ, বিদাইলা দোঁহে।
সাজিতে সমর সাজে গেলা দুই ভাই।

ইতি দানব দলন কাব্যে বিগ্রহ সূত্র
নামক তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ।

অবসান হলো রাতি, দেখা দিল ঊষা ;
তিমিরঅবগুণ্ঠন খুলি মরি যেন
হাসিলা প্রকৃতি! দেখা দিলা প্রভাকর
ঘন ঘনাবলি মাঝে; সৈন্য ব্যূহ মাঝে
দেখা দিলা চণ্ড মুণ্ড রণ সাজে সাজি।
বাজিল সমর বাদ্য শূন্য করি মন,
ভয় মায়া মোহগণে তাড়াইয়া দূরে,
ভরসা, সাহসে পুনঃ পূরি সেই স্থান।
উঠিল বিষম রোল, ঘোর কোলাহল ;
লাগিল আগুন যেন সংসার ব্যাপিয়া।
এবে যথা তমঃরাশি পূরব হইতে
প্রদোষে, পশ্চিমে চলে আঁধারি সংসার,
চলিল বিষম ব্যূহ আচ্ছাদিয়া ধরা
উত্তর প্রদেশে; ত্রাসে কাঁপিল জগৎ।
অশ্বারোহী অশ্বক্ষুরে, রথচক্র ধারে,
গজ পদাতিকগণ পদের রগড়ে,
পীড়িত হইয়া ধরা ধূলি ছলে যেন
পলায়ে আকাশে স্থান লইতে লাগিল।
কত ক্ষণে দেখা দিলা হিমাচল দেশে
দিতি রত্ন দুই ভাই সৈন্য ঠাটসহ ;

যুগল ভাস্কর যেন উদিল সে দেশে।
বিস্মৃত নয়নে দোঁহে চাহে চারি দিকে
হেরিবারে সেইরূপ, সেই বীরাঙ্গনে,
পতিত ধূম্রলোচন, যাঁর ভুজবলে।
দেখিতে না পেলা কিছু—কেমনে পাইবে;—
অন্তর্হিত পুনঃ সতী সাধি নিজ কাজ।
সরোষে কহিলা চণ্ড তবে সুগ্রীবেরে;—
"কোথারে সুগ্রীব, ত্বরা দেখা সে মায়ারে,
শোয়াই মায়ায় আজি শরের ছায়ায়
ধরণীর কোলে, কাল নিদ্রায় ঘুমাক।
লুকাবার সাধ যদি হয়ে থাকে তার,
থুতেছি লুকায়ে আমি হেন গূঢ় স্থানে,
কেহ না দেখিতে পাবে। দেখ্ ত্বরা তারে,
কোথায় লুকায়ে আছে; সৈন্যগণে লয়ে
পাঁতি পাঁতি করি বন খোজ্ হিমাদ্রির।"
"সেবার লুকায়ে ছিল এ রকম করি,
(কহিল সুগ্রীব), পুনঃ দেখি যে আপনি
দেখা দিলা আসি বামা আপনা হইতে,
অবসন্ন হলে মোরা, খুজি তারে বৃথা।
মায়াবিনী সে কামিনী কত মায়া জানে।
খুজিগে আবার প্রভু, তবু তবাদেশে।
এত বলি সৈন্যগণে লয়ে বীরবর

হুহুঙ্কারে প্রবেশিল পার্ব্বতীয় বনে।
তোড় পাড় করি বন ভাঙ্গিতে লাগিল
প্রলয় ঝড়ের সম। করিল সে স্থান
নিমেষেতে সমভূম। অস্থির হইলা
ধরা, উদ্ভিদের লাগি; অস্থির যেমন
বস্ত্রের জ্বালায় নর, লাগিলে আগুন
তাহে। অবসন্ন হলো সবে; কিছু নাহি
পাইল দেখিতে তবু। কাতরে সুগ্রীব
ধীরে ধীরে আসি তবে কহিল চণ্ডেরে;—
“প্রভো, দেখুন তাকায়ে চারিদিক পানে
একবার, এ দেশের কি হলো দুর্দ্দশা!
শূন্য চতুর্দ্দিক;—মরি, ফেলিয়া বসন
পলাইছে যেন সৃষ্টি মো সবার ডরে:
হেন তৃণ নাহি আর ধরাতে উন্নত
লুকায় ভারুই যাহে; মানবিনী তবে
কেমনে লুকায়ে আছে বুঝিতে না পারি।
বৃথা ধরণীর ভূষা ঘুচালাম মোরা;
কিবা ফল লভিলাম দস্যু বৃত্তি সাধি।”
হাসিয়া কহিলা চণ্ড;—“তোদের এ কাজ
নহেরে সুগ্রীব। দেখ্ তবে আমি তারে
করিছি বাহির; রবে কোথায় লুকায়ে
এ তিন ভুবনে মোর তীক্ষ্ণ শর আগে।

ঘ্রাণেতে আঘ্রাণে যথা পলাইত পশু,
সারমেয়, মোর বাণ সন্ধানিয়া তারে
নিমেষে বিন্ধিবে গিয়া যেখানে সে রোক্।”
দর্পে ধরি ধনু বীর টঙ্কারিলা ছিলা।
কাঁপিল পবন ঘন; অমনি গিরিজা
দেখা দিলা গিরিহৃদে উজ্জ্বল বিভায়;
কাদম্বিনী ক্রোড়ে যেন ঝলিল বিদ্যুৎ,
ঝলায়ে প্রেমের দ্যুতি চণ্ড মুণ্ড মনে।
রূপের ছটায় গৌরী বসিলা শিখরে;
হিমাচল কুট যেন পরিল মুকুট।
আপন মনেতে বসি রঙ্গে বিনোদিনী
কত রঙ্গ করে;—কভু এলাইয়া বেণী
বিস্তারিছে কেশ; মরি রূপের লহরে
ভাসাইয়া যেন ঘন শৈবালের দল!
আবার বাঁধিছে বেণী; বাঁধিছে তাহার
সাথে, চণ্ড মুণ্ড মন, প্রত্যেক গ্রন্থিতে।
খুলিছে কুণ্ডল কভু, পরিছে আবার
কাঁচলি করিছে সইর, কটিত্র আঁটিছে;
ব্যস্ত ধনী যেন বাঁধ দিতে সুখস্রোতে।
অজ্ঞান হইয়া চণ্ড দেখে রূপসীরে;
মনেতে নাহিক মন, বিকল ইন্দ্রিয়!
বিস্ময় অন্তরে তবে কহে হিমাদ্রিরে;—

"সার্থক জনম তব মানি হিমালয়,
হেন রূপ রাশি শিরে করেছ ধারণ
কত জন্ম পুণ্য ফলে বলিতে না পারি।
গাম্ভীর্য্য গুণেতে তব মজে কি প্রকৃতি,
ললাটে দিয়াছে হেন সমুজ্জ্বল ফোটা,
পতিত্বে বরিতে ? মরি, মরি কিবা রূপ—
প্রেমের মুকুর হেন দেখি বিদ্যমান ;
সংসারের মনঃছবি পড়েছে উহাতে।"
কহিলা চণ্ডেরে মুণ্ড আসি তার পাশে ;
প্রস্ফুট নয়ন যুগ, উন্নত উরস
আহ্লাদে ;—"দেখেছ ভাই, দেখ একবার,
হিম গিরি শিখরে কি ?—মানস তপন !"
হাসিয়া কহিলা চণ্ড মুণ্ড পানে চাহি ;
"সব দেখেছিরে ভাই, দেখাতে আমারে
হবে নাক কিছু আর। চল তবে যাই
কাছে গিয়া ভাল করে দেখিগে উহারে।"
গেলা ধীরে ধীরে দোঁহে, যথা হররমা।
হাসি হাসি মুখ মুণ্ড, কহে শৈলজারে !—
"একাকিনী কেন ধনী বসিয়া বিরলে ?—
রূপের ভাণ্ডার বুঝি লুঠি বিধাতার,
পলায়ে এসেছ হেথা লুকাবার লাগি ?
হেট মুখে কেন বসি জগত আঁধারি ?

তোল দেখি মুখ, দেখি দেখি, বেলা কত ?
উঠুক ভাস্কর ধনী ওমুখ প্রভায় !”
এতেক কহিতে মুণ্ড, আরম্ভিলা চণ্ড !—
“কি রূপসি, রূপ রাশি পর্ব্বত শিখরে
ঢালিয়াছ কেন ? উচ্চ দেশে রেখেছ কি
দেখাতে সংসারে ? ছিলে লুকাইয়ে তবে
কেন এতকাল ? বাঁচে কি না বাঁচে জীব
তোমার বিহনে, বুঝি দেখিবার লাগি ?
আপন মনেতে বসি কি ভাব ভাবিছ ?—
সুখ সাগরের ঢেউ গণিছ কি বসি ?
সুধাপাত্র হাতে করি বৃথা বসি আর
কেন রয়েছ সুন্দরি, কর সুধাপান ;—
রূপ যৌবনের সুধা শরীরে কি বৃথা
আনাড় হইয়া ধনি, রবে চিরকাল ?
এস মোর সাথে ; আমি লয়ে যাই তোমা
প্রেম আক্রীড় উদ্যানে—খেল গিয়ে সেথা
কৌমুদী যেমন খেলে বিমল সরসে ।”
শুনিয়া দোঁহার বাণী তুলিলা বদন
গিরিবালা ; ভ্রাতৃদ্বয়ে হেরিলা বিস্ময়ে ;
যুগল শরদ ঋতু মূর্ত্তিমান যেন ।—
নির্ম্মল নভস সম শ্যামল বরণ ,
তীক্ষরবি আঁখি যুগ জ্বলে বীরতেজে ;

স্কন্ধ তক আলম্বিত চাঁচর চিকুরে
সুশোভিত শির; শোভে বনস্পতি যেন
নিবিড় পল্লব ভারে অবনত শাখা।
বিশাল তটের প্রায় বিশাল উরস
প্লাবিত সাহস নীরে; বিস্ময় মানিয়া,
কহে মনে মনে সতী;—“দেখি নাই কভু
এ হেন তেজস্বী রূপ দেবগণ মাঝে।
দিতি হ্রদ আকাশের প্রভাকর এরা,
অদিতির গর্ভসর কুমুদ দেবতা।
এ হেন প্রভাব বিনা কেমনে জিনিবে
ত্রিভুবন; দেবগণ, কেন বা হইবে,
ভয়ে সঙ্কুচিত। ভাল, দেখি বীরপণা।”
 এতেক ভাবিয়া দেবী কহিলা চণ্ডেরে;—
“বীর, বল দেখি মোরে কেমনে লইবে
প্রেম আক্রীড় উদ্যানে;—বনাগ্নি যে আমি—
নিমেষে দহিব বন, পশিব যেখানে।
শুনিয়া থাকিবে পণ মোর; ধর অস্ত্র,
এসে যদি থাক হেথা যুঝিবার লাগি,
ধূম্রলোচনের পথ অনুসারিবারে।
কালের হয়েছে কাল বিলম্বে কি কাজ?
ধর ধনুর্দ্ধর দোঁহে ধনুক দোঁহার;
গণ তবে উল্কাপাত,—বাণ পাত মোর,

শ্যামল শরীরে রাখি রুধিরের রেখা।
দর্পে ধরি ধনু গৌরী উঠি দাঁড়াইলা।
ঈষৎ কোপেতে অঙ্গ সচঞ্চল মরি ;
সুমন্দ সমীরে যেন অনলের শিখা !
প্রীতি বিস্ফারিত চোখে দেখে দুই ভাই
কুসুমে লোহিত রাগ, কামিনীর কোপ।
কহিলা উল্লাসে মুণ্ড;—“ভাল রসবতি,
ভাল সাজিলা এখন ! কেমনে গণিব,
সত্য, কেমনে গণিব, এত অস্ত্রপাত ;
হানিতেছে শেল বুকে, উচ্চকুচ যুগে,
অন্তর জর্জ্জর পুনঃ কটাক্ষের বাণে,
আবার ধরিলে ধনু ? সম্বর কোপনে,
সম্বরঅরির বাণ ; এড় যত সাধ
লৌহময় বাণ রাশি নাহি ডরি তারে।”
“লৌহময় বাণ তবে সম্বর দনুজ,
সম্বর কালের ঘা, (কহিলা ভবানী)
ধর অস্ত্র দুই ভাই দৈত্যকুল সহ,
নিবার আমার বাণ, (একাকিনী আমি)
আকাশ ভাঙ্গিয়া ফেলি রক্ষ হাত দিয়া।
কার্য্যেতে প্রকাশ বীর, বীরত্ব আপন।”
এত বলি বাণ ধারা বর্ষিতে লাগিলা
চণ্ডী রোধিয়া বিমান পথ ; স্বন্ স্বন্

শর শব্দে দিক দশ আকুল হইল,
শিথিল হইল ব্যূহ, অস্থির দুভাই;
বিস্মিত অন্তরে চণ্ড কহে তবে মুণ্ডে;
"ভাই, একি অসম্ভব; অবলার ভুজে,
এহেন অদ্ভূত শক্তি, কাল মরীচিকা,
হবে বুঝি এ মহিলা প্রমদার রূপে।
"কি চিন্তা ইহাতে ভাই (কহে তবে মুণ্ড)
ধরি আমি ধনু, দেখ কালমরীচিকা
ও প্রমদা কত দূর পলাইতে পারে,
মোর সতৃষ্ণ বাণের আগে; করিতেছি,
প্রকৃত শোণিত সর, এখনি উহারে।"
বজ্রনাদে বীরবর টঙ্কারিলা ধনু।
ধরিয়া ভায়ের হাত কহে তবে চণ্ড;—
"ভাই, থাক তুমি, আমি যুঝি ওর সনে
কালের কুটিল গতি, কি জানি কি হয়,
শৈবালের দলে বদ্ধ হয় মত্তকরি।"
"কে মানাতে পারে বাগ, অদৃষ্টেরে বল?
(কহিলা মুণ্ড) কি হেতু, বীরধর্ম্ম তবে
বিলোপ দনুজরত্ন, নিবারি আমায়
রণে। ধরিয়াছি ধনু আমি; দেহ আজ্ঞা
যাক প্রাণ রাখি মান, অসুর কুলের।
বীর ধর্ম্ম নহে সত্য, নিবারিতে রণে,

কাহারে; (কহিলা চণ্ড) যাও তবে ভাই,
সাবধানে যুঝ গিয়া; ঘোর মায়াবিনী
ও কামিনী, কহিলাম তোমারে নিশ্চয়।”
চলিলা সদর্পে মুণ্ড দৃঢ়পাদ ক্ষেপে,
ধ্বনিতে লাগিল অঙ্গে গুরু অস্ত্র সাজ।
কহিলা উমারে আসি;—“ থাম তেজস্বিনি,
না থামে যে হাত দেখি বাণ বরিষণে।
এস দেখি একবার দেখি তব বল।
একাকিনী তুমি, এস আমিও একাকী
যুঝিতেছি তব সাথে; না ধরিবে অস্ত্র
সৈন্যগণ কেহ, অস্ত্র না ধরিবে চণ্ড,
বীরত্ব অনল শিখা, দেবের আতঙ্ক।
“ সকলে ধরুক অস্ত্র কিম্বা ধর তুমি
একাকী, (কহিলা গোরা) সমান সকলি
মোর, ধনুর্দ্দণ্ডে যবে হলো ধরিবারে।
এস তবে বীরবর দেখি বীরপণা!”
ধরিলা ধনুক দোঁহে বীর দর্প ভরে;
বাজিল বিঘোর যুদ্ধ; যথা নিদাঘেতে
মেঘআড়ম্বরে মেঘ যুঝে পরস্পর,
তাড়িত আয়ূধ বর্ষি এ উহার প্রতি,
স্তনিত নিনাদে ঘোর পূরিয়া সংসার,
আঁধারে আকুলি দিক; যুঝিতে লাগিলা

প্রভূত প্রভাবে দোঁহে দেখায়ে আঁধার,
বর্ষি অস্ত্র পরস্পর বিজলিত বিভা,
ঘোর হুহুঙ্কারে দিক আকুল করিয়া।
অস্থির হইলা দোঁহে দোঁহাকার বাণে।
বিস্ময় মানিয়া মুণ্ড তবে গৌরী তেজে,
কহিতে লাগিলা মনে ;—"ধন্য নারীকুল
এবে, ধন্য ছিল সেই লোক, যে লোকেতে
এ ললনা ছিল পরলোকে ; ধন্য পুনঃ
হবে সেইজন, যারে প্রেম আলিঙ্গনে
তোষিবে এ সুহাসিনী মধুর সম্ভাষে।
আমাকেও ধন্য বলি, হেরিলাম চোখে
হেন বীর্য্যবতী নারী, রূপের গৌরব।
ধিক্কার আমাকে পুনঃ, নিবাতে উদ্যত
আমি, জগতের মনঅভিরাম আলো,
বিলোপিতে ধরণীর অধরের হাসি,
বধিতে উদ্যত আমি হেন মহিলারে।
যাহোক দেখাতে হলো ইহারে বারেক
অসুর কুলের বল ; হেলা করি আর
অস্ত্রের আঘাত অঙ্গে সহিতে না পারি।"
বর্ষিতে লাগিলা বীর অনর্গল বাণ,
বাণের নির্ঝর যেন ঝরায়ে ছিলায়।
কভু বা ত্যজিয়া ধনু ছোড়ে মহারোষে

শেল, শূল, জাঠা, জাঠি, মুশল মুদ্গর।
কভু বা প্রস্তর খণ্ড, কভু গিরি চূড়া,
কভু হানে মহীরুহ সমূলে উপাড়ি,
প্রলয়ের ঝড় সম যুঝে বীর বর।
অধীরা হইলা গৌরী, অবসন্ন তেজ,
মরি, মুণ্ডের প্রভাবে! আকুল নয়নে
চাহে চারিদিগে তবে, নিবারিত নারি
কোন মতে অস্ত্রাঘাত; বহিতে লাগিল
কাঁপায়ে বিশাল বক্ষ, সঘনে নিশ্বাস।
উথলিল স্বেদ মুখে, খসিয়া পড়িল
বাম ভুজ হতে ধনু; রহিল অমনি
দক্ষিণ হাতেতে বাণ, হাতেতেই ধরা।
দেখিয়া উমার ভাব হাসিলা অন্তরে,
মুণ্ড; ধীরে ধীরে আসি তবে হাসি হাসি
মুখে আরম্ভিলা;—"ধনি, একি দেখি ভাব?—
আকুল নয়নে কেন চাহ চারিদিকে?—
মৃত্যুর কি পদ শব্দ পাইছ শুনিতে?
সঘনে বহিছে শ্বাস কেন বিনোদিনী?—
এখনও কি মিটে নাই যুদ্ধের পিয়াস?
স্বেদসিক্ত কেন দেখি ওচন্দ্র বদন?—
দেবগণ সুধাবৃষ্টি করেছে কি তব
বীর পণা দেখি? কোথা ধনু ভীম ভুজে?—

ধরারে কি পুরস্কার করিয়াছ উহা ?
হাতের যে বাণ দেখি রহিয়াছে হাতে ;
ধরেছ কি জয় ধ্বজ আপনি, আপন ?—
বালে! যুদ্ধ কি মুখের কথা, একি তুমি
পেয়েছ ধূম্রলোচনে, বৃদ্ধ জরা জীর্ণ,
হেলায় বধিবে তাই ?—পাইলে খদ্যোত
তমময়ী নিশীথিনী মৃদু মৃদু জ্বলে ;
কোথা রহে সে আলোক উদিলে ভাস্কর ?—
কোথা রৈল তব তেজ এবে মোর আগে ?
গর্ব্ব ভরে ভাল পণ করেছিলে মরি ;—
সমরে জিনিবে যেই বরিবা তাহারে।
কোথায় সে গর্ব্ব এবে, কোথায় সে পণ ?—
গর্ব্বেরে জিনেছে লজ্জা, পণে মোর বাহু।
এস গরবিণী তবে এস মোর সাথে ;
ভাবিলে এখন আর কি হবে উপায় ?—
ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।”

লজ্জায় বদন হেট করি কাত্যায়নী
তবে ভাবেন অন্তরে ;—“কি করি উপায় ?
নিবারিতে নারি বুঝি অনিবার্য্য তেজ,
মুণ্ডের ; দনুজবর ঘোর পরাক্রম।
দেবগণ মনোবাঞ্ছা পূর্ণিবারে বুঝি
নারিলাম ; হলো বুঝি দিকদশ কাল

অপযশে মোর ; এবে না দেখি উপায় !”
স্তব্ধ ভাবে থাকি ক্ষণ মনে মনে সতী
স্মরিলা পদ্মারে তবে, প্রিয় সহচরী।
“কোথা পদ্মে, প্রিয়সখী এস একবার
এসময়, দেহ মোরে উপদেশ আসি,
কেমনে দুর্ম্মদ দৈত্যে জিনি এ সমরে,
কেমনে বা রক্ষা করি বল নিজ মান।
অস্থির হয়েছি সখি দৈত্যের প্রভাবে।”
অবনত মুখে সতী ছাড়িলা নিশ্বাস !
চঞ্চল হইল মন কৈলাসে পদ্মার.
মরি সে নিশ্বাসে যেন !—চঞ্চল যেমন
অনিল হিল্লোলে সরে কমল কৌমুদী।
বুঝিলা অন্তরে সাধ্বী উমার বিপদ।
আলোক ছটার গতি অমনি সত্বরে
আসি দেখা দিলা ধনী একাকিনী যথা
রণস্থলে ম্লান মুখে ভাবেন ভবানী।
মহামায়া মায়াবলে কেহ না পাইল
দেখিতে নয়নে তাঁরে, কেবল শুনিল
মধুর শিঞ্জন বোল শ্রুতি অভিরাম।
কহিতে লাগিলা পদ্মা সমরে কাতরা
দেখি শৈলজারে;—“কেন এ দুর্গতি দুর্গে !
আহা মরি, জর জর কোমল শরীর,

তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে, রক্তে ভাসিতেছে তনু।
কমনীয় কলেবর, অনুপম শোভা,
ধরেছ কি সখি দৈত্যকুল বিনাশিতে?—
ধরেছ মৃণাল দণ্ড, ভাঙ্গিতে আমরি
পাষাণ! সামান্য বীর, নহে চণ্ড মুণ্ড।
প্রভাব আপনি, দৈত্যকুলে অবতীর্ণ
যেন দুই ভাগে। দেখ তেজরশ্মি যেন
বাহিরিছে দোঁহাকার লোমকূপ দিয়া।
সাধে কি ত্রিদিববাসী অমর যাহারা
মানিয়াছে পরাভব? দিয়াছে ছাড়িয়া
সুখের সদন নিজ ত্রিদশ আলয়?
ত্যেজ হররমে, হেন মনলোভা রূপ।
ধর উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি; কাট লৌহ ধারে
লৌহ। কোমল বাহুর বলে মরিবে না
কভু বিক্রম কেশরী বীর চণ্ড মুণ্ড।
যাই আমি ইন্দ্রালয়ে, পাঠাইগে তবে
ইন্দ্রে দেবগণ সহ, তোমার সহায়ে।
সকলের চেষ্টা বলে অবশ্য মরিবে
রণে, শক্তির আধার ভাই দুই জন।
একাকিনী তুমি কেন সহ হেন ক্লেশ।”
“যাও তুমি তবে পদ্মে, (কহিলা অম্বিকা)
পাঠাওগে দেব রাজে দেবগণ সহ;

উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি আমি ধরি ততক্ষণ।”
 বিদায় হইলা পদ্মা নমি গিরিজায়।
অন্তর্হিতা হৈলা গৌরী সহসা অমনি ;
নিবিলা সহসা যেন গৃহের প্রদীপ ;—
নিষ্প্রভ হইল মরি হিমাচল দেশ !
বিস্মিত হইয়া মুণ্ড কহে তবে মনে ;—
“কোথা গেল বামা, ছিল এখনি যে হেথা ?
উঠিলা পর্ব্বতে ত্বরা ; চাহিতে লাগিলা
চারিদিকে ; না পাইলা দেখিতে কিছুই।
কহে মনে মনে তবে ;—“ মায়াবিনী সত্য,
হবে বুঝি এ ভামিনী, নৈলে গেল চলি
ইহারি মধ্যেতে কোথা ; সংসার হতেছে
দৃষ্টি মোর। কি বলিব, শুধিবে আমারে
যবে দৈত্যকুলপতি—দেখি বীরবর,
কি ফল লভিলা করি যুদ্ধ আড়ম্বর।
কি বলিব তবে আমি ?—হারায়েছি তারে ?—
চোখে ধূলি দিয়ে মোর পলায়েছে বামা ?—
হাসিবে যে দৈত্যকুল, হাসিবে বাসব
সমস্ত দেবের সহ ; হাসিবে জগৎ !
বিষাদে বদন হেট করিলা বলীন্দ্র।
শুনিলা অমনি রব ঘোর স্বন্ স্বন্
আসিছে প্রলয় ঝড় যেন তোড় পাড়ে।

তুলিয়া বদন ত্বরা দেখিলা বিস্ময়ে
করাল বিকট বেশে দাড়ায়ে সে ধনী
সম্মুখে; কোথা বা সেই মনোলোভা হাব,
কসিত কাঞ্চন বর্ণ, কমনীয় কায়;
অবার রজনী যেন মেঘ আড়ম্বরে
বিদ্যমান!—কলেবর নীলাম্বরপ্রভ,
ঘোর ঘন ঘটা তাহে বিকীর্ণ মূৰ্দ্ধজা,
আঁখির লোহিতরাগ, বিদ্যুৎ ঝলক,
জীমূত নির্ঘোস ঘোর ঘন হুহুঙ্কার।
দেখি ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি ভাবে মুণ্ড মনে;—
"সত্য ভেবেছেন যাহা দৈত্যরাজ শুম্ভ,
ভাই চণ্ড মোর। সত্য বটে দেখি এবে,
মায়াবিনী মহামায়া দেবগণ লাগি
পাতিয়াছে মায়াজাল। এইত কালিকা
মূর্ত্তি, ত্রিলোচনা বটে, ত্রিলোচন আর
কার আছে এ সংসারে রুদ্র গোষ্ঠি বিনা।
যাহোক না ডরি আমি ত্রিভুবনে কারে।
দেখি উগ্র চণ্ডা শক্তি কতই প্রবলা।"
এবে যথা দিনাঘেতে প্রদোষে পশ্চিমে
সহসা লাগিলে মেঘ ঘোর আড়ম্বরে
এক খানি, যুটে আসি চারি দিক হতে,
স্তনিত নিনাদে তার কত শত মেঘ;

যুটিতে লাগিল ক্রমে অযুত অযুত,
পিচাশ রাক্ষস দল, মাতৃগণ কত,
সে তেত্রিশ কোটি দেব বজ্রধর সহ,
হুহুঙ্কার রব ঘন শুনি কালিকার।
পূরিল সে ক্ষেত্র ক্ষণে, ত্রিদিব সৈন্যেতে।
চমকিত মনে মুণ্ড দেখে সে ব্যাপার।
ধীরে ধীরে আসি তবে কহে সে চণ্ডেরে ;—
"ভাই ! দেখ একবার মহামায়া মায়া !
নাহি আর মনোলোভা সে সুন্দর বেশ,
নহে আর একাকিনী সহায় বিহীনা
বামা ; যুটিতেছে দেখ, দেব, মাতৃগণ,
পিচাশ, রাক্ষস দল অযুত অযুত।
দেহ ভাই অনুমতি, ধরি গিয়া তবে
উগ্রচণ্ডা বল আগে দৈত্যকুল বল—
ধরিগে প্রদীপ আগে প্রদীপ্ত ভাস্কর।"
কহিলা মুণ্ডেরে চণ্ড;—" চল ভাই যাই,
দুই ভায়ে যুঝি গিয়া। একাকী তোমারে,
পাঠাতে সাহস মোর না হয় অন্তরে
কালিকার সহ রণে; দেবগণ তাহে
সহায় আবার তার। চল তবে যাই,
দুভায়ে ধরিগে ধনু; কারসাধ্য তবে
দাঁড়াবে মোদের আগে তিষ্ঠি ক্ষণ কাল।

সরোষে কহিলা মুণ্ড ;—" আমার সনেতে
যুদ্ধ হতেছে চণ্ডীর ; তুমি কেন তাহে
দিবা হাত ? দৈত্যকুল নহেক নিস্তেজ,
কাতর এখন মুণ্ড হয় নাই রণে।
কেন বা লইব বল সাহায্য তোমার,
দিতির নির্ম্মল গর্ব্বে দিইতে কি কালি ?
দেবকুলে কালি যথা দিলা হৈমবতী,
একাকী যুঝিব বলি ডাকি দেবগণে ?
থাকুক বা যাক্ প্রাণ, কি চিন্তা তাহার ;
দেখ আগে মোর বল পরে যুঝ তুমি।"
নিস্তব্ধ হইলা চণ্ড, আর না বলিলা
কিছু ; প্রেম আলিঙ্গনে শিরচুম্বি তবে
বিদাইলা ভায়ে (মরি জনমের মত),
কহি, যাও তবে যুঝগিয়া সাবধানে,
মঙ্গল তোমার ভাই করুন বিধাতা।
সাপটি ধরিয়া ধনু, ঝাড়ি কেশজাল,
উদ্যত একাকী মুণ্ড যুঝিবার তরে
অমর সৈন্যের সহ, অসংখ্য অপার।
চলিলা সদর্পে বীর, উড়িতে লাগিল
প্রভাব পতাকা সম উষ্ণীসের শিখা
শিরে ; অবহেলে অসি ছুলিতে লাগিল।
গণিতে লাগিল ধরা প্রতি পাদক্ষেপে

রসাতল ; দেবগণ আগত বিপদ।
কতক্ষণে তবে বীর আসি দেখা দিলা
অমর ব্যূহের আগে। হেরিলা সে ব্যূহ
ফিরায়ে লোহিত আঁখি ; উন্মোচিলা বাণ
তূণীহতে, দপ্‌দপে জ্বলিল ফলক,
সহস্র আঁখির আঁখি চমকিয়া মরি !
মহা রোষে বজ্রধর টঙ্কারিলা ধনু ;
গুড়্গুড় রবে, অভিনন্দিলা সে রবে
ঐরাবত ; দেব বক্ষ উৎসাহে ফুলিল।
যুটিলা আসিয়া ত্বরা স্বন স্বনে বায়ু,
ধক্ ধক্ ধকে অগ্নি, কলকলে পাশী ;
যক্ষ রক্ষ মাতৃগণ যুটিল সকলে,
যুটিলা আসিয়া পুনঃ অমরের আশা
ভীমা ভয়ঙ্করা কালী, উলাঙ্গিয়া অসি।
যুটিল অমর বল আসি এক কালে
মুণ্ড আগে, বীরবর একাকী দাঁড়ায়ে
(দূরে নিজ দলবল) অরিদল আগে,
অসংখ্য অপার ; যথা প্রদোষ সময়ে
সাগরের আগে রবি ত্যজিয়া উদয় !
অগ্রসরি তবে বলী কহে কালিকারে ;—
“ একি দেখি রূপ ধনি, একি দেখি ভাব,
একি অপরূপ সাজ ? বল দেখি শুনি

হেন মনোলোভা সাজে কে সাজালে তোমা ?
লজ্জারি একায বটে, নৈলে আর কার ;
সুবর্ণ গঞ্জিত গণ্ডে মাখায়েছে কালি !
এলায়েছ মরি কেশ বারিদ বরণে,
মেঘের আগেতে মেঘ উদয়িয়া পুনঃ !
ত্রিলোচন কেন দেখি ও চন্দ্রবদনে ?—
দুনয়নে স্থান বুঝি হলো না লজ্জার ?
ঘুচাইয়া মনোলোভা রূপের চরম,
এহেন ভীষণ মূর্ত্তি ? এস তবে এস
ধর ধনু ভীম ভুজে ; দেখি দেখি তব
ভীষণ মূর্ত্তির বল কেমন ভীষণ।”
“ ধরিব না ধনু আর, (কহিলা মৃলাণী)
কি কাজ ধনুকে ? আছে করবার করে,
ভীষণ মূর্ত্তির বল ইহাতেই দেখ।”
বাঝিল বিষম যুদ্ধ ; ঘোর পরাক্রমে
আরম্ভিলা দেবগণ তুমুল সংগ্রাম।
উজলি অম্বর দেশ অগ্নি বৃষ্টিসম,
খর বিভা অস্ত্র জাল বর্ষিতে লাগিল,
অবনী আকাশ মাঝে সৃজিয়া আমরি,
মুকুর আকাশ পুনঃ। দ্বন্দ্বিতে লাগিল
অস্ত্র বিভা সহ রশ্মি, অস্ত্রসহ অস্ত্র,
অমর প্রভাব সহ মুণ্ডের প্রভাব।

সংসার দ্বন্দ্বেতে মত্ত লক্ষিত লইল।
কেবল অলস এবে চণ্ডের সে ঠাট,
দূরে ভূমে হানি শেল দাঁড়ায়ে নীরবে,
অধীর উন্মত্তকারী করবার করে।
ধৈর্য্যের ফাটক কিন্তু ভাঙ্গি তাহাদের
বিনির্গত প্রতি হিংসা আঁখি দ্বয় দিয়া ;
কম্পিত শরীরযন্ত্র শোণিত উচ্ছ্বাসে।
এবে দেবগণ তবে প্রভূত সাহসে,
জর জর করি মুণ্ডে বিন্ধিতে লাগিল।
কাতর শূরেশ মরি, নিবারিতে নারি
অজশ্র অস্ত্রের ধারা। ক্রোধানলে তবে
জ্বলিয়া উঠিয়া বলী; জ্বলিল ভূধর
যেন অগ্নি উদ্গীরণে;—ঝলিল রোষাগ্নি
লোহিত লোচন দ্বয়ে; ঘন ঘন শ্বাসে,
বিনির্গত ধূম পুঞ্জ; হুহুঙ্কার রবে
প্রতিধ্বনিত দিগ্‌দশ; পদ ভরে ঘন
কাঁপিতে লাগিল ধরা। আঁধারিয়া দিক,
প্রচণ্ড প্রবেগে বীর যা পায় সম্মুখে
ছোড়ে দুই হাতে। কেবা জানে শেল শূল
গিরিচূড়া, গণ্ডশৈল, মহীরুহ আদি ;
কন্দুক খেলিতে যেন লাগিলা বলীন্দ্র
খণ্ড খণ্ড করি সৃষ্টি। অবসন্ন ক্রমে

মরি, অমরের বল মুণ্ডের প্রভাবে!
হেন কালে দেখা দিল বিঘোর বদনা
বিভাবরী, রশ্মি জাল পলাইল ত্বরা;
(অমর সৈন্যেরে যেন দৃষ্টান্ত দেখায়ে)।
পলাইল দেব সৈন্য ছাড়ি কালিকায়;
হিমাচল আগে গিয়া মুছিতে লাগিল
সঘন নিশ্বাসে সবে ললাটের ঘাম।
 হেথা একাকিনী মাত্র রহিলা রুদ্রাণী,
স্তব্ধ প্রায় হয়ে মুণ্ড প্রচণ্ড প্রভাবে;
ভগ্ন শাখা তরু যেন প্রান্তর মাঝারে।
কহিতে লাগিলা মনে;—“কি আশ্চর্য্য হেন,
অদ্ভূত শকতি ধরে অসুরের বাহু?—
অস্থির করিল মোর উগ্রচণ্ডা শক্তি?
দেবগণ কে কোথায় পলাইল ত্রাসে।
রজনী আগত এবে; অসুরের বল
শত গুণে বাড়ে রাতে; নিশার সমরে
মুণ্ডের নিধন আশা দুরাশা কেবল।
সাহসে করিয়া ভর রাত্রিকালে যদি
না ছাড়ি সমরক্ষেত্র মোরা, দিবাগমে
অবশ্য মরিবে দৈত্য নাহিক সংশয়,
অবিশ্রান্ত রণশ্রান্তে কাতর হইয়া।
কিন্তু যদি ছাড়ি ক্ষেত্র, নিশার বিরামে,

নব রাগ ভরে যথা দেখা দিবে রবি,
দেখা দিবে দৈত্যবর নব অনুরাগে।
কি করি উপায় এবে ;—ডাকি তবে সবে।
ডাকিতে লাগিলা কালী অমর নিকরে ;—
"এস ইন্দ্র, রণ ক্ষেত্র ছাড়ি পলায়ো না,
বৃত্রহন্, জম্ভভেদী, বজ্রধর তুমি,
অমর ঈশ্বর তাহে অমর আবার!
তোমারে কি রণ ক্ষেত্র ছাড়া হে উচিত?
এস অগ্নি, সর্ব্বভুক, প্রভঞ্জন বায়ু,
এস পাশধারী পাশী, কৃতান্ত শমন,
যক্ষঃ রক্ষ মাতৃগণ পিচাশ নিকর,
এস, সবে মিলি যুঝি পুনঃ ; দেখি দেখি,
মুণ্ডের প্রচণ্ড তেজ টুটে কিনা টুটে ;
প্লাবনের মুখে শৈল ভাসে কিনা ভাসে।"
আসে সে জোয়ার যথা, চন্দ্রিকা প্রভাবে ;
দেখা দিল দেব সৈন্য পুনঃ রণ স্থলে,
কালিকার মুখচন্দ্র বাণীর প্রভাবে।
আবার ঘেরিল মরি, অমরের বল
শুক্রশিষ্যরত্নে! ঘোরা রজনী ক্রমশঃ
না উদিল শশী তবু, মুণ্ড ভয়ে যেন।
কম্পিত তারকা দল নীরবে আকাশে।
মেঘ কুল ইতস্ততঃ ধাইতে লাগিল।

যথা সিংহ বনভূমে গভীর নিশায়,
বিকট নিনাদ ভরে, আস্ফালিয়া লেজ,
তাড়ায় সে পশুপালে, এ দিক ও দিক,
তাড়াতে লাগিলা মুণ্ড আস্ফালিয়া অসি,
যক্ষ রক্ষ মাতৃগণ দেবগণে আর।
ছিন্ন ভিন্ন শাখা পত্র যাবৎ উপড়ি,
নাহি যায় গড়াগড়ি ভূমে তরুশ্রেণী,
সহে যথা প্রভঞ্জন ভীষণ আক্রম,
সহিতে লাগিল দেব যক্ষ রক্ষগণে,
সারা রাত্রি অসুরের ঘোর পরাক্রম;
ক্ষত বিক্ষত শরীর, তথাপি না ছাড়ি
কোন মতে রণক্ষেত্র, অবসন্ন তনু,
যাবৎ না পড়ি ভূমে গেল গড়াগড়ি।
কতক্ষণে তবে উষা অমরের আশা,
আসি দেখা দিল, মন্দ মন্দ পাদক্ষেপে!
সূর্য্যোদয় তিন যেন হেরিল সংসার!—
উদয় অচলে এক, হিমগিরি আগে
দ্বিতীয় উদয় সম মুণ্ডের ললাটে,
(অরুণ বিপক্ষ রক্তে বিলোহিত যাহা)
জ্বলে রক্ত আঁখি দ্বয় বিকীর্ণ করিয়া
যুগল ভাস্কর সম, রোষ রশ্মি জাল।
কতক্ষণ ঔর্ব্বানল জ্বলে অব্ধি মাঝে?

কতক্ষণ বীরতেজ না টুটিয়া আর
রহিবে মুণ্ডের, অরিপারাবার মাঝে।
ক্রমে ক্রমে হীন বীর্য্য মরি বীর বর !
ক্রমে ক্রমে অরিদল চাপিতে লাগিল;
অন্ধকার কুল যথা চাপে প্রভাকরে,
প্রদোষে হেরিয়া তাঁর মন্দীভূত কর।
ভূধরে বেড়িয়া যথা বর্ষে ধারা মেঘ,
অগ্রসরি তবে কালী দেবগণে লয়ে,
মহাতেজে অস্ত্র জাল বর্ষিতে লাগিলা।
অস্থির হইলা বলী নিবারিতে নারি
কোন মতে অবিরত অস্ত্রের প্রপাত।
ফাঁফর হইয়া তবে নিলা ভীম গদা,
ত্যজি শরাসন শর। ক্ষণে বিমুক্তিলা,
ঘুরায়ে সে ভীম গদা দেব প্রহরণ।
ঘোরতর যুদ্ধ পুনঃ করিতে লাগিলা।
হুহুঙ্কারে আসি ত্বরা অসির আঘাতে,
কাটিলা সে গদা, চণ্ডী ; রিক্ত হস্তে পুনঃ
যুঝিতে লাগিলা বীর প্রভূত সাহসে ;
শুণ্ড মাত্র লয়ে যথা যুঝে মত্ত করি।—
মুষ্ঠির আঘাতে কার গুড়া করে শির,
চপেট আঘাতে কারে আঁধার দেখায় ;
কাহারে ধরিয়া মারে ভূমেতে আছাড়,

ত্রাসেতে অমর সৈন্য পুনঃ ভঙ্গোদ্যত।
বাতাসে বাতাসে যথা জ্বলয়ে অনল,
মুণ্ডের অটুট বলে জ্বলিয়া উঠিলা
ক্রোধে করালিনী তবে ; কম্পিত অধর,
লোহিত লোচনত্রয় চঞ্চল শরীর।
লট্টপট্ট কেশ জাল অনিবার্য্য তেজে,
গর্জ্জিয়া হানিলা শেল, আসি মুণ্ড হৃদে।
আঁধার নয়নে বীর দেখিলা তখন ;
তথাপি সজোরে শেল ডানি হাতে ধরি,
উপাড়িয়া মহা জোরে দন্তেতে চিবায়ে,
গুড়া করি দিলা ফেলি। শোণিত প্রবাহে,
দিলা অঙ্গ ঢালি বীর তখন কাতরে।
   উঠিল দনুজ সৈন্যে হাহাকার রব।
চমকি উঠিয়া চণ্ড কাতর নয়নে
দেখিলা প্রাণের ভাই নয়নের মণি,
পড়িয়া ভূতলে তার। অমনি ফেলিয়া
ধনু, বক্ষে কর হানি, ঊর্দ্ধশ্বাসে আসি
ধরিলা ভায়ের গ্রীবা। অঙ্গে অঙ্গ ঢালি
মুখে রগড়িয়া মুখ ভাসাইলা তনু,
মরি, নয়নের জলে! ঘোর আর্ত্তনাদে
পুরিলা সংসার! ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসে
উঠাইলা শোক ঝড়। 'ঊর্দ্ধ দৃষ্টে তবে,

কহিতে লাগিলা বীর, খেদে ;—“ হা বিধাতঃ !
কি করিলে ডুবাইলে, অতল সলিলে
বীরত্বের চূড়া ? মরি, নিবাইলে মোর
সুখখনির আলোক, অভিভূত আহা,
করিয়া আমায় ঘোর শোকঅন্ধ কূপে !
আচ্ছাদিলে কেন মোর সুখের প্রত্যূষে
চির দুঃখ কুয়াসায়। আহা মরি কেন,
লুকালে আমার সেই পূর্ণ শশধরে,
কাল মেঘ আড়ে। উঠ ভাই, কথা কও,
ডাক উঠি মোরে প্রিয় ভ্রাতৃ সম্বোধনে ;
যুড়াক তাপিত প্রাণ শুনে তব রব।
ভাই ! মাতৃ গর্ভে, সে সঙ্কোচ কারাগারে,
ছিলাম দুজনে সুখে, একত্রে ; জনমি
দুই ভায়ে দুই স্তন করিয়াছি পান,
জননীর, পরস্পর মুখচন্দ্র হেরে
আনন্দ সাগরে ভাসি। খেলিয়াছি দোঁহে
বাল্য খেলা। এবে কেন যৌবন প্রারম্ভে,
সুখের সময়ে ভাই ঘটাইলে হেন
অনন্ত বিচ্ছেদ ! খেদে প্রাণ যায়, হেরি
নীরব রসনা তব বাগ্বাণির বীণা,
বাজিত নিয়ত যাহা সুমধুর বোলে।
মুদিয়া নয়ন কেন পড়ে ধরাসনে,

অভিমান করিয়া কি আমার উপরে ?
হেন অপরাধ আমি কি করেছি ভাই,—
হেরিবে না মুখ মোর করিলে যে পণ।
কোথা সে মধুর হাসি ? কেন তব হেরি
মলিন বদন আজ্? কাতর কি তুমি,
রণে ? উঠ তবে উঠ, এস বক্ষে মোর,
সান্ত্বনা করি তোমারে শান্ত হই আমি,
আলিঙ্গনে বাঁধি হৃদে অভিন্ন হৃদয়ে।
মেল এক বার আঁখি, মেলি দেখ দেখি,
নিমেষে বধিছি আমি তব শত্রুগণে।—
দেহ মোরে বল ভাই, ঈষৎ হাসিয়া,
ভ্রাতৃ সম্বোধনে। রঙ্গে দলি দেবগণে,
ঘোর দাবানল যথা বনস্পতি কুলে।
ভাই, ঘুচাইলে মোর বাহু বল; মরি
ঘুচাইলে দৈত্যকুল আশা! নাহি আর
ধরিব জীবন আমি তোমার বিহনে।
ধরিব না অস্ত্র আর দেব বিপরীতে ;
এড়াই শোকের হাত ত্যজি এ জীবন!"
ভাঙ্গিয়া পড়িছে পদ, অবসন্ন কায়
দারুণ শোকের ভরে, ধীরে ধীরে তবে,
আসি গৌরী পাশে বীর কহিতে লাগিলা ;—
"হে চণ্ডিকে! মহা শক্তি লোকে বলে তোমা:

এই কি শক্তির কাজ? করেছিলে পণ,
যুঝিবে যে একাকিনী? তবে কেন পুনঃ
লইলে দেবের শক্তি? কি বীরত্ব ইথে,
প্রকাশ হইল তব? সবে মিলি যুটি,
সে তেত্রিশ কোটি দেব, যক্ষ রক্ষ কত
গণিত অতীত, মরি, বধিলে আমার
প্রাণের সোদরে! ভদ্রে, সূক্ষ্ম বালু কণা,
রাশি রাশি উড়ি আসি অনায়াসে পারে,
প্রোথিতে প্রসাদ চূড়ে গগণ বিহারী।
যা করিলে ভাল কাজ করিলে সে ভাল,
এড়ালে চণ্ডের হাত —কৃতান্তের হাত।
ধরিব না অস্ত্র আর শুন বীরাঙ্গনে,
না করিব চেষ্টা আর রক্ষিতে জীবন।
নির্ভয়ে বিদর হিয়া, বিদরিত প্রায়,
করিয়াছ যাহা তুমি ভ্রাতৃ শোক শেলে।
হান বক্ষে শেল দেবি, বিলম্বে কি ফল,
ডুবাও আমারে ত্বরা শোণিত সাগরে,
নিবুক সে শোকানল জুড়াক শরীর।”
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি নীরবিলা বলী।
শুনিয়া চণ্ডের খেদ, লাজে অনুতাপে,
মনে মনে তবে সতী কহিতে লাগিলা;—
“কি কুকর্ম্ম করিলাম; হায় কেন আমি

দেবগণ লাগি অস্ত্র ধরি অকারণে
বধিলাম দৈত্যবরে; বীরত্ব রতনে
ফেলিলাম কাল অন্ধকূপে; কাটিলাম
শক্তি রথচক্র; মরি, ভাঙ্গিলাম পুনঃ
সে সাহস ধ্বজ, ঘোরতর যুদ্ধঝড়ে!
হায়, নিবাতে উদ্যত আমি দীপাবলি
সংসারের!—দৈত্যকুল সৃষ্টির আলোক।
কি করি এখন; যাই রণস্থল ছাড়ি
কৈলাসেতে; দেবভাগ্যে যা থাকে তা হোক।
চণ্ডের কাতর ভাব দেখিতে না পারি
আর; ভায়ের বিহনে, আহামরি বীর,
উদাস মূরতি যেন শ্মশানের প্রায়!”
স্তব্ধ প্রায় হয়ে সতী রহিলা দাঁড়ায়ে।
দেখিয়া উমার ভাব প্রমাদ গণিলা
ইন্দ্র। ভাবিলা অন্তরে, সর্ব্বনাশ হলো;
দয়া উপজিল বুঝি করুণাময়ীর
চণ্ডের বিলাপে। এবে না দেখি উপায়।
বিরস বদনে বীর চাহে চারিদিকে।
সাগর ভেদিয়া যথা জ্বলে ঔর্ব্বানল;
শোকের সাগর ভেদি জ্বলিয়া উঠিল
সহসা, ক্রোধের অগ্নি চণ্ডের মানসে।
অধীরা হইয়া বীর কহে কালিকারে;—

"কি ভাবিছ ভগবতি ?—কিসের জাহাজ
ডুবেছে তোমার, মরি, ডুবাইয়া মোর
জীবন তরণী কাল অম্বুরাশি তলে !
ধর অসি শীঘ্রগতি ; ডুবাই তোমার
ভ্রম কূপে, যড়বিধ ঐশ্বর্য্য নিকর ;
নিবারি মনের ক্ষোভ শস্তিয়া তোমায়।
হুহুঙ্কারে বীরবর ঘোর মুষ্ট্যাঘাত
করিলা চণ্ডীর শিরে ; মূর্চ্ছিতা হইয়া
আলু থালু অঙ্গ দেবী পড়িলা ভূতলে ;
ভাঙ্গিয়া পড়িল মরি রূপভাণ্ড যেন !

সাহসে নির্ভর করি আসি তবে ইন্দ্র
দিলা হানা চণ্ড আগে ভীম বজ্রকরে,
রক্ষিতে কালীর দেহ। দেবগণে লয়ে
আরম্ভিলা ঘোর যুদ্ধ। অস্থির করিলা,
চণ্ডে ; হুহুঙ্কার রবে এড়িলা দম্ভোলি ;
ইরম্মদে ঝলি আঁখি কড়কড় রবে
আসি অস্ত্র চণ্ড শিরে পড়িতে উদ্যত।
অমনি ধরিলা বজ্র বাম কর দিয়া,
করীন্দ্র যেমন ধরে নলিনী গেণ্ডুক,
বীরেন্দ্র কেশরী বীর। কহিলা বাসবে ;—
"ক্ষান্ত হও দেবরাজ, জ্বালাতন আর,
করো নাক মোরে ; নাহি চাহি যুঝিবারে

তোমাদের সহ; রণ সাধ মিটিয়াছে মোর
তোমাদের সহ রণে; নাহি ভয়, আমি
বধিব না কালিকারে মূর্চ্ছিতাবস্থায়,
বীর ধর্ম্ম দৈত্য কুল প্রাণাপেক্ষা প্রিয়,
না প্রহারি অস্ত্র মোরা অচেতন জনে।
নীরবিলা চণ্ড, ফেলি দূরেতে কুলিশ।
কতক্ষণে সচেতন ভীমা ভয়ঙ্করা,
রৌদ্ররূপা; মহাক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলা
দেবী চণ্ডের প্রহারে; জ্বলিল অনল,
দ্বিগুণ উত্তাপে যেন থাকি ক্ষণ কাল
অভিভূত, তৃণ রাশি চাপে। তীক্ষ্ণ অসি
আস্ফালিয়া ঘোর রাবা, ভয়ঙ্কর নাদে,
আক্রমিলা চণ্ডে; অসি উত্তরিল শিরে।
ধরিয়া কালীর হাত অমনি বীরেশ;
কহিলা; "মরিতে সত্য আছিগো উদ্যত,
চণ্ডী, তাহাই কি তুমি বধিতে পারিবে
মোরে অপমান করি—ছিন্ন করি শির?
বিদর এ বক্ষ দেবি, হানি তীক্ষ্ণ শেল,
কিম্বা এড় অন্য অস্ত্র যাহে তব রুচি।
শ্রীভ্রষ্ট করিতে কিন্তু দিব না এ কায়।
ছাড়িলাম হাত; ছাড়ি দিলা হাত বীর।"
ছাড়ি অসি তীক্ষ্ণ শেল লইলা শঙ্করী।

কহিলা ;—“ বধিব তোরে করিয়াছি পণ,
দৈত্য ; মর তবে যাহে তব অভিরুচি ;
আসন্ন কালের বাঞ্ছা পূরাণ উচিত। ”
হানিলা সে শেল বজ্রবক্ষে মহাকালী।
ভেদিলা ফলক মর্ম্ম, প্রবেশি হৃদয়ে।
পড়িলা ভূতলে বীর ;—পড়িল পাহাড় !
ভঙ্গ দিল দৈত্য সৈন্য। জয়োল্লাস তবে
আরম্ভিলা মহামার অমর নিকর।

ইতি দানব দলন কাব্যে চণ্ডমুণ্ড বধো
নামক চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ।

ঊর্দ্ধশ্বাসে আসি দূত, সাহসী সুগ্রীব
দাঁড়াইল রাজ আগে, মলিন বদন,
আকুল নয়ন যুগ, চঞ্চল শরীর,
ফুলিছে নাসার রন্ধ্র, ঘন ঘনশ্বাসে,
অবাক !—অবাক শুম্ভ দেখি তার ভাব !
স্তব্ধ প্রায় থাকি ক্ষণ জিজ্ঞাসিলা তারে ;—
“কেনরে এমন ভাব দেখি তোর আজ

দূত ! কি ঘটিল বল ?—কোথা চণ্ডমুণ্ড ?
চণ্ডমুণ্ড যবে রণে কি ভয় তোদের ?”
সম্বরিয়া শ্বাস তবে কাতরে সুগ্রীব
কহিল ;—“রাজন্, সত্য কি ভয় মোদের
চণ্ডমুণ্ড যবে রণে। চণ্ডমুণ্ড প্রভো,
কোথা এবে ?—দুই ভাই ত্যজেছে সংসার,
দেবগণ সহ রণে রুদ্রাণীর শেলে ;
ভেঙ্গেছে দক্ষিণ বাহু আমাদের দেব।”
নত কৈল মুখ দূত সজল নয়নে।

বাড়ব অনল যেন জ্বলিল সাগরে ;
জ্বলিয়া উঠিল কোপ শুম্ভের মানসে
শুনি রুদ্রাণীর নাম, দেবতাগণের।
ফুলিয়া উঠিল বুক, কাঁপিল অধর,
কুটিল হইল ভ্রূ ; রোষে সিংহাসনে
চপেট আঘাত করি উঠি দাঁড়াইলা।
ঈষৎ নাড়িয়া ঘাড় লাগিলা কহিতে ;—
“কি বলিলি, রে সুগ্রীব,—মৃত চণ্ডমুণ্ড ?
বটে বটে তাই বটে, ভেবেছিলাম যা,
নৈলে, কেনবা পড়িবে, সে ধূম্রলোচন,
সামান্য নারীর করে। শঙ্করীরই ছল
বটে ; দেবগণে লয়ে এসেছেন বুঝি
চণ্ডী দেখাইতে মোরে দানব-দলন-

শক্তি। বেড়েছে সাহস বধিয়া সমরে
বুঝি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৈত্যগণে। সে সাহস
এখনি ডুবাব আমি ত্রাসের অতলে ;
নিবাব নামের যশ খদ্যোতিকা আলো
বিচ্ছিন্নিব রণ ঝড়ে দেব আশা মেঘ।
“ সাজাও রে রথ ত্বরা ” কহিলা গম্ভীরে।
উলাঙ্গিলা অসি বীর ঝনঝন রবে।

উঠিলা নিশুম্ভ তবে ; জলধর শ্যাম,
সুদীর্ঘ শরীর বীর গম্ভীর স্বভাব,
জঠরাগ্নি রাজকার্য্যে, দাবাগ্নি সমরে।
বিনীত বচনে শুম্ভে কহিলা শূরেশ ;—
“ভাই ! জনম তোমার আগে, ক্লেশে সদা
অগ্রগতি হবে মোর ; বিরাম তোমার
আমা বিদ্যমানে ; বিধি অগ্রজের মান
দিয়াছেন ইহা ; তবে কি হেতু রাজন্,
আমি বিদ্যমানে তুমি যাইবে সমরে ?
দেহ আজ্ঞা ভূপ, বসি রাজসিংহাসনে,
তব আজ্ঞা প্রতিঘাত হয়ে অসিধারে
মোর, সাধুক তোমার সাধ ; লৌহাঘাত
প্রস্তর উপরে পড়ি ঝলুক আগুন।
দেহ আজ্ঞা দৈত্যরাজ ধরি করবার।”

সহসা উঠিয়া তবে কহে রক্তবীজ ;—

তাম্র মূর্ত্তি বীরবর, লোহিত লোচন,
আপিঙ্গ মূর্দ্ধজা জাল ঝাড়ি মাথা নাড়ি।
"প্রভো, দেহ আজ্ঞা মোরে, রক্তবীজ আমি,
রক্তবীজ একবার বপি এসংসারে।
মাথায় পড়িতে ঘা হস্ত তাহা রাখে,
আমরা থাকিতে দেব আপনি সংগ্রামে,
দনুজ কুলের শির? ভাঙ্গিতে কি হবে
চণ্ডীকার রণতৃষা আপনার স্বেদে?
হাসিবে যে স্বর্গ মর্ত্ত, হাসিবে সংসার।"
দোঁহাকার মুখ পানে চাহিলা দৈত্যেন্দ্র।
গম্ভীর ভাবেতে তবে বসি সিংহাসনে
কহিলা সুগ্রীবে;—"দূত, বল দেখি শুনি,
কি কৌশলে চণ্ডমুণ্ডে বধিলা সমরে
চণ্ডী, দেবগণে লয়ে। বীরেন্দ্র কেশরী
আছিলা দুভাই। কার সাধ্য কে বা বধে
ন্যায় যুদ্ধে দোঁহে, যক্ষ রক্ষ দেবমাঝে।
"তুলি ঘাড় করযোড়ে পুনঃ কহে দূত;—
"সত্য, দেব, কার সাধ্য ন্যায় যুদ্ধে বধে
ত্রিলোক বিজয়ী বীর চণ্ডমুণ্ড দোঁহে।
সংক্ষেপে বিবরি তবে ঘোর যুদ্ধ কথা;—
মায়াবিনী মহামায়া একাকিনী রণ
করিবে, করিল পণ প্রথমতঃ, মুণ্ড

কহিলা তাহারে " ধনি, একাকিনী রণ
করিবারে চাহ যদি যুঝ মোর সাথে।
আমিও তোমার সাথে করিলাম পণ,
একাকী করিব যুদ্ধ। না ধরিবে অস্ত্র
সৈন্যগণ কেহ ; অস্ত্র না ধরিবে চণ্ড,
বীরত্ব অনল শিখা, দেবের আতঙ্ক। "
সম্মত হইলা চণ্ডী মুণ্ডের কথায়।
বাজিল বিঘোর যুদ্ধ তবে দুই জনে।
আগুন উঠিয়া যেন গেল বসুধায়
দোঁহাকার পরাক্রমে। বুজিল আকাশ
নিবিড় শরের জালে ; হুহুঙ্কার রবে,
বায়ুপারাবারে ঘোর বহিল তুফান।
ভীষণ সংগ্রাম হেন হলো কত কাল।
পরে পরাভূত চণ্ডী হয়ে মুণ্ড তেজে,
দাঁড়াইলা রণস্থলে, ম্রিয়মাণা মুখী।
বিদ্রূপে কতই লজ্জা দিলা মুণ্ড তারে।
স্তব্ধ প্রায় থাকি ক্ষণ সহসা কোথায়
অন্তর্হিতা হলো সতী ; যেন লজ্জাতপে,
দ্রবীভূত হয়ে ধনী মিশাল উহায়।
অবাক হলাম মোরা, দেখি হেন ভাব !
বুঝিলাম তবে সত্য, মায়াবিনা বামা।
হত জ্ঞান হয়ে মুণ্ড চাহিলা চৌদিকে।

উঠিলা পর্ব্বত চূড়ে, হেরিলা সংসার।
দেখিতে না পেলা কিছু; লজ্জায় তখন,
অধোমুখে বীরবর রহিলা দাঁড়ায়ে।
কি বলিব দৈত্যরাজ, বিস্ময় ব্যাপার,
সহসা উদয়ে মেঘ যথা গিরি আগে,
চকিত নয়নে দেখি সেই প্রমদ্বরা,
ভীষণ মূরতি ধরি আসিয়াছে এবে।
মনোলোভা হাব ভাব, সুবর্ণ বরণ
নাহি আর; ঘোর শ্যাম স্থূল দীর্ঘকায়,
বিকট দশনাবলি লকলকি জিহ্বা,
রুক্ষ মুক্ত কেশজাল আরক্ত নয়ন।
চিনিলাম কালী মূর্ত্তি; বুঝিলাম তবে
মহামায়া মায়া। কালী একাকিনী নহে,
দেখিলাম সাথে সে তেত্রিশ কোটি দেব,
যক্ষ রক্ষ মাতৃগণ অসংখ্য অপার।
ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি মুণ্ড, দেখালা চণ্ডেরে;
সমরে যাইতে আজ্ঞা চাহিলা ভায়ের।
নিষেধিলা মুণ্ডে, চণ্ড, একাকী যুঝিতে।
কহিলা, সসৈন্যে গিয়া যুঝিতে দুজনে।
রোষিয়া কহিলা মুণ্ড; 'আমার সনেতে,
যুদ্ধ হতেছে চণ্ডীর, তুমি কেন তাহে
দিবে হাত? দৈত্যকুল নহেক নিস্তেজ,

কাতর এখন মুণ্ড হয় নাই রণে,
কেন বা লইব বল, সাহায্য তোমার ?
আর না বলিলা কিছু তারে তবে চণ্ড।
প্রেম আলিঙ্গনে রণে বিদাইলা ভায়ে।
টঙ্কারিয়া ধনু তবে অগ্রসরি বীর
আরম্ভিলা রণ। কালী মহারৌদ্রারূপী
হইলা দেবের বলে। ভীষণ সংগ্রাম
হইতে লাগিল। মোরা সবিস্ময়ে দেখি,
ভ্রমিছে বীরেন্দ্র বীর দৈত্যকুল শ্লাঘা
সে সমরানলে একা, শান্তি নিরাপদে ;
ভ্রমে অগ্নিগোধা যথা পাবক রাশিতে।
কতক্ষণে বীরবর হয়ে জ্বালাতন
অজস্র দেবের বাণে, রোষিয়া উঠিলা।
মহামার মূর্ত্তি বলী ধরিলা তখন।—
কভু লয়ে ভীমগদা, কভু ধনুর্ব্বাণ,
কভু তীক্ষ্ণ অসি, কভু বা ত্যজিয়া অস্ত্র,
রিক্ত হস্তে বীর, ঘোর ঘূর্ণাবায়ুসম
ঘুরি রণ স্থলে দর্পে, যুঝিতে লাগিলা।
ভঙ্গ দিল দেবগণ যক্ষ রক্ষ ত্রাসে।
একাকিনী রণ ভূমে রহিলা ভৈরবী ;
নীরব সে রব এবে চকিত নয়ন।
অস্ত গেল দিবাকর, এল নিশীথিনী।

উৎসাহ বচনে তবে ডাকিতে লাগিলা
ইন্দ্রাদি অমরগণে, যক্ষ রক্ষে কালী।
সাহসে করিয়া ভর, চণ্ডীর বচনে
পুনরপি দেব সৈন্য আসি দিল হানা।
প্রাণ পণে যুদ্ধ সবে লাগিল করিতে।
ঘোর পরাক্রমে মুণ্ড যুঝিতে লাগিলা।
ছিন্ন ভিন্ন হলো ঠাট অমর গণের।
কতক্ষণে তবে নিশা হলো অবসান;
অবসান করি মরি মো সবার আশা।
কি বলিব ভূপ, বুক বিদরে বলিতে,
পড়ে যথা পুনঃ পুনঃ কুঠার অঘাতে
ক্ষীণ-মূল হয়ে তরু, পড়িলা বীরেন্দ্র
পুনঃ পুনঃ দেবগণ ভীষণ আক্রমে
হয়ে ক্ষীণ বল, সারা দিবা রাত্রি যুঝি,
প্রভাতে, কালীর শেলে। উচ্চৈঃস্বরে চণ্ড
ধরিয়া ভায়ের গ্রীবা কত যে কাঁদিলা
কেমনে বর্ণিব দেব। শুনি সে বিলাপ
নীরবিল পাখি কুল, নিস্পন্দ মরুত,
মৌনভাবে হিমাচল রহিল বিষাদে!—
সংসার হইল মৌন যেন তার দুঃখে।
করিলা প্রতিজ্ঞা চণ্ড মহা শোক ভরে;
'না করিব চেষ্টা আর রক্ষিতে জীবন,

ধরিব না অস্ত্র আর দেব বিপরীতে।'
আপনার নাশ হেতু নিশ্চেষ্ট হইয়া
ভ্রমিতে লাগিলা বীর রণভূমে। কালী
বধিলা তাঁহারে তবে, বক্ষে হানি শেল;
পাইলে নরম মাটী হানে যথা শৃঙ্গ,
বৃষবর।" নীরবিল দীর্ঘশ্বাসে দূত।
শেল বিদ্ধ মনে শুম্ভ কহিলা নিশুম্ভে !—
"দেখ ভাই, মহামায়া পাতি মায়াজাল
দেবগণে লয়ে, দৈত্য কুলের প্রদীপ
বধিয়াছে চণ্ডমুণ্ডে অন্যায় সমরে।
ধৈর্য্যে নিবারিতে নারি ক্রোধের উচ্ছ্বাস;
ধরিতে না থামে কর, করবারোৎসরু
প্রতিবিধানিতে এর। ক্ষান্ত আমি রণে
তোমাদের কথামতে। (রক্তবীজ পানে
চাহি কহে) উঠ উঠ রক্তবীজ, তোমা
বরিলাম আমি, ভাই নিশুম্ভের সহ,
দৈত্য সেনাপতি পদে; রাখ কুল মান,
ছিন্ন করি দেব কুল বক্ষ রক্ষ আর।"
নীরবি চাহিলা বীর দোহাকার পানে।
"বৃথা গর্ব্ব করি রণে না যাব ভূপাল,
(কহিলা সে রক্তবীজ উঠি দাঁড়াইয়া ;)
কার্য্যেতে প্রকাশ হবে বীরত্ব যেমন।"

ঘাড় নাড়ি তাহে সায় দিলেক নিশুম্ভ।
মাতিলা অমনি দোঁহে রণ আড়ম্বরে;
ঘন আড়ম্বরে যেন মাতিল পরাহ্ন
বৈশাখের। কোলাহল উঠিল বিঘোর।
আকাশ ভাঙ্গিয়া রবে বাজিয়া উঠিল
দুন্দুভি। দনুজ সৈন্য কাতারে কাতারে
বেরুতে লাগিল; অশ্ব রথ গজ শ্রেণী
অগণন; চতুরঙ্গে আচ্ছাদিল ধরা।
নীলিমা সংসার যেন লক্ষিত হইল;—
আকাশ বিস্তার নীল, নীল অম্বুনিধি,
বসুধা হইল নীল অসুরের শিরে।
প্রবল পবনে যথা জলধির জল,
কিম্বা পাত্রপূর্ণ বারি অনল উত্তাপে,
আলোড়িত ধরাহৃদ হইতে লাগিল,
অসুর কুলের ঘোর দর্প সঞ্চালনে—
কেহ চড়ে অশ্বে, কেহ গর্জ্জি গজবরে,
কেহ ধায় অস্ত্র আশে, ঘুরে কেহ বৃথা,
নাহি থামে পদ যেন উৎসাহের তেজে।
এবে যথা মরুভূমে প্রলয়ের ঝড়ে
উড়ি চলে বালু রাশি আঁধারিয়া দিক,
চলিল দনুজ সৈন্য আচ্ছাদিয়া ধরা
প্রচণ্ড প্রতাপে, দিক আকুলি রৌরবে—

চলিল সংসার যেন আর কোন স্থানে !
কতক্ষণে দেখা দিল সে বিষম ব্যূহ
হিমাচল আগে, খর্ব্বি শৈলরাজ গর্ব্ব—
বিশাল বিস্তার মহা দিগন্ত ব্যাপিয়া,
তুঙ্গতর শৃঙ্গ যাহে নিশুম্ভের শির।
দাঁড়াইল সৈন্যগণ গভীর নীরবে,
চিত্রপট চিত্রসম স্পন্দন রহিত।
বিজলী ঝলক সম ঝলিতে লাগিল
খর অস্ত্র বিভা তাহে, চমকিয়া আঁখি।
সঞ্চলে অনল শিখা ধূম পুঞ্জে যথা,
ফিরিতে লাগিলা দর্পে সে বিষম ব্যূহে
নিশুম্ভ, উজ্জ্বল ধ্বজ উড়ায়ে রথের,
প্রখর তুরঙ্গোপরে বীর রক্তবীজ।—
বিজলিতবিভা বর্ম্ম অঙ্গে দোঁহাকার,
সমুন্নত শিরোপরে উজ্জ্বল মুকুট ;
সারসনে দৃঢ় কটি আঁটা সযতনে,
ঝোলে তীক্ষ্ণ অসি তাহে কালের রসনা ;
দীপে খর দীর্ঘ শূল ভীম ভুজবরে,
ক্রোধের লোচন সম পৃষ্ঠেতে ফলক।
এদিকে দেবের বুক বেড়েছে দ্বিগুণ
চণ্ড মুণ্ডে বধি। নাহি আর সে আকাশ
উচ ; হাতেতে মিলিছে স্বর্গ রুদ্রাণীর

বলে—শিখা উড়াইয়া অগ্নি ভ্রমে রঙ্গে
রণভূমে; পবনের আস্ফালনরব
স্বন স্বনে, বরুণের রব কল কলে
কে পাতিতে পারে কাণ। যমের মহিষ,
সদর্পে তুলিয়া ক্ষুরে ফেলিতেছে দূরে,
রণক্ষেত্র মাটি। তৃণ জ্ঞান করি যেন,
ঐরাবত, অসুরের বলে, শুঁড়ে করি
ছিটায়ে ফেলিছে ধূলি। আর সকলের
গর্ব্বিত লোচন পানে তাকান না যায়।
গম্ভীর ভাবেতে তবে অগ্রসরি কালী
কহিলা অমর কুলে ;" দেখ দেবগণ,
দেথ হে বজ্র পাণিন্, কালান্তক কাল,
দণ্ডধর; পাশধর তাপদ বর্হ্নিন,
আর দেবগণ যত, যক্ষ, রক্ষ, সবে;
দেখি দেখি একবার (মত্ত জয়োল্লাসে),
দেখ দেখি চেয়ে, আজি কেমন ভীষণ,
ঘোর আড়ম্বরে দিল হানা দৈত্যকুল;
দেখি নাই শুনি নাই কভু কোন কালে,
প্রাণী সমবেত হেন; দেখেছি শরদে,
পত্রেতে আচ্ছন্ন ধরা; অমার রজনী
ঘোরা, নিবিড় আঁধারে। দেখি নাই কভু,
এহেন বিঘোর ভাব; ঘোরতর আরো,

যাহা, দেখ দর্প রাগে। নিশুম্ভ আপনি,
বীর রক্তবীজ সহ, সৈন্য অধিপতি।
অগাধ ব্যূহের মাঝে উন্নত দুজনে,
সাগরের মাঝে যেন যুগ্ম জলস্তম্ভ।
ত্যজ বৃথা মত্ত ভাব, ভাব এবে কিসে
রক্ষা হবে কুলমান, অমর কুলের।"
নীরব হইলা চণ্ডী এতেক কহিয়া।
পড়িল মানের ঘা কালীর বচন,
যেন সুখ নাচনায় ত্রিদশগণের।
স্তম্ভিত অমনি বাত, অনলের সহ;
নীরব প্রচেতা; ঊর্দ্ধমুখে চারিদিকে
চাহে যমের মহিষ; নত ক্রমে ক্রমে
ঐরাবত ঊর্দ্ধ শুণ্ড; স্থির আর সবে।
বিনীত বচনে তবে কহিলা বাসব;—
"মাতঃ, বাস্পের প্রভাবে, উন্নত আকাশে
উঠে যথা ব্যোমযান, তোমার প্রভাবে,
পাইব আমরা পুনঃ সে সুখ সদন,
অমর নিবাস। গতি, রোধিব মেঘের
অচল হইয়া মোরা আজি তব বলে।
আর কি হারাই দিক, এ রণসাগরে,
কাণ্ডারী যখন নিজে আপনি মোদের?
কেননা করিব রঙ্গ এ সমরে মোরা?"

পুলকে নাড়িয়া ঘাড় তবে করালিনী :
“বীর বাক্য এই ইন্দ্র, ইহাইত চাই ;
অমর যেমন মোরা, অটল যদ্যপি
হই রণে, তবে বল, কে আঁটে মোদের ?
ধর সবে অস্ত্র, আর বিলম্বে কি ফল ?”
আস্তে ব্যস্তে দেবগণ অমনি ধরিল
নিজ নিজ অস্ত্র ; ঠনঠন অস্ত্র রব,
ধ্বনিল অমনি, এক প্রান্ত হতে আর,
অমর ব্যূহের ; কেহ উলাঙ্গিল অসি,
কেহ টঙ্কারিয়া ধনু উন্মোচিল বাণ,
কেহবা প্রখর শেল আস্ফালিল রোষে।

এবে যথা মহাগ্রহ ব্রহ্মাণ্ডের পথে,
প্রতিঘাত পেলে দুই, ভীষণ নিনাদে
উছলি কালাগ্নি ঘোর, আকুলি আকাশ
চূর্ণমার হয় শেষে ; দৈত্যকুল ঠাট
আক্রমিল দেব ঠাটে মহাপরাক্রমে,
অমর কুলের ঠাট নিল সে আক্রম।
জ্বলিল সমর অগ্নি প্রলয় মূরতি,
বিকট রৌরবে দিক্ আকুল হইল।
ছিন্ন ভিন্ন হলো ব্যূহ উভয় কুলের।
উড়িল বিষম ধূলি আঁধারিয়া সৃষ্টি,
যেন সূর্য্যদেব মার, আবরিল মুখ,

সাক্ষী না হইতে হেন বিষম কাণ্ডের !
যুঝিতে লাগিল সবে অটুট উত্তেজে
বিরাম না লভি ক্ষণ, বিরাম যাবৎ
নাহি লভিছে অনন্ত। প্রত্যেক সৈন্যের।
পড়িছে মাথার ঘাম পদযুগ বহি ;
উত্তেজিত বক্ষস্থল প্রতি হিংসা লাগি ;
জ্বলিছে আঁখিতে কোপ, ভ্রূকুটে প্রতাপ।
করবারে করি পথ, পশে সবে ক্রমে,
গভীর সমর যথা, উচ্চতর করি
পথ, শবরাশি দ্বারা, যাবৎ না পড়ি
ভূমে, আপনি হতেছে পথ অপরের।
অশ্ব আক্রমিছে অশ্বে, কভু গজবরে,
গজ আক্রমিছে গজে, কভু শুণ্ডাঘাতে,
ভাঙ্গিছে রথের ধ্বজ, অশ্বের পাঁজর।
অমার রজনী যথা ঘোরা ক্রমে ক্রমে ;
রণ দৃশ্য ঘোর ক্রমে হইতে লাগিল।
ডুবিল সংসার যেন কাল অন্ধ কূপে !
এহেন বিঘোর ঘোল হলো অবশেষে,
বিপক্ষ স্বপক্ষ কেহ চিনিতে না পারি
বধিতে লাগিল প্রিয় বান্ধবে বান্ধব,
দেব সেনা অনুগত দৈত্য অধ্যক্ষের,
দেব অধ্যক্ষের আজ্ঞা পালিছে অসুর।

কতক্ষণে তবে কালী বিঘোর বদনা
হেরিলা সে রণ ক্ষেত্র ফিরাইয়া আঁখি ;
নয়নের রোষ রাগ চমকিল যেন
বিদ্যুৎ, অরির মনে। দূরে ভয়ঙ্করী,
হেরিলা সে রক্তবীজে, যুঝিতেছে বীর
নিদাঘ অনল সম প্রভূত প্রভাবে।
ঝঞ্ঝাবাত তোড়ে আসি আক্রমিলা তারে
তবে চণ্ডী ; মহাযুদ্ধ বাজিল দুজনে।
স্তম্ভিত সংসার হলো উভয়ের দাপে।
উভয়ের অস্ত্রাঘাত উভয়ে বারিতে
লাগিলা ফলকে ; ক্রোধে অধীরা দুজনে।
হানিলা প্রখর শর গর্জ্জি তবে ভীমা,
রক্তবীজ ডানি করে ; ছাড়িলা অমনি
অর্দ্ধ আকর্ষিত ছিলা কাতরে বীরেশ।
মহা ক্রোধানলে তবে জ্বলিয়া উঠিলা,
লোহিত হইল গাঢ় সে তাম্র বরণ ;
প্রবালঅচল যেন বালার্ক কিরণে।
লোহিত হইল গাঢ় সে তাম্র বরণ ;
থর থর করি অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।
বিকট চিৎকার তবে করি বীরবর,
প্রহারিলা ভীম গদা চামুণ্ডার হৃদে ;
মূর্চ্ছিতা হইয়া সতী পড়িলা ভূতলে ,

দর দর রক্তধারা বহিতে লাগিল
কুচযুগ ফাটি ; মরি, সরস দাড়িম
ফাটিল সহসা যেন, কিম্বা যুগ শৈল,
উদ্গীরিতে প্রস্রবণ লাগিল রক্তের।
কতক্ষণে সচেতন সহসা আপনি
ভীমা ; আলোড়িত তনু মহাক্রোধ ভরে
দুলিতে লাগিল ঘন মুক্তকেশ জাল।
ধরি অসি পুনঃ শ্যামা আক্রমিলা রোষে
রক্তবীজে ; ক্ষণে মাত্রে, জর জর অঙ্গ
করিলা শূরের রক্তে, ভাসাইয়া ধরা।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! তেজ বাড়িতে লাগিল
অসুরের, যত রক্ত পড়ে বসুধায়,
পুনঃ পুনঃ কালিকার প্রচণ্ড আক্রমে ;
নির্ব্বাণ না হয়ে অগ্নি জ্বলে যথা আরো
বায়ুর আক্রমে। অবসন্ন তবে কালী,
দাঁড়াইলা রণে ; দিক্ দেখিতে লাগিলা
রক্তবীজ ময় যেন ; এক এক বিন্দু
রক্ত পড়ি যেন ভূমে দনুজ শ্রেষ্ঠের,
প্রসবিছে কোটি কোটি নূতন অসুর
সতেজ শরীর। দেবী অবাক হইলা।
গণিতে লাগিলা মনে বিষম বিপদ।
তমময়ী যবনিকা হেন কালে নিশা

ফেলিলা সহসা হেন মৃত্যু রঙ্গ ভূমে ;
যেন সেই ঘোর যুদ্ধ ঘোরতর ক্রমে
হইতে হইতে হলো ঘোরতমময় !
বাড়িল দনুজ বল রজনী আগমে।
ভঙ্গ দিয়া দেব সৈন্য পলাইয়া ত্রাসে
হিমাদ্রি শেখরে গিয়া লইল আশ্রয় ;
মূলেতে আশ্রয় যথা লয় বৃক্ষ ছায়া,
মধ্যাহ্নে রবির কর প্রখর নিরখি।
হেথা রণভূমে চণ্ডী একাকিনী মাত্র,
বিবর্ণাবরণী সতী স্বদল বিচ্ছেদে ;
বিবর্ণ যেমন বারি পৃথকিলে কিছু
অম্বুরাশি অম্বু হতে। একাকিনী আর
বৃথা রণ ভূমে ভীমা থাকিতে না পারি
দেখা দিলা ধীরে ধীরে যথা দেবগণ।
সসম্ভ্রমে উঠি সবে প্রণমিলা তাঁরে।
বসিলা শৈলেশ বালা শিলাপট্টোপরি ;
বসিল অমর সৈন্য পরে একে একে
নীরবে, নীরবে যথা বসে খগকুল
নিশীথে বিটপে ; মরি, লজ্জার তন্দ্রায়
অবসন্ন হয়ে যেন !—কেহ হেটমুখে,
কেহ দিয়া গালে হাত, কেহ তাকাইয়া
অনন্য মানসে এক দিকে। কতক্ষণে

উঠি তবে হৈমবতী কহিতে লাগিলা;
"বল, ওহে অস্ত্রিকুল, অস্ত্র ধরি যাঁরা
সমবেত এবে হেথা ত্রিদিব রাজ্যের,
নানা অন্তরাল হতে, কৃত কল্প হয়ে
অসুর বিনাশে, বল অসীম তেজস্বী,
সে অসুর কুল হবে কেমনে বিনাশ !—
কেমনে নিবিবে ঘোর রৌরব অনল?
দেখ চেয়ে মোর পানে;—(দেখাইলা সতী,
হেরিয়া আপন অঙ্গ আপনি, সকলে)
দেখ রক্তে স্নাত আমি অসুরগণের।
কেমন ভীষণ শক্তি প্রকাশিয়া আজি
যুঝিয়া ছিলাম, সবে করেছ প্রত্যক্ষ।
দেখেছিও আমি, তোমা সবে প্রকাশিতে
অসীম সাহস; কিন্তু দেখ কি আশ্চর্য্য!
না টুটি অসুর বল, বাড়িছে ক্রমশঃ
অগণ্য শোণিত পাত, মোদের প্রভাবে
হতেছে ধরায় যত; অনল প্রতাপে
না কমি বুদ্‌বুদ কুল বাড়ে যথা জলে।
দেহ উপদেশ মোরে, কি সৎ ইহার?"
বিস্ময় গম্ভীর ভাবে কহে তবে ইন্দ্র,
গভীর চিন্তায় ভারি সহস্রলোচন;—
" মাতঃ! কি আর বলিব? অবাক হয়েছি

মোরা, দেখি রক্তবীজ প্রচণ্ড প্রভাব !
কেমন তেজস্বী রক্ত বহে তার শীরে,
বলিতে না পারি ; বিন্দুমাত্র ভূমে যাহা
পড়িতে পড়িতে, কত অগণ্য অসুর
সমতেজী, প্রসবিছে প্রত্যেক অণুতে—
না জানি সম্বন্ধ কিবা আছয়ে বিশেষ,
রক্তবীজ রক্ত সহ বসুধার। রক্ত,
ভূমে নাহি পড়ি যাহে মরে দৈত্যবর,
এহেন উপায় কোন করগো জননি।”
উঠি স্বন স্বনে তবে কহিলা পবন ;—
“কি চিন্তা তাহার ? যদি মরে রক্তবীজ,
যত পড়ে রক্ত আমি সব উড়াইব
অসীম আকাশে। সখা মোর সর্ব্বভুক ;
ভক্ষিবেন বসি সুখে শোণিতের রাশি।”
ধক্‌ধকে তবে অগ্নি ভাষিলা বিনয়ে ;—
“মাতঃ ! সর্ব্বভুক আমি, বসে বসে পারি
ভক্ষিতে সংসার, যদি বিঘ্ন নাহি ঘটে।
বরুণের সহ মোর না বনে কখন,
কিম্বা, সখার আমার। বরুণ যদ্যপি
না যান সমরে, মোরা অবশ্য সাধিব
দুরূহ সাধন ; কিন্তু তাও বলি মাতঃ !
সম্মুখ সমরে মোরা তিষ্ঠিতে নারিব,

দনুজের ; বল তার কি হবে উপায় ?"
"জঠরে আমার তুমি থেকো নিরাপদে
বহ্নি ; (কহিলা ঈশানী) থাকিবেন বায়ু
বিকীর্ণ মূর্দ্ধজা জাল অভ্যন্তরে মোর।
না চাহি বরুণে মোরা আর কোনজনে
আজি। যুঝুন তাঁহারা, ইন্দ্র আদি সবে
প্রাণপণে ক্ষণকাল নিশুম্ভের সহ,
যে তক না বধি মোরা রণে রক্তবীজে।
পড়িলে সে রক্তবীজ সবে মেলি যুটি
বধিব নিশুম্ভে ; নৈলে যদি দুই বীর
যুঝে একযোগে, জয় হইবে সন্দেহ।
কেমন বাসব তুমি কি বল ইহার ?"
(কহিলা ভবানী চাহি শক্র মুখ পানে)।
কর যোড়ে সবিনয়ে উত্তরিলা ইন্দ্র ;—
"তব আজ্ঞা অনুবর্ত্তী মোরা চিরকাল,
জননি, অবশ্য মোরা নিশা অবসানে
আক্রমিব দৈত্যবরে প্রভূত সাহসে।
চেতন থাকিতে তারে নাদিব কদাচ
সহায়িতে রক্তবীজে, যা থাক ললাটে।"
"তাহাই হইবে ইন্দ্র, হইল নিশ্চয়
(কহিলা শঙ্করী) এবে পান ভোজনেতে
শ্রান্তি দূরি লভ সবে বিশ্রাম ; ঐ দেখ,

ঝিল্লীরবে গায় নিশা বিরাম সঙ্গীত।”
খুলিতে লাগিল সবে বীর আভরণ,
শীর্ষক, কঞ্চুক, চর্ম্ম সারসন আদি।
ছাড়িলা ধনুর মুষ্ঠি, উন্মোচিলা তূণী।
পূত প্রস্রবণ জলে মার্জ্জি কলেবর
সুখ সেব্য পেয় ভোজ্য ভুঞ্জি মহাসুখে
বিনিদ্র হইল ত্বরা হিমাচল শিরে।
এদিকে অসুর কুল জয়োল্লাস রঙ্গ
পরিহরি তবে, রণক্ষেত্র মাঝে ক্রমে
লভিল বিরাম ; মরি শান্তির চাদর
বিছাইল যেন কেহ ধরণী উপরে।
কতক্ষণে তবে উষা আসি দেখা দিল,
বিচিত্র সুচিত্র পট দুকরে দুখানি ;—
বিরাম রঙ্গেতে লেখা বামকর পট,
দক্ষিণ করের খানি অনুরাগ রঙে।—
বিরাগে লিখিছে ধনী ;—যাইছে চন্দ্রমা
অস্তাচলে, তারা দলে লয়ে ; অবসন্ন,
বিবর্ণ বরণ নিশা পতির বিয়োগে ;
সম্বরিছে সুখ লীলা সজল নয়নে,
মরি, কুমুদিনী কুল ! পশিছে শ্বাপদ,
দুরাচার, ধীরে ধীরে নিভৃত নিবাসে।
অনুরাগে যথা ;—রবি সহস্রাংশু, পুনঃ

প্রাপ্ত স্বর্গরাজ্য, ব্যোমচর জয়োল্লাসে ;
সুখে সরজিনীমুখ প্রফুল্ল হতেছে ;
নিরীহ যতেক জীব নিশাভোর দেখি
ত্যজিয়া অলস ভার গাত্র ঝাড়া দিয়া,
নির্ভয়ে নির্গত এবে বিচরণ আশে।
লইলা প্রথম পট সে দিনের লাগি
দৈত্যকুল ; সুরকুল দ্বিতীয় ফলক।
বাজিল দুন্দুভি পুনঃ আর বাদ্য যত,
নাচিল তাহার তালে সেনাকুল বুক।
অজস্র অমর সৈন্য নির্ঝরের প্রায়
অধিত্যকা দেশ হতে নামিতে লাগিল ;
নানা পথবহি। নানা দেশ দিয়া যথা,
বহি তরঙ্গিণী কুল, অগাধ সলিলে
শেষে হয় পরিণত, বিষম সমষ্ঠি,
ত্রিদিব সৈন্যের হলো রণক্ষেত্র মাঝে।
এদিকে অসুর কুল নিদ্রা ত্যজি এবে
দাঁড়ায়ে উদ্যত অস্ত্রে সমরের আশে,
অধৈর্য্য উত্তেজে বক্ষ বাজে দর দর।
কতক্ষণে বজ্রনাদে নিশুম্ভ আদেশ
অসুর ব্যূহের কর্ণে ধ্বনিত হইল।—
মিশাওরে বীররণ মিশাও রে ত্বরা,
অনল প্রভাব তব, অমর কুলের,

তৃণসমক্ষীণ বলে ; উকাসম ছুটি
পড়, পড় রক্তবীজ, আতস বাজীর
কাচ, দেবগণ এই ব্যূহ রচনায় ;
দেখাওসে রণ রঙ্গ রঙ্গে কালিকায়।
টলিল বিকট ঠাট ; ঘোর ভূকম্পনে,
টলিল সহস্র চূড় শৃঙ্গধর যেন।
মড় মড় রবে সৈন্য চলিল ধাইয়া।
এদিকে অমর ব্যূহ অটল সাহসে,
প্রস্তুত আস্ফালি অস্ত্র লইতে দৈত্যের,
ভীষণ আক্রম, অঙ্গ অধীর ক্রোধেতে।
এবে যথা দাবানল লাগিলে দুদিকে
গহন কাননে, উল্কারাশি ছুটি পড়ে
ইহার উহাতে বেগে, বহু দূর থেকে,
ক্রমে যদি সেই অগ্নি মিশে পরস্পর
প্রচণ্ড অনল শিখা তর তর তরে
পরশে গগণ, ধূমে আঁধারে সংসার,
ঘোর চট্‌পট্‌ নাদে পূরে দিক্‌দশ,
আকুল পরাণ, ত্রাসে ছুটে বনচর,
তেমতি উভয় দল খর শর জাল
প্রজ্বালত বিভা, আগে ছাইল গগণ
দূর হতে, পরে যবে মিশিল দুদলে,
বিষম সমরানল জ্বলিয়া উঠিল।

ধূমাকারে ধূলি উড়ি আঁধার আকাশ,
মৃত্যুর চিৎকার রবে পূরিল সংসার ;
ত্রাসেতে পলায় প্রাণী সংসার ছাড়িয়া।
যথা প্রলয়ের ঝড়ে নিবিড় কানন,
বিরল পল্লব পত্র, বিরল অনীক
হইল তেমনি ক্রমে সে সমর ক্ষেত্র।
কর্দ্দমিত হলো ধরা শোণিত স্রোতেতে।
আর না উড়িল ধূলি গগন আঁধারি,
দেখিল জগৎ তবে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি,
সে সমর বিষ ফল ! মুদিত নয়নে
পড়েছে অগণ্য বীর তীক্ষ্ণ শেলাঘাতে,
বাহির করিয়া জিহ্বা ; কাহার ভেঙ্গেছে
শির ; ঘোর দণ্ডাঘাতে রক্তধারা বহি
ভেসেছে কপোল বক্ষ ; ছিন্ন মুণ্ডকার
গড়াগড়ি পাড়ি ; মাখি রক্তের কর্দ্দম
হয়েছে ভীষণ ; কেহ সাংঘাতিকাঘাতে
ত্যজিছে পরাণ, তবু জ্বলিছে নয়ন
ক্রোধে ; জ্বলে যথা বহ্নি, ফুরালে সমিধ
ক্ষণকাল, ঝল মলে পাইতে নির্ব্বাণ।
যুঝে যারা এবে, যুঝে যেন তারা সবে
মৃত্যু মূর্ত্তিমান হয়ে ;—কুটিল ললাট,
আলু থালু দীর্ঘকেশ, জ্বলে রক্ত আঁখি ;

বিকট দশনে চাপা কম্পিত অধর,
রক্ত সিক্ত কলেবর ভীষণ দর্শন।
কত ক্ষণে পরে ইন্দ্র ফিরাইয়া আঁখি
হেরিলা নিশুম্ভশূরে, নিজ দলে লয়ে
দেবদলে দলে বীর প্রমত্ত বারণ।
ব্যথিত অন্তরে বলী, নিশুম্ভ উদ্দেশে,
ঐরাবত কুম্ভ দেশে হানিলা অঙ্কুশ।
ঊর্দ্ধশুণ্ড গজবর চিৎকার নিনাদে
ছুটিল উঠায়ে ঝড় মর্ম্মব্যথা পেয়ে;
অন্তর আগুনে যথা বিকট নিনাদে
ছুটে বাস্প যান, বেগে, ঊর্দ্ধ ধূম নল।
ধাইলা তাহার সাথে কালান্তক কাল
দণ্ডধর, তাড়াইয়া ভীষণ মহিষ।
উজ্জ্বল পুষ্পক ধ্বজ উড়ায়ে বিমানে,
চলিলা তাহার পিছে পৌলস্ত কুবের;
চলিলা বরুণ, পাশী, আর দেব যত
যুটিলাঅমর বল যে যে খানে ছিল
এক কালে আসি, বীর নিশুম্ভের আগে।
যেমতি নাবিক কোন অকূত সাহস,
তাচ্ছল্যে প্রবল বাত্যা উড়ায়ে বাদাম,
চালায় তরণী রঙ্গে, কাটি ঊর্ম্মিকুলে,
সহসা মসিনাজল দেখিলে সম্মুখে,

বিস্ময়ে ফেলিয়া পালি, দাঁড়ায় অবাক্;
দাঁড়াল নিশুম্ভ শূর থামাইয়া রথ,
অমর সেনানী কুলে দেখিয়া সম্মুখে,
সমর তরঙ্গ রঙ্গ ক্ষণ পরিহরি।
ফিরাইয়া আঁখি বীর নিমিষে হেরিলা,
সকলের মুখ; চিত্রকর চিত্রাগার
চিত্রাবলি যথা হেরে কোন আগন্তুক!
ধরিলা ধনুক বীর তবে দর্প ভরে,
ধরিলা অমর কুল নিজ নিজ অস্ত্র।
বাজিল তুমুল যুদ্ধ হেথায় নূতন।
ওদিকে ভৈরবী ভীমা হুহুঙ্কার নাদে,
অগ্নি, বায়ু, যক্ষ, রক্ষ, মাতৃগণে লয়ে
পশিলা অসুর ব্যূহে রক্তবীজ যথা।
গভীর গরজে মহা বিঘোর কল্লোলে,
উথলিল রণ সিন্ধু; ফেলিল মুখস,
হইল অশ্বের ত্বরা; ঝর ঝরে মদ,
ঝরিল মাতঙ্গ শুণ্ডে; টস্ টসে শ্বেদ
গলিল সৈন্যের দেহে; প্লাবিত ধরণী
হইল শোণিত পাতে; ভাসিল সংসার,
মরি, আঁখি নীরে যেন হেন উৎপীড়নে!
কত ক্ষণ পরে তবে চাহিয়া চামুণ্ডা
হেরিলা সে রক্তবীজে; প্রলয়ের প্রায়

আসিছে বিনাশি বীর বিপক্ষ সমূহে।
ছাড়িয়া অশ্বের বল্‌গা দুকরে দুখান,
চালাইছে করবার, পড়িছে লাফায়ে
পদের আঘাতে অশ্ব, কভু আগে, কভু
বামে, কভু বা দক্ষিণে ; অযুত সৈন্যের
স্থান যুড়ি বীরবর করিছে সমর।
আস্ফালিয়া অসি চণ্ডী আক্রমিলা তারে।
বাজিল দুজনে যুদ্ধ প্রলয় মূরতি।
নিদাঘ মধ্যাহ্নে যেন লাগিল আগুন।
ফাটিয়া যাইতে মরি লাগিলা মেদিনী
উভরের পরাক্রমে ; ফাটিল আকাশ,
বিকট চিৎকার রবে ; ছিন্ন ভিন্ন বায়ু ;
ঘন অস্ত্র সঞ্চালনে ; তিতিলা উভয়ে,
উভয়ের অস্ত্রাঘাতে শোণিত ধারায়।
গর্জ্জি মহারোষে তবে আসি রক্ত বীজ
প্রহারিলা ভীম গদা চামুণ্ডার করে ;
খসিয়া পড়িল অসি ভূমে হাত হতে
কাঁপি থর থরে ; নত কৈলা হাত দেবী
কাতরে ক্ষণেক। ক্রোধ প্রজ্বলিত চোখে
হেরিলা বিকট ভাবে তবে রক্ত বীজে।
নিমেষে অমনি তুলি লয়ে করবার
প্রবল বাত্যার সম নাহি মানি রোধ,

কাটিয়া পাড়িলা মুণ্ড অসি দনুজের ;
অনলের শিখা যেন বিভা.জল ঝড়ে ;—
বিচ্যুত মস্তক দেহ পড়িল ভূতলে।
আস্তে ব্যস্তে বৃকোদরী করে ধরি মুণ্ড
পীয়িতে লাগিলা রক্ত, পাছে সে শোণিত
ভূমে পড়ি পুনঃ জন্মে অসংখ্য অসুর।
যক্ষ রক্ষ মাতৃগণে হুলাহুলি দিয়া
দেহের শোণিত মেধ লাগিল ভক্ষিতে।
ভঙ্গ দিল দৈত্য সৈন্য ত্রাসে ইতস্ততঃ।
এদিকে সহস্র আঁখি আকুল পরাণ,
দেবদল সহ, বীর নিশুম্ভ প্রভাবে।
চাহে পুনঃ পুনঃ ফিরি কালিকার পানে।
যথা কোন মহা সিংহী বধি ঘোর রণে
ভীষণ মহিষে, মুখে লয়ে তারে পশে
শাবকসমূহ যথা নিবিড় গহনে ;
ভয়ঙ্করা বেশে কালী আসি দেখা দিলা
দেবদল মাঝে, করে রক্তবীজ মুণ্ড,
শোণিত ধারায় স্নাত আলু থালু কেশ,
রক্তিম নয়নত্রয় চড়েছে হত্যায়।
কাতরে নিশুম্ভ মার হেরিলা তাকায়ে
রক্তবীজ ছিন্নমুণ্ড করে কালিকার।
অন্তর আগুনে বলী ছাড়িলা নিশ্বাস।

কহিলা নামায়ে মুখ, খেদে;—“ রে বিধাতঃ
তুই (বুঝিলাম এবে মনে, বিনাশিবি
দৈত্যকুল, এই তার প্রত্যক্ষ সে ফল।”
নীরব হইয়া বীর রহিলা ক্ষণেক।
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি তুলি তবে ঘাড়,
নিরখিলা চারি দিক; দেখিলা বিস্ময়ে
নাহি নিজ বল কেহ, পলায়েছে সবে
দেখি কালিকার সেই করাল মূরতি।
দুর্ভাগ্যে ঈষৎ বীর হাসিলা অন্তরে।
আঁটিয়া বসন যথা পরে কোন পান্থ,
অসীম সাহস, হতে পার সন্তরণে,
বিশাল বিস্তৃতা খর কল্লোলিনী নদী,
সাপটি ধরিলা ধনু তবে বীর দর্পে,
অসংখ্য অমরসহ যুঝিতে একাকী।
টঙ্কারিয়া ধনু রোষে আরম্ভিলা রণ।
গূঢ় অগ্নি তাপে যথা উষ্ণ প্রস্রবণ
ঊর্দ্ধেতে উৎক্ষিপে বারি আর চতুর্দ্দিকে,
আচ্ছাদিয়া কুণ্ড, রণক্ষেত্র ছায়ি বীর
অজস্র অস্ত্রের জাল বর্ষিতে লাগিলা,
ঘোর মন দুখানলে উত্তেজিত হয়ে।
ত্রাসেতে অমরকুল ঘেরি চতুর্দ্দিক
রহিলা দাঁড়ায়ে, দূরে; সাহস না হলো

কার আসিতে নিকটে। ঘোর যুদ্ধ হেন
করিলা যাবৎ বীর, প্রদোষে। ওদিকে
রবির প্রখর কর মন্দীভূত ক্রমে,
এদিকে নিশুম্ভ তেজ অবসন্ন মরি,
সারাদিন রণশ্রান্তে। যুগল ভাস্কর
তদা অস্তোদ্যত যেন হেরিলা সংসার ;—
একটি হিমাদ্রি ক্রোড়ে অন্য অস্তচূড়ে।
হানিলা বিষম শেল আসি তবে কালী
রণ রঙ্গে হুহুঙ্কারে নিশুম্ভ ললাটে।
ঝর ঝর রক্ত ধারা বহিল প্রবেগে ;
নির্গত শতদ্রু যেন হিমকুট হতে।
কাতরে আচ্ছাদি বীর বামকরে ক্ষত
ধীরে ধীরে বাম হাটু পাড়িয়া ধরায়,
অনন্ত আঁধারে পূর্ণ দেখিলা জগৎ !
জয়োল্লাসে দিক্‌দশ পূরিলা অমর ;
দৈত্যকুল আঁখি নীরে তিতিল মেদিনী।

ইতি দানবদলন কাব্যে রক্ত বীজ
নিশুম্ভ বধোনামক পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ স্বর্গ।

ম্রিয়মাণ ভাবে দূত কচলিয়া হাত,
ভগ্ন গদ গদ্ স্বরে ভাষিলা আসিয়া
দৈত্যপতি পাশে ;—“ রণে পড়েছে নিশুম্ভ
বীর রক্তবীজ সহ।” তাড়িতাগ্নিসম
শোকবার্ত্তা সঞ্চরিল অমনি শুম্ভের
সর্ব্বাঙ্গ শোণিতে; রাজদণ্ড আছাড়িয়া
ভাঙ্গিলা ভূপরে; রোষবিস্ফুলিঙ্গসম
খচিত রতন রাজি দীপিতে লাগিল
ছিটাইয়া পড়ি। হৃদ কাঁপিল সঘনে;
ঘুরিয়া উঠিল শির; ঝলিঁল আগুন
চক্ষু নাসা কর্ণ দিয়া; বিকল ইন্দ্রিয়
পড়িলা ভূতলে বলী ছাড়ি সিংহাসন!
বিলুণ্ঠিয়া কেশ জাল হস্তপদ ছুড়ি,
উড়াইলা ধূলি; মরি ধূলি ছলে যেন
ত্যজিতে লাগিল ধরা (শুম্ভ দুঃখে দুঃখী)
ঊর্দ্ধে বাস্প। উথলিয়া শোকের সাগর
ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া বহিল বীরের ;—
আর্ত্তনাদে রসনায়, অশ্রু ছলে চোখে,
ঘন দীর্ঘশ্বাসরূপে নাসারন্ধ্র দ্বয়ে।
কতক্ষণে তবে বলী বক্ষে কর হানি

কহিলা কাতরে;—“ভাই কোথারে নিশুম্ভ,
সত্য ভুলেছ কি তুমি আমার সে মায়া ?
সত্য আমার লাগিয়া দিয়াছ কি ভাই,
জলাঞ্জলি সাংসারিক সুখে ? তবাগ্রজ
এখনও জীবিত আমি, নিশ্বাসিছি বায়ু ?”
নিস্তব্ধ হইলা বীর আর না কাঁদিলা ;
আর না করিলা নাম প্রিয়ানুজবর,
রক্তবীজ প্রভু ভক্তি স্মরিল না মনে।
ত্যজি ধূম রাশি যথা জ্বলয়ে অনল ;
সম্বরিয়া বাস্প বীর জ্বলিলা ক্রোধেতে।
উলাঙ্গিলা অসি দর্পে ; গভীর নিনাদে
আদেশিলা সৈন্যগণে সাজিতে সমরে।
অধৈর্য্য উচ্ছ্বাসে বীর ফিরিতে লাগিলা।
যথা, অগ্নি উদ্গীরণে জ্বলয়ে ভূধর ;
লাগিলা সে দৈত্যাবাস যেন উদ্গীরিতে
অনল ; দানব সৈন্য হুতাশন তেজ,
প্রচণ্ড প্রবেগে রড়ে বেরুতে লাগিল
বিঘোর রৌরবে দিক্ আকুলিয়া মরি,
পদভরে ভূকম্পনে কাঁপায়ে বসুধা !
সাজিতে লাগিল রণে যে আছিল যেথা,
একেবারে দৈত্য কুল ; সাজিতে লাগিল,
পিতা পিতামহ আর, পুত্রবরসহ।

নির্ঝর সঙ্গম বারি যেন একত্রিত
হলো কোন সরিতের। মহান বিক্রমে,
চমকিলা রণ সাজে আচ্ছাদিয়া ধরা,
চলিলা অসুর বল ; আচ্ছাদি আকাশ ;
চলে সে তারকা দল যথা ঘোরা রাতে।
হেথা শুভ্রা বিনোদিনী,—শুম্ভের মহিষী,
বিহার কাননে ভ্রমে, সখীদল সহ,
শান্তা সহ আর, বীর নিশুম্ভের প্রিয়া,
বিলাস রঙ্গেতে সবে মত্ত কুতুহলে ;
কেবল সে শান্তা সতী, বিরহ বিধুরা
সুখপথহারা, আহা, ফেরে একাকিনী !
অন্যমনা কভু ধনী দাঁড়াইছে গিয়া,
পল্লল সলিল ধারে ; বিমল সলিলে,
দেখি নিজরূপ ছটা, বেশ ভূষা আর,
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি খেদে, অমনি ফিরিছে।
আবার আসিছে যথা তমাল বিটপী,
নিবিড় পল্লবে ভারি, দুখ ভারে সতী
দাঁড়াইছে তার পাশে। কহিছে অন্তরে ;—
"আকুল পরাণ মোর, হয় কেন আজি ?
কি জানি কি সর্ব্বনাশ ঘটিল ললাটে !
কি জানি কি হলো। হায়, ঝটিকা আগম
জানিতে পারিয়া, যথা খেচর নিকর

নামে ভূমি তলে, মন, না জানি কি জেনে,
আপনি হতেছে আজি দুখে অবনত !
না বলে গেলেন রণে হৃদয়েশ মোর
ভ্রাতৃ আজ্ঞা শিরে ধরি। হায়, নিশাভোগে,
ভুঞ্জি সুখ নিশাচর। পশে যথা গিয়া
নিবিড় গহনে, তুষাসিক্ত দুর্ব্বাদলে,
রাখি পদ চিহ্ন ; স্বামী পশেছেন মোর,
গভীর সমরে, রাখি প্রেম চিহ্ন কত,
স্নেহসিক্ত, তাঁর এই হৃদদুর্ব্বাদলে !—
আর কি পাইব আমি সুখের যামিনী ?”
ছাড়িলা নিশ্বাস সতী শূন্য করি বুক !
উদাস অন্তরে, মরি, চাহিতে লাগিলা !
সহসা শুনিলা রোল, মহাভয়ঙ্কর !
জলদ নির্ঘোসে যথা চমকে ময়ূরী,
চমকিলা সতী ; দ্রুত আসি শুভ্রা পাশে
কহিতে লাগিলা ;—“দিদি, অকস্মাৎ কেন
বাজিল দুন্দুভি, ঘোর ? কি জানি কি হলো।
সাজিছেন কি রাজন্ আপনি সংগ্রামে ?
অমঙ্গল কিবা, বুঝি ঘটিয়া থাকিবে,
জীবিতের মোর, চল দিদি যাই ত্বরা।”
ব্যস্তভাবে উত্তেজিতে লাগিলা শুভ্রায়।
নিশ্বাস ছাড়িয়া শুভ্রা কহিলা কাতরে ;—

" ছার খার হলো সব, কাল সমরেতে!
চলিলা আগেতে রাণী, পিছে শান্তা সতী;
তদপরে ক্রমাগত সখী দল শ্রেণী;
বিস্তারি উজ্জ্বল পুচ্ছ, চলিলা আমরি,
যেন কোন ধূমকেতু ধরণী উপরে!
কতক্ষণে সভাতলে সবে দেখা দিলা
তাড়িত আয়ূধে যথা সাজয়ে জিমূত,
দেখিলা সেজেছে রণে অসুর ঈশ্বর?
প্রখর প্রদীপ্ত অসি, দীপে ভীম ভুজে।
উদাস গম্ভীর ভাব, শোক কোপজাত,
হেরিলা পতির, শুভ্রা; বুঝিলা অন্তরে,
যুদ্ধের বারতা। ধীরে, কহিলা শুম্ভেরে;—
"নাথ! ত্রিলোক বিজয়ী বীর, যবে রণে
দেবর আমার বীর রক্তবীজ সহ,
তবে কেন সাজ পুনঃ আপনি সংগ্রামে?"
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি শুম্ভ কহিলা শুভ্রায়;—
" নাহি আর ধরাতলে দেবর তোমার,
যাও প্রিয়ে অন্তঃপুরে, ছাড়ি মোর মায়া।—"
ছাড়িলা নিশ্বাস বলী, আবার হুঙ্কারে।
বজ্রাঘাত সম বাণী পড়িল শান্তার
হৃদয় কুটীরে; ঘোর জ্বলিল শোকাগ্নি;
পুড়িল দেহের গ্রন্থি, এলাইয়া ভূমে,

পড়িলা সহসা বালা অচৈতন্য হয়ে।
কি হলো কি হলো, বলি, ধরিলা তাঁহায়
শুভ্রা ; উঠ ভগ্নি, বলি ডাকিতে লাগিলা।
কে আর উঠিবে ? - শান্তা মহানিদ্রাগতা।
কাঁদিতে লাগিলা শুভ্রা ধরিয়া তাহায়।
কতক্ষণে তবে সাধ্বী আসি ধীরে ধীরে
দৈত্যপতি পাশে, ধরি যুগল চরণ
কহিলা কাতরে ;—"নাথ ক্ষমা কর আর
যেও না সংগ্রামে। দেখ, এ শান্তার দশা
ঘটাইলা যাহা হায় দেবর আমার !
ঘটাইওনাক তুমি হেন দশা মোর।"
"হেন দশা বাঞ্ছনীয় অসুর কুলের,
জীবিত এখনো যারা (কহিলা দেবারি)।
যাও প্রিয়ে অন্তঃপুরে, পূজ গিয়ে সেথা
ইষ্ট দেবে, অগ্নিকার্য্য করগে শান্তার।
সেজেছি সমরে আমি, যাত্রাকালে মোরে
দিও নাক বাধা। বলী উঠিলা রথেতে,
আর না চাহিলা ফিরি প্রিয়পত্নী পানে।
চালাল সারথি রথ, গভীর নির্ঘোষে।
ক্ষুব্ধ চিত্তে শুভ্রা দেবী রহিলা দাঁড়ায়ে ;
হতাশ নয়নে মরি হেরিতে লাগিলা,
যাবৎ দেখিতে পেলা প্রিয়পতি রূপ।

সজল নয়নে তবে সখীদল সহ,
লইয়া শান্তার দেহ গেলা অন্তঃপুরে।
অগ্নি কার্য্যে ব্রতী তথা হইল সকলে।
এদিকে অসুর দল ক্ষণে দেখা দিল
হিমাচল দেশে। ব্যূহ রচিল নিমেষে—
কাতারে কাতারে সৈন্য রকমে রকম,
দাঁড়াইল থাকে থাকে রণক্ষেত্র যুড়ি;
থাক থাক মেঘে যেন ছাইল অম্বর।
গভীর নীরবে ঘোর ডুবিল ক্ষণেক
সে সমর ক্ষেত্র—ব্যূহ নিস্পন্দ নীরব।
পার্ব্বতীয় সমীরণ সদৃশ প্রভাব,
ছুটিল সংসার মাঝে অসুর কুলের।
অপসারি অন্ধকার চলে যথা দীপ,
চালাইলা রথ আগে দনুজ ঈশ্বর—
নিবিড় অনীক কুলে ছাড়ি দিল পথ।
ফিরাইয়া আঁখি বীর নিরখিলা তবে,
বিঘোর শ্মশান মূর্ত্তি!—রাশি রাশি শবে
আচ্ছন্ন শৈকত ভূম যথা বালুস্তূপে,
কিম্বা জলধির জল তুঙ্গ ঊর্ম্মি কুলে,
হেরিলা আচ্ছন্ন বলী সে সমর ক্ষেত্র;
মর্ম্মভেদী পূতি গন্ধে গন্ধবহ ভরা।
আচ্ছন্ন হেরিলা বীর অম্বর প্রদেশ,

প্রান্তরের তরুকুল, মহীধ্র শেখর
গৃধ্র পক্ষীকুলে। শিবাকুল বসি কেহ
অগ্রপদ ভরে, গুরু ভোজনের কষ্টে
রক্তাক্ত বদন হতে বারি কার জিহ্বা,
শ্বাসে বায়ু, ফুলাইয়া কথঞ্চিত মরি,
স্ফীত সে উদর ! কেহ হাঁফাইছে পড়ি
ভূমে লুঠাইয়া জিহ্বা। নূতন ক্ষুধায়
কেহবা ছিঁড়িছে মাংস পদে ধার শব,
ক্ষণ ক্ষণ ঊর্দ্ধশ্বাসে বিকট চীৎকারে
আকুলিয়া দিক, মন উদাস করিয়া।
বীরগণ যাহাদের তেজস্বী মানস
বিমুগ্ধ না হতো কভু অপ্সরীগণের
প্রেমআলিঙ্গনে, এবে বিগলিত মরি
যেন বসুধার প্রেমে, গৃধ্রপক্ষীগণ
অধর চুম্বনে লভে অনন্ত বিরাম।
রথীকুল হতগর্ব্ব সাক্ষীর স্বরূপ,
ভগ্নচূড় রথ কত যায় গড়াগড়ি।
কলঙ্কিত কালরক্তে ছিটাইয়া ভূমে
পড়িয়া রয়েছে কত বীর আভরণ;
যেন অপযশ নিজ ফেলি পলায়েছে,
পলাইত সেনাকুল। শিথিল চিবুক,
পড়িয়া আড়ষ্ট পদে প্রখর তুরঙ্গ,

আঁখির অনল রাগ ভস্মরাগ এবে।
বিস্তারিয়া কলেবর পড়ে গজবর,
সমর কল্লোল যেন শুনিছে নীরবে,
মক্ষিক দংশনে কাণ না নাড়ি বারেক।
কিবা ভয়ঙ্কর সেই সমর শ্মশান!—
মরি যেন নবরাজ্য বিশাল বিস্তৃত
বিজয়ী শাসিছে কাল প্রভূত প্রভাবে,
লয়ে সেনাপতি যুগ, হতাশ, বিষাদে!
ফিরাইয়া আঁখি শুম্ভ, দেখিলা বামেতে
পড়ে সে ধূম্রলোচন, গজরাজ যেন
দুর্দ্দান্ত কেশরী করে গতাসু ভূমেতে।
ব্যথিত অন্তর বীর ফিরাইয়া আঁখি
দেখিলা সম্মুখে পুনঃ, প্রলয়ের ঝড়ে
ভগ্ন যথা তুঙ্গ শৃঙ্গ, পড়ে দুই ভাই,
চণ্ডমুণ্ড, গৃধ্র কুল পক্ষের বাতাসে
বিদূরিছে রণ শ্রান্তি যেন ধরাসনে।
শেল বিদ্ধ মনে পুনঃ ফিরাইয়া আঁখি,
হেরিলা সে রক্তবীজে; আলুথালু অঙ্গ
ভূতলে পড়িয়া বীর, পড়ে যেন মরি,
প্রলয় সমর ঝড়ে বীরত্ব পাদপ!—
শুনিলে যাহার নাম চমকিত স্বর্গ,
এবে সেই জন, মরি, বিস্তারিয়া বাহু

মাঙ্গিছে কাতরে যেন ধরায় আশ্রয় !
হেরিলা দক্ষিণে বলী, (হেরিতে হেরিতে,
হারাইলা জ্ঞান মরি) প্রাণের সোদর,
পড়ে সে নিশুম্ভ বীর, ভাসিছে শোণিতে,
ভাসে হিম শিলা যথা সাগরের জলে।
উথলিল শোক সিন্ধু শুম্ভের মানসে,
অভিভূত করি মরি ধৈরজের তটে !
ঝর ঝর অশ্রু নীরে ভাসিল হৃদয়।
দীর্ঘশ্বাসে তবে খেদে কহিতে লাগিলা ;—
"কি কাজ সংসারে আর, কি কাজ জীবনে,
ত্রিলোকের আধিপত্যে কি সুখই বা আর ?
সুখের সাগর মোর শুকায়েছে মরি !
প্রমোদ উদ্যান ত্যেজে মরু ভূমে বাস
কে করিতে চাহে ? কভু জ্বালানি না হব
সংসারের, হীন পত্র শুষ্ক তরু সম।
জ্বলিব না কভু, বন্ধু বান্ধব বিহনে
চির দুখানলে। লই প্রতিশোধ আগে,
দিই রসাতলে আগে ত্রিদিব প্রদেশ,
ছিটাই কালীর কালী জগত সংসারে।"
জ্বলিলা ক্রোধেতে বলী তবে সে বিষম ;
দৃঢ় হলো কম্বুগ্রীব, ফুলিল উরস,
আঁখি পুত্তলিকা দিয়া ঝলিল আগুন।

কুটিল করিয়া ভ্রূ, রুক্ষ দরশনে
হেরিলা অমর ব্যূহ তবে বীরবর।
দেখিলা সে কালিকারে; নিস্তব্ধ নিশীথে
আলেয়া আলোক যথা বিশাল প্রান্তরে
কত রঙ্গ ভঙ্গ ভ্রমে উজলি আঁধার,
ফিরিছে ভৈরবী রঙ্গে সে সমর ক্ষেত্রে,
নিস্তব্ধ বিঘোর ব্যূহ অমর সৈন্যের,
উত্তেজিত করি, মরি, দেখাইয়া সবে
নিজের জ্বলন্ মূর্ত্তি!—জ্বলে রক্ত আঁখি
ত্রয়; লোহিতে উজ্জ্বল অসুর শোণিতে,
ওষ্ঠাধর, শৃক্কদ্বয়, লক্ লকি জিহ্বা;
উলঙ্গিনী, কিন্তু অঙ্গে প্রভাব পবনে,
উড়ে যেন চেল বস্ত্র, অরি শোণিতের!

গম্ভীরে জিমূত যথা নাদে বর্ষিবারে,
ঘোর রবে দিলা শুম্ভ সমর আদেশ।
অমনি অসংখ্য ধনু টঙ্কার নিনাদে,
(ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যেন কালের পাঁজড়ি)
স্বীকারিল সে নিদেশ। মহাদর্প ভরে
টলিল বিকট টাট তবে রণ আশে,
পদের রগড়ে হৃদ পিশিয়া ধরার।

মিশিল দুদলে তবে। প্রলয় তুফান
উঠিল সাগরে যেন! করিতে লাগিল

টলমল ধরা পৃষ্ঠ ; তুঙ্গ ঊর্ম্মিসম,
সেনার সমষ্টি তোড়ে পশিতে লাগিল,
বিপক্ষ সেনার প্রতি এক পরে আর।
গভীর গর্জ্জনে ঘোর সংসার পূরিল।
রক্তের প্লাবনে দিক লাগিল ভাসিতে।
কালতমে যেন দিক্ হইল আঁধার!—
দিবারাত্রি একাকারা হইল জীবের,
না চাহিল কেহ ফিরি চন্দ্র সূর্য্য পানে,
ত্রাসে মুদি আঁখি সবে রহিল নীরবে।
ছিন্ন ভিন্ন হলো সৃষ্টি ; উড়ে গেল কোথা
ধরণীর হৃদয়ের উদ্ভিদ বসন ;
কাঁদিতে লাগিলা সতী আলু থালু বেশে,
ভাসি রক্ত স্রোতে, মরি বিলুণ্ঠিত হয়ে
ব্রহ্মাণ্ডের পথে যেন দস্যু দল দ্বারা!
এবে যথা কিছুকাল প্রলয়ের ঝড়
তুমুল তোড়েতে বহি হইলে শিথিল,
বহে সে দমকা যথা রহিয়া রহিয়া,
সমর তরঙ্গ এবে বহিতে লাগিল,
ক্ষণে ক্ষণে, স্থানে স্থানে, হইয়া প্রবল।
কতক্ষণে তুলি ঘাড় তবে দৈত্যপতি,
হেরিলা ফিরায়ে আঁখি সে সমর ক্ষেত্র।
দেখিলা, যুঝিছে কালী প্রলয় কারিণী,

ঘোর ঘূর্ণাবায়ু সম ঘূরি রণস্থলে,
বিকীর্ণ মূর্দ্ধজা জাল, চঞ্চল চরণ।
ভীষণ বরাহী যথা বিকট গর্জনে
খেদায় শৃগাল কুলে, রক্ষিতে শাবক,
খেদাইছে ঘোর রাবা অসুর নিকরে,
ভৈরব হুঙ্কার রবে, রক্ষিতে স্ববল ;
আবার আস্ফালি অসি তাড়িতের গতি,
(গভীর সমর যথা) পশি মহাদর্পে,
নিমেষে অসুর শবে রচিছে পাহাড়,
রক্তের নির্ঝর শত ঝরায়ে উহায়।
ভঙ্গ দেয় দৈত্যকুল যেখানেতে কালী।
জ্বলিল বিষম ক্রোধ শুম্ভের লোচনে,
যুগ্ম কুজ গ্রহ যেন বিকাশি ললাটে।
কুটিল হইল ভ্রূ, আরক্ত কপোল,
আকুল হইল মন, অধৈর্য্য উচ্ছ্বাসে।
(চালাওরে রথ ত্বরা, ভৈরব নিনাদে
আদেশিলা সারথিরে চালাইতে রথ।
অমনি হানিলা কশা সঙ্কেতিয়া বাগ
সারথি, অশ্বের পৃষ্ঠে; ছুটিল তুরঙ্গ,
খসিয়া পড়িল যেন আকাশের তারা,
ঘুরিল রথের চক্র উছলিয়া মাটি,
উড়িল বিমানে ধ্বজ ফড় ফড় ফড়ে।

নিমিষে আসিয়া বলী উত্তরিলা তবে
চামুণ্ডার আগে ; দৃষ্টি মিশিল দোঁহার ;
আগুনে আগুন যেন মিশিল সহসা।
পড়িলা লাফায়ে বলী ভূমে, রথ হতে ;
পদভরে ঘন ধরা কাঁপিয়া উঠিল,
উঠিল তরঙ্গ মালা সাগরের জলে,
নড়িল পর্ব্বত চূড়া, নড়িল চূচক
যুবতীর হৃদে, খুলি গেল স্তন্যপায়ী
শিশুর বদন, উহা হতে। দণ্ড হস্তে
আরম্ভিলা মহামার তবে মহাবলী।
লগুড় আঘাতে যথা ভাঙ্গি ঢেলা কৃষী
সমতল করে ক্ষেত্র, নিমেষে শূরেশ
সপাটে অমর সৈন্যে লুঠাইলা ভূমে।
ভয়ঙ্করা বেশে কালী তবে দিলা হানা,
লট্ট পট্ট কেশ জাল ঘূর্ণিত নয়ন,
চঞ্চল স্থূলাঙ্গ মরি ক্রোধের উত্তেজে !
হানিলা সুতীক্ষ বাণ টঙ্কারিয়া ধনু,
শুম্ভের স্কন্ধেতে ; অঙ্গে বিন্ধিয়া ফলক,
কাঁপিতে লাগিল শর ; মরি, (ভয়ে যেন,)
ছুঁয়েছে এ হেন বীর তেজস্বী শরীর।
রোষে ভূমে পদাঘাতি, দর্পে নাড়ি ঘাড়,
রুক্ষ দৃষ্টে চাহি ক্ষণ হেরিলা ভীমায়

অমরারি; টান দিয়া ফেলি দিলা বাণ;
ঝরিল ঝর্ঝরে রক্ত তিতাইয়া তনু।
ভীষণ কেশরী যথা গভীর গর্জ্জনে
পড়ে করিণীর শিরে, হুহুঙ্কারে বীর
আক্রমিলা কালিকায় অনিবার্য্য তেজে।
করিলা ভৈরবী হৃদে ঘোর মুষ্ঠ্যাঘাত;
কম্পিত শারীর যন্ত্র, স্তম্ভিত শোণিত,
অমনি পড়িলা দেবী মূর্চ্ছিতা ধরায়।
আলু থালু কেশ জাল লুঠাইল ভূমে।
ধরিয়া কেশের মুষ্টি, প্রচণ্ড বেগেতে
ঘুরাতে লাগিলা শুন্ত আকাশে ভীমায়;
মরি, মহামেঘ যেন ঘুরিতে লাগিল
ঘোর ঘূর্ণাবায়ুভরে। ঘূর্ণিত সংসার
হেরিলা নয়নে সতী; গণিলা প্রমাদ;
শুকাইল মুখচন্দ্র, উড়ে গেল প্রাণ;
আকুল পরাণে তবে স্মরিলা রুদ্রেরে;—
"নাথ, কোথা ওহে চিন্তামণি, মহাযোগী,
যোগ ভঙ্গ করি ক্ষণ নিরখ দাসীরে!
বিষম সমরে প্রভো হয়েছি কাতর,
দুর্ম্মদ দৈত্যের করে বুঝি প্রাণ যায়।
তব বলে বলী দৈত্য অনিবার্য্য তেজ,
(শক্তি আমি,) মোর শক্তি লাঘবে হেলায়।

অবশ হয়েছে অঙ্গ তব প্রেমাধার,
শুকায়েছে কণ্ঠ নাথ, তব প্রেম পায়ী,
শূন্যময় দেখি দিক, আঁধার সংসার,
মহাকাল, মহাশূলী, তুমি হৃদয়েশ
থাকিতে আমার। দেহ মোরে বল শুম্ভ,
পতির বলেতে বলী ভার্য্যা চিরকাল।
এহেন লাঞ্ছনা আর সহিতে না পারি,
কেশে ধরে দৈত্যরাজ ঘুরায় আমায়।"
দীর্ঘশ্বাসে মনানল তেয়াগিলা সতী।

তাড়িত বারতাবহ তার যন্ত্র যথা,
নড়িলে এখানে, নড়ে দূরগত যন্ত্র,
ব্যাকুল সতীর মন আকুলিল মরি,
দূরগত যোগেশের তপঃমগ্ন মন।
কেনবা না আকুলিবে? মন তার যোগে,
প্রেমের তড়িত যাহে ঝলে অবিরত।

মেলিলা অমনি আঁখি ত্যজি যোগ যোগী,
আকুল নয়নে ক্ষণ হেরিলা সংসার
শূন্যময়; শূন্যময় হৃদয় আগার।
লট্ট পট্ট জটাজুট, অমনি উঠিয়া
লইলা ত্রিশূল করে, ত্রিফল ফলিত
শত সূর্য্য তেজে, দ্বন্দ্বে জ্যোতি পরস্পর
উছলি কালাগ্নি মরি প্রত্যেক ভঙ্গিতে!

চলিলা ধূর্জ্জটি রড়ে মহাকাল দেব ;
গতির তোড়েতে সৃষ্টি আকুল হইল ;—
জটাজুট বাঘছাল দিয়া মহাত্রাসে
পলাতে লাগিল বায়ু ; প্রতি পাদক্ষেপে
কাঁপিয়া উঠিতে ঘন লাগিল বসুধা ;
খসিয়া পড়িতে শৃঙ্গ লাগিল শৈলের ;
মহাসাগরের বারি হলো সচঞ্চল।
অদৃশ্য জীবের চক্ষে নিমেষে ত্রিশূলী
আসি উপস্থিত, যথা বিস্তারিয়া বপু,
শুম্ভের প্রভাবে সতী ঘুরেন আকাশে।
ঘুরিলা আমরি মন অমনি শুম্ভের
কালিকার সাথে, (শেল বিদ্ধ হয়ে যেন)।
কালানল রুক্ষ দৃষ্টে হেরিলা শুম্ভেরে।
যথা রৌদ্র তেজে উড়ে সাগরের বারি,
রুদ্র কোপাতপে শুম্ভ হারাতে লাগিলা
বল আপনার ; রক্ত শুকাল দেহের।
অবসন্ন কলেবর ছাড়ি দিলা বীর
কালিকার কেশ মুষ্টি ; পড়িলা ভূতলে,
পদযুগ ভরে ভীমা ; ধ্বনিল নূপুর
ঝন ঝনে ; অস্ত্র লেখা ধ্বনিল অঙ্গেতে,
দেখাতে শুম্ভেরে যেন নূতন প্রভাব।
হতাশ অন্তর বীর, বিবর্ণ বরণ,

নিরস নীরদ সম ফিরিতে লাগিলা
মৃদুগতি, এবে রণে ; নাহি আর মরি,
সে প্রখর তেজ অনিবার্য্য, নাহি আর
স্তনিত নিনাদ সম সে ঘোর হুঙ্কার !
চলি গেলা মহাদেব। শীতল সমীরে
ঘনীভূত যথা বাষ্প, ঘোর ঘন ঘটা
রূপে হয় পরিণত, শিবের সস্নেহ
দৃষ্টে, শিব কামনায়, ভয়ঙ্করা কালী।
দেবগণে লয়ে তবে আক্রমিলা শুম্ভে,
চামুণ্ডা ; জ্বলন্ত অগ্নি এবে রুদ্র তেজে।
লট্ট পট্ট কেশ জাল ঘন আন্দোলিত,
ফুটে পড়ে রোষ রশ্মি ঘূর্ণিত নয়নে,
গভীর গর্জনে ঘোর আকুলি সংসার,
আরম্ভিলা মহামার তবে প্রলয়িনী।
ছিন্ন ভিন্ন দৈত্য ব্যূহ করিলা নিমেষে।
পলাল অসুর সৈন্য ত্রাসে ইতস্ততঃ।
কাতর নয়নে শুম্ভ, দেখে সে ব্যাপার,
অন্তর আগুণে মরি দহি অন্তরেতে,
রক্ষিতে না পারি নিজ প্রিয় সেনাকুলে !
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি তবে কহিলা কাতরে ;—
" হায়, জানিলাম এবে সংসারের মায়া !
চির স্থির কিছু নহে এ ভব মণ্ডলে !

চিরোন্নতি অনিবার নাহি পায় কেহ !
চির অধোগতি কার না হয় কখন।
সাগরের বারি যথা ফিরিছে সংসারে,—
কভু বা আকাশে চড়ি ঘোর ঘন ঘটা,
কভু বা পড়িয়া ভূমে, মৃদু মৃদু গতি,
ফিরিতেছে জীবকুল সম্পদ উপরে,
কভু মহা আড়ম্বর, ফেরে দ্বারে দ্বারে,
কভু বা দারিদ্র্য বেশে, ম্রিয়মাণ মুখ।
দৈত্যকুল দর্পানল পাইলা নির্ব্বাণ
এবে, বৃথা কিছুকাল জালায়ে অমরে।”
সখেদে নিশ্বাস ছাড়ি দাঁড়াইল বলী।
শান্তার সৎকার্য্য সারি হেথা অন্তঃপুরে,
পতির মঙ্গল লাগি পূজে শুভ্রা সতী,
স্থাপিয়া মঙ্গল ঘট, শঙ্করের পদ।
উপচার কত মত বিবিধ বিধান
সাজায়েছে স্তরে স্তরে; সাজাইয়া যথা,
অযুত কুসুম স্তর নানা সুবর্ণের,
পূজিতে বসন্ত রাজে বসেন বসুধা।
বিমল কোমল করে কুসুম অঞ্জলি,
সুরাগ প্রতিফলিত, মরি এ উহায় !
গল বস্ত্রে ভক্তিভাবে মহাদেব পদে,
যেমন দিবেক সতী সে পূর্ণ অঞ্জলি,

অমনি চলকি হাত ছিটাইয়া ভূমে
পড়ে গেল ফুল রাশি ; সহসা আপনি
পড়িল মঙ্গল ঘট, ঢাল দিয়া ভূমে
দৈত্য শুভাদৃষ্ট সম পবিত্র উদক।
কাঁপিয়া উঠিল বুক ভয়েতে শুভ্রার
দেখি হেন অলক্ষণ। আকুল হইলা ;
ভাবিলা, কেন বা আজি না লইলা পূজা
মোর, রুদ্রেশ্বর ; কিবা অমঙ্গল, নাহি
জানি, ঘটিল ললাটে ; কেন বা আপনি
পড়িল মঙ্গল ঘট। ছাড়িলা নিশ্বাস।
বিষাদে ক্ষণেক রৈলা নামাইয়া মুখ।
করযোড়ে তবে সাধ্বী আরম্ভিলা স্তব ;—
" হে দেব ত্রিপুরঅরি, দেব আদি দেব,
কেনবা নিরখি তব এত অবহেলা
দৈত্যকুল প্রতি ; কেন কৈলে ছারখার
এ অসুর কুল। প্রভো ! শারদ সমীরে
নিবিড় পল্লব পুঞ্জে সমৃদ্ধি শালিনী
যথা ধরা, তেমতি হে শুভ আকাঙ্ক্ষায়
তব, ছিল দৈত্যকুল, মহোন্নতি শীল।
এবে তব কৃপা সর শুখায়েছে নাথ,
দুঃখের পঙ্কেতে মোরা কত যে যাতনা
সহিতেছি, মীনসম, বলিতে না পারি !

প্রলয় সমর ঝড়ে ভেঙ্গেছে মোদের
দেব, আশার জাহাজ; এক মাত্র শুম্ভ-
রূপ কাষ্ঠখণ্ড, এবে, আশ্রয় মোদের
দুর্দ্দশা তরঙ্গে মহা? ডুবাইও নাক
নাথ, যেন কালতলে সে কাষ্ঠ আশ্রয়,
ভাসাইও নাক যেন দৈত্য নারীগণে
অপার দুখ সাগরে! এই নিবেদন।"
মুদিলা নয়ন সতী করিবারে ধ্যান।
কোথা আশুতোষ মূর্ত্তি?—হেরিলা কাতরে,
প্রভাতের চন্দ্র যথা বিবর্ণ বরণ,
তারা-দল-হারা, রণে ফিরিতেছে যেন
জীবিত ঈশ্বর তার, তেজ হীন তনু,
হতাশ অন্তর মরি স্বদল বিচ্ছেদে!
আকুল পরাণে সতী মেলিলা নয়ন।
হেরিলা সংসার শূন্য, শূন্য চতুর্দ্দিক!
কি হলো আমার হায়, বলি উঠি ত্বরা
ধাইলা বিবশা ভাবে লক্ষ্মীর মন্দিরে।
আছাড়িয়া পদতলে পড়িলা পদ্মার,
জড়াইয়া ধরি পদ ব্যাকুল ভাবেতে
কহিলা সখেদে;—"মাতঃ সুমঙ্গলময়ি,
বলগো ত্বরায় মোর কি হবে উপায়?
কেন দেখিলাম আজি হেন বিভীষিকা?—

ত্রিলোক বিজয়ী বীর হ   তাশরণে‌ে ত
শুনেছি মলয়াচল হতে বহে সদা
সগন্ধ সমীর, বহে সৌভাগ্য পবন
সদা, চপলা গো তুমি, অচলা যেখানে।
তবে কেন দেখি হেন বিপরীত ভাব?—
ছার খার হলো কেন, তুমি বিদ্যমানে
এ দৈত্য আবাস। বারি ধারা পতনে গো,
সরস যে স্থান সদা, জনমে তথায়
সুকোমল তৃণ; মাতঃ, কোমল-কমল-
দলবাসিনী গো তুমি, তবে কেন দেখি
তব কঠিন হৃদয়, বিগলিত আহা,
হতেছে না কেন উহা মোসবার দুখে!
তোমার চির সেবক, এ অসুর কুল।
এই কি সেবার ফল? কি দোষে দোষিয়া,
আমা সবা প্রতি বাম, হলে গো জননি?"
নীরবিলা সতী, স্থাপি শির পদ্মাপদে,
ভাসাইয়া মরি উহা নয়নের জলে!
টলিল রমার মন; আর না পারিলা
ধৈরজ ধরিতে সতী শুভ্রার দুখেতে।
অনুতাপ দংশিল সে কোমল হৃদয়!
ভাবিলা অন্তরে সতী;—"আমিইত উঠেছি
আগে, দিতে হেন দুখছড়া, দৈত্যাবাস-

ময়। অকারণে হায়, অপরাধ দূরে
রোক, মহাদরে এত কাল সেবিলা যে,
হলাম তাহার আমি সর্ব্বনাশ মূল।
যাহোক এখনো দেখি তাহার উপায়।
তোলালা শুভ্রায় দেবী; অঞ্চলে মুছায়ে
দিলা নয়নের জল। কহিলা;—"বৎসে!
আর না কাঁদিহ, চল যাই রণ ক্ষেত্রে,
দেখিগে কি হলো আজি ত্রিলোক জিতের,"
(সকলি জানিছে সতী আপনার মনে)।
উঠিলা উজ্জ্বল রথে নীরবে দোঁহায়।
চালালা সারথি রথ, দুঃখ ভারে ভারী!
হেথা দৈত্যাঙ্গনা কুল, প্রিয় বিয়োগেতে
বিবশা আছিল যারা, সহসা শুনিল,
চলিলা মহিষী রণে; জানিয়া কেমনে,
শুম্ভের বিপদ বার্ত্তা; অমনি সকলে
আলু থালু বেশে উঠি, যে যেমনে ছিল,
ধাইল রাণীর পিছে, ক্রমান্বয় শ্রেণী,
মুখে হাহাকার রব; মরি, শোকনদী
প্রবাহিল যেন এক বিলাপ কল্লোলে!
কতক্ষণে দেখা দিল দৈত্য নারী দল
হিমাচল দেশে। রণ রঙ্গে মত্ত ইন্দ্র,
সঙ্কোচি সহস্র আঁখি প্রথমে হেরিলা

দূরে, সে রমণী শ্রেণী। দেখালা পবনে ;—
" দেখ ওহে প্রভঞ্জন, আসিছে বাসুকী
কেন আজি রণ স্থলে? ত্রিদিব রাজ্যের
চাপে, ধরণীর ভার বহিতে না পারি,
কাতরতা জানাইতে আসিতেছে বুঝি। "
কহিলা পবন স্বনে, বিস্মিত অন্তরে,
দেখায়ে উজ্জ্বল রথে কমলা শুভ্রায় ;—
" ঐ বুঝি উজ্জ্বল ফণা ; ঐ বুঝি জ্বলে
তাহে দীপ্ত মণি যুগ ; ওই বুঝি দীর্ঘ
দেহ পশ্চাতে নিরখি ক্রমাগত, যাহে
জড়িত মন্দর নিজে ক্ষীরদ মন্থনে ? "
বিস্ময়ে চমকি পুনঃ কহিলা বাসব ;—
" একি দেখি, আসেন যে পদ্মালয়া, সঙ্গে
লয়ে দৈত্য নারী কুলে ; ওই দেখ বামে
বসি, শুভ্রা সীমন্তিনী, দীপ্ত রথোপরে ;
কি জানি ফিরিল বুঝি মতি কমলার। "
অবাক্ হইয়া সবে দাঁড়াইলা রণে।
ক্ষণ মাত্রে আসি রথ উপস্থিত সেথা।
মহা সমরের গোল অভ্যন্তর দিয়া,
হেরিলা শুম্ভেরে ; শুভ্রা, নিরাশ্রয় বীর,
নাহি নিজ বল কেহ, ঘেরেছে শত্রুতে !
মেঘেতে বিদ্যুৎ যথা খেলিতে খেলিতে,

পড়ে শৃঙ্গ ধরে ছুটে, আসিছেন ছুটি
কালী, ত্যজি সৈন্য নাশ, আস্ফালিয়া শূল
বধিতে শুম্ভেরে। আস্তে ব্যস্তে, হাহাকারে,
অমনি ধাইলা শুভ্রা, ঠেলি সেনা কুলে,
কালিকার দিকে, নাহি করি প্রাণে ভয়।
পড়িলা আসিয়া পদে; বাহুলতা দ্বারা
বাঁধিলা চরণ যুগ ; আকুল পরাণে
কহিতে লাগিলা ;—“ রক্ষ, রক্ষ, রক্ষাকালি,
জীবিত ঈশ্বরে মোর ; ক্ষম ক্ষেমঙ্করি ;
বধো না আমার, মাতঃ, প্রাণের ঈশ্বরে !
বধিবে তাঁহারে যদি, বধ আগে মোরে
ঘুচায়ে জঞ্জাল ; লতা পাতা কাটি আগে,
কাটে কাটুরিয়া তরুবরে। গলায় পা,
দেহ গো আগেতে মোর, পরে করো যাহা
হয়, অভিরুচি তব। ” কাঁদিতে লাগিলা,
রাণী লুঠাইয়া মাথা, মহা আর্ত্তনাদে।
ধীরে ধীরে আসি লক্ষ্মী, ভাষিলেন তবে ;—
“ মাগো, ক্ষান্ত হও মহামায়া, বধোনাক
আর শুম্ভে ; না চাহি গো, মুক্তি আর।
থাকিব গো চির বন্ধ, সেও মোর ভাল,
দৈত্য নারী কুল দুখ সহিতে না পারি। ”
বিস্ময়ে তুলিয়া মুখ, হেরিলেন চণ্ডী

সম্মুখে কেশব প্রিয়া, বিনীত ভাবেতে,
মাঙ্গিছেন কৃপা সতী শুম্ভের লাগিয়া।
অসুর অঙ্গনা কুল এ দিকে সকলে
যুটিলা আসিয়া ক্রমে রণক্ষেত্র মাঝে।
হাহাকার রবে দিক পূরিলা সকলে।—
পড়িলা আছাড়ি কেহ বিবশা হইয়া
ছিন্ন মূল তরু সম মৃত পতি দেহে।
কেহ প্রাণ পুত্র মুণ্ড কুড়াইয়া লয়ি
চুম্বি পুনঃ পুনঃ উহা, কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে।
কেহ প্রিয় সহোদর ধরি গলদেশ
ভাসায় শরীর মরি, নয়নের নীরে!
উচ্চৈঃস্বরে ঝোরে কেহ স্বজনের গুণ।—
ঘোর আর্ত্তনাদে দিক্ ভাসিয়া উঠিল!
স্তম্ভিতা হইলা কালী দেখেন সে ভাব।
টলিল দারুণ মন বামাদল দুখে;
ছাড়িয়া নিশ্বাস সতী নামাইলা মুখ।
গভীর চিন্তায় মরি হইলা অচল!
দেখি শঙ্করীর ভাব হতাশ নয়নে
চাহিতে লাগিলা ইন্দ্র তবে চারি দিকে।
ভাবিতে লাগিলা মনে;—“দয়া উপজিল
পুনঃ বুঝি কালিকার, বামাদল দুঃখে।
এসেছেন দেখি লক্ষ্মী লয়ে ইহাদের;

চঞ্চলা স্বভাব যাঁর, কেন বা থাকিবে
মতি স্থির তাঁর। হলো বিষম বিপদ!
গেলা ধীরে ধীরে বীর যথায় প্রচেতা,
অনল, পবন আর; দেখালা তাঁদের
কালীর নিশ্চেষ্ট ভাব; জানালা বিপদ।
দেব যক্ষ রক্ষ কুল গণিল প্রমাদ।
মাথা তুলি পুনঃ শুভ্রা, কহিলা বিনয়ে;—
" মাতঃ, শুভদে গো তুমি, জগদম্বা তাহে;
এই কি তোমার কাজ? বিনা অপরাধে,
আপন সন্তান গণে করিলে বিনাশ।
তব কি উচিত মাতঃ, একেরে তুষিতে
অপর সন্তানে বধা? কি দোষে গো দোষী,
বল এ অসুর কুল, এ কমল পদে?
কি দোষ পাইয়া, বল গো জননী, তুমি
ধরিলে সংহার মূর্ত্তি দৈত্য কুল প্রতি?
কি জানি তোমার ধর্ম্ম; যা হোক তা হোক,
বরদে গো, আর কিছু নাহি চাহি আমি,
দেহ মোরে ভিক্ষা মোর জীবিতের প্রাণ।
ত্রিলোকের আধিপত্য না চাহি গো মোরা;
দেহ উহা ইন্দ্রে; মোরা রব চিরকাল,
অনুগত হয়ে তাঁর। এই ভিক্ষা মোর।"
ধীরে ধীরে আসি শুম্ভ কহিলা শুভ্রায়;—

"হেন নীচ অভিলাষ কেন দৈত্য রাণী,
বীরত্ব রতন খনি? থাকিবারে চাহ
চিরকাল হীন ভাবে ইন্দ্রের অধীনে?—
মরিতে ত হবে, কিবা স্থির সংসারেতে?
না ভাঙ্গি পর্ব্বত চূড়া, কভু অবনত
নহে ধরাতলে; তবে কেন অধীনতা
স্বীকারিব বাসবের, জীবন থাকিতে।
দৈত্য কুল চূড়া আমি, ত্রিলোকের প্রভু।
আসি কালিকার পাশে কহিতে লাগিলা;—
"মাতঃ, কেন গো ভাবিছ আর? বধ মোরে,
না চাহি ধরিতে আমি এ জীবন আর।
দেখ পুড়ে খাক মোর হয়েছে হৃদয়,
স্বজন বিয়োগ শোকে। কি সুখে গো আর
রব এ সংসার মাঝে। মরিতে ত হবে;
মরি তবে এই বেলা তোমার হাতেতে।
গুরুপত্নী তুমি মাতঃ, মোর; তব হাতে
মরিলে যাইব চলি বৈকুণ্ঠ লোকেতে।
শুনেছি প্রতিজ্ঞা তুমি করেছ জননি,
বিনাশিবে দৈত্য কুল; পাল সে প্রতিজ্ঞা।
না পালিলে প্রতিজ্ঞা গো ঘোসিবে কলুষ
তোমার, জগৎ; ধর অস্ত্র. আমি তব
ছেলে, রাখি তব পণ, নিজ প্রাণ দিয়ে।

সাধি গো সন্তান কাজ সংসার মাঝারে।”
সখেদে নিশ্বাস ছাড়ি তুলি তবে ঘাড়
চাহিলা শুম্ভের পানে কাতরে ভবানী।
সম্মতি হইল ভাবি যেন দৈত্যরাজ,
প্রচণ্ড বেগেতে আসি পড়িলা লাফায়ে
কালিকার শূলে, হৃদে পশিল ফলক;
ঝর ঝর রক্ত ধারা বহিল প্রবেগে;
অচৈতন্য বীরবর পড়িলা ধরায়,
মুদিয়া তেজস্বী আঁখি; নিবিল সহসা
মরি যেন কাল ঝড়ে দৈত্য কুল বাতী!
কতক্ষণে শুভ্রা সতী পাইয়া চেতন,
দেখিলা মুদেছে আঁখি হৃদয়েশ তাঁর,
পড়ে ভূমি তলে, হৃদে বিদ্ধ মহা শূল।
অমনি আছাড়ি পড়ি দেহের উপর,
চীৎকার নিনাদে দিক্ ফাটাইলা মরি!—
হায় কি হইল মোর, হায় কি হইল,
কি হবে আমার হায়, কি হবে আমার!
কাঁদিতে লাগিলা সতী অজস্র বিলাপে।
ধীরে ধীরে আসি লক্ষ্মী ধরিলেন তায়,
কহিলেন;—“ক্ষান্ত হও সাধ্বী শুভ্রা, বৃথা
আর বিলাপে কি ফল, চল মোর সাথে;
আমি সশরীরে তোমা লয়ে যাই স্বর্গে;

মিলাইগে সেথা তোমা তব পতিসহ।
তোষিব তোমারে আমি সহচরী ভাবে
সদা। উঠ, আর কেন কাঁদ অকারণ।”
গম্ভীর ভাবেতে তবে ডাকিলেন কালী,
ইন্দ্রে; কহিলেন তাঁরে ;—“দেখ ইন্দ্র, আমি
তোমাদের লাগি, রণে করিলাম হত
এ অসুর কুল ; মরি, ভাসালাম কত
অগণ্য অসুরনারী, দুখের সাগরে।
কর তুমি, বলি আমি উপায় এদের
যাহা হয় ; ডাকি ত্বরা এখনি আদেশ
গড়িতে স্বতন্ত্র স্বর্গ ইহাদের লাগি,
প্রভাষ তনয়ে; রবে, সশরীরে গিয়া
যথা দৈত্যাঙ্গনা কুল, মিলি নিজ নিজ
স্বজন সহিত। আনি শত শত রথ,
নিজে তুমি ইহাদের লয়ে যাবে সেথা।”
ডাকিলা ভবানী তবে, আর দেবগণে ;
যুটিলা সকলে আসি বিনীত ভাবেতে।
কহিলা অগ্নিরে, আর বরুণ, পবনে।
“বলি আমি, শুন অগ্নি, বরুণ, পবন,
তোমরা এ তিন জন দৈত্য নারীগণে
সাহায় অন্ত্যেষ্টি কার্য্য, যেন তারা পারে
অনায়াসে দাহিবারে স্বজনের শব।

আর দেবগণে সবে থাক হাসে হাল।
চলিলাম আমি এবে কৈলাস শেখরে।”
অদৃশ্য হইলা কালী সকলের চোখে।
হেথা গেল লেগে ত্বরা মহাহুলস্থূল!
পাঠালেন আগে ইন্দ্র প্রভাষ তনয়ে
নির্ম্মিতে নূতন স্বর্গ; পাঠালেন ত্বরা
মাতুলীরে আনিবারে শত শত রথ।
এ দিকে পবন, অগ্নি, বরুণেতে মিলি
রচিলা বিচিত্র চিতা শুম্ভের লাগিয়া।
আনিলা সুগন্ধি কাষ্ট যা যেখানে ছিল,
পবন; জ্বালিলা অগ্নি, আপনি সে চিতা;
পবন আয়াসে চিতা জ্বলিল বিষম!
শোক ভরে ভারি তনু, সজল নয়নে,
ধীরে ধীরে শুভ্রাসতী, প্রদক্ষিণ করি,
নমিলা চিতাগ্নি; ভষ্ম, নিমেষে হইল
শব। বরুণ আসিয়া ধুইলেন চিতা।
রচিল অপর চিতা তদপরে সবে,
বীর নিশুম্ভের লাগি। অগ্নি কার্য্য তার
করিলা আপনি শুভ্রা কাতর অন্তরে।
রণ ক্ষেত্র যুড়ি তবে একেবারে সবে,
সাজালা অসংখ্য চিতা প্রতিবীর লাগি।
রাশি রাশি কাষ্ট ভাঙ্গি আনেন পবন,

আর দেবগণে চিতা রচেন যতনে,
দাহন করেন অগ্নি, বরুণ তা ধোন;
ক্ষণ মাত্রে পুড়ে শেষ হলো শব রাশি।
এদিকে অসংখ্য রথ নামিতে লাগিল,
ক্রমে স্বর্গ হতে; রণ ক্ষেত্র যুড়ি গেল
রথে; ধরিয়া শুভ্রার হাত উঠিলেন
বিমানে, কমলা; রথ, চালালা মাতুলী।
একে একে রথে তবে সসম্ভ্রমে তুলি,
দিইতে লাগিলা দেব, দৈত্যাঙ্গনাগণে।
উজ্জ্বল রথের শ্রেণী উঠিতে লাগিল
ক্রমে ধরা হতে; মরি, তারার ফোয়ারা
উদ্গারিতে যেন ধরা লাগিল একটি
দিগন্ত ব্যাপিয়া। চলি গেল দেবগণ
নিজ নিজ স্থানে সবে, শূন্য হলো ধরা!

সমাপ্ত।

B. M. BOSE, SAPTAHIK SAMBAD PRESS.
1873.